দাদুমণির চিঠি —

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বর্গীয়া সুনীতি রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত
ও
শ্রীসত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
৯১, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।

১৭ই ডিসেম্বর
১৯৩২

কলিকাতা ;
নববিধান প্রেস—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীভবনাথ মুখার্জ্জি দ্বারা মুদ্রিত ।

নিবেদন

নালুদার চিঠি (প্রথম খণ্ড) গত জুন মাসে প্রকাশিত হবার পর দেখা গেল যে ঠিক তারিখে বইখানি সকলের হাতে যাতে যায় সেই জন্য তাড়াতাড়ি করায় বইএর দু' একটী অধ্যায়ের চিঠি একেবারে বাদ পড়ে ও প্রথমটীতে অধিক সংখ্যক চিঠি প্রকাশ হওয়ায় প্রায় বইএর অর্দ্ধেক পাতায় মণ্ডলীর কাজ সম্বন্ধে চিঠিগুলিই ছাপা হয়। চিঠিগুলি ছাপবার সময় দূর দেশে থাকার দরুণ কয়েকটী ভুলও থেকে যায়।

নালুদার উৎসবময় জীবনে তিনি যত চিঠি লেখেছিলেন তার অধিকাংশ প্রকাশিত হ'লে আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের তিরোধানের পর হ'তে নববিধান মণ্ডলীর ইতিহাস চিঠিগুলির পাতায় পাতায় অনেক পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে যাঁরা এই সকল চিঠি আবার নববিধানের নতুন আলোকে পড়বার সুযোগ পাবেন তাঁরা অনেকটা বুঝতে পারবেন। আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের পরলোক গমনের পর মণ্ডলীর ইতিহাস যে শূন্য নয়, নববিধান জাহ্নবীর স্রোত যে বন্ধ হয়ে যায় নি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নালুদার জীবনে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা এই চিঠি গুলির ভেতর তাঁকে আরো সুস্পষ্ট করে দেখতে পাবেন, যদি তাঁরা এই চিঠিগুলি যাঁদের লেখা হয়েছিল তাঁদের কথা বা ব্যক্তিত্ব ভুলে গিয়ে নালুদার নববিধানময় কেশবচন্দ্রগত জীবনের

ছবি মনে রাখতে পারেন। সহজ সত্য ইতিহাস পুরাণকে যে নতুন করে জীবন্ত ভাবে পড়া যায়, আলোচনা করা যায়, সাধন করা যায়, অতীতের বা পুরাণের সকল সম্বন্ধ বিছিন্ন করে যে, কোন তত্ত্ব, কোন সাধনাই দাঁড়াতে পারে না, গোড়ায় শক্তির অভাবে, তা তিনি কতরূপে তাঁর কথা-বার্ত্তায়, চিঠি-পত্রে, উপাসনা প্রার্থনাদিতে বলেছেন ; সেইজন্যেই তাঁর শেষ জীবনে Behold the Man এই কয়টী কথা কেবলই মনে করিয়ে দিয়েছেন। নববিধানের নূতন বেদ, নূতন পূরাণ, নূতন ভাগবতের প্রতি সকলের দৃষ্টিকে তিনি যেমন আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন এমন আর কে পেরেছেন? Baron Von Hugel এর ভাষায় যেন তিনি আজ ও এই চিঠি গুলির ভেতর দিয়ে আবার বলছেন "I want to teach you through history. History is an enlargement of personal experience, history pressing the past. We must have the closest contact with the past.......... you must get a larger experience -- you gain it by a study of history ; the individualistic basis simply doesn't work.........Religion to be deep and rich must be historical." (p. xiv). "All deepened life is deepened suffering, deepened dreariness deepened joy. Suffering and joy. The final note of religion is joy." (p. xvi). Letters from Baron Friedrich Von Hugel to a Niece. (London, Dent, 1928). এই চিঠিগুলির ভিতর এই ভাবের কথা অনেক আছে।

যিনি নালুদার চিঠি পত্র ও অন্যান্য লেখা প্রকাশ করা জীবনের বিশেষ ব্রত মনে করে নালুদার সকল লেখা সযত্নে সংগ্রহ করিবার ও ছাপিবার জন্য নিজ হাতে সেই সকল কপি (copy) করিতেছিলেন সেই বিধান-সেবিকা সুনীতি রায় অনন্ত উৎসবে মাতিবার জন্য নববিধানজননীর পদপ্রান্তে স্থান পাইয়াছেন। তাঁর জীবনের শেষ কয়দিন এই দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য যে সব ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ ছিল তা সম্পূর্ণ করেন ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য ও প্রস্তুত হইতেছিলেন।

চিঠিগুলি আগে পরে সন্নিবেশ করা সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম পালন করা হয় নি। এখনও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করিবার জন্য যত চিঠি দরকার তাহা হাতে আছে। ভবিষ্যতে যদি নূতন চিঠি আসে চতুর্থ ভাগ প্রকাশ করা যেতে পারে। তৃতীয় খণ্ডের শেষে সমস্ত চিঠি গুলির সূচী দেওয়া হবে। চিঠি প্রকাশের কাজ সম্পূর্ণ হলে ইংরাজি ও বাংলায় লেখা নালুদার ডায়েরী প্রকাশ করা হবে।

কলিকাতা।

জন্মদিনে নান্দুদার প্রতি।

ভগবদ্‌প্রেম মন্ত্রমুগ্ধ হরিনাম গান কণ্ঠহার
সরল আস্যে শিশুর হাস্য চরণে তোমার নমস্কার!
হে একনিষ্ঠ সাধক, কে আজি হৃদয় রক্ত করিয়া দান
করিবে বিজয়ী রক্ত নিশান জননী চরণে সঁপিয়ে প্রাণ!
জলদমন্দ্রে ভক্তের সনে গেয়েছিল যেথা ক্ষ্যাপার দল,
ভক্তিতীর্থে পূজার বোধন কি দিয়ে আজিকে বসাব বল!

(২)

আজি কি শুধুই ভগ্ন পরাণে হতাশে কাঁদিব নয়ন জলে!
গুমরি উঠিব ভয়ে ভয়ে শুধু হলনা হলনা হলনা বলে!
তেয়াগি করিয়া গাহ একবার হউক চূর্ণ অসার যুক্তি,
ভক্ত যেথায় ভগবান সেথা ভক্তি যেথায় সেথায় মুক্তি!
নাচিল গায়িল পাগলের দল বালকের মত কেশব সনে
সেদিন বঙ্গ প্রেমের রঙ্গ দেখেনি নূতন বৃন্দাবনে?

(৩)

ভক্তিগঙ্গা প্রেমের যমুনা করিল নূতন প্রয়াগ সৃষ্টি!
নূতন বিধান আলোক যেথানে লভিল ভক্ত দিব্য দৃষ্টি!
সে পুণ্যভূমি আবরি আঁধার থেকে থেকে জ্বলে আলেয়া আলো,
শুষ্ককণ্ঠে চলিছে যাত্রী তৃষিত চিত্তে অমিয় ঢালো!
রত্নসিন্ধু মন্থনসুধা পেয়েছি আমরা তবুও নিঃস্ব?
উড়াও নিশান বাজাও বিষাণ, শ্রীনববিধানে ভক্তশিষ্য!

১৯।১২।১৮ বিধান গীতিমালা

London,
31 March, '28.

My Dearest Brother,

I received your post card in Oxford. I am here for a few weeks.

I can well understand your position among the older and younger members of our Church, neither of whom you say care for you. And then you have had such terrible trials to bear. But we were all introduced early in life to a Friend who was a Friend then, is a Friend now and will remain a Friend for ever. I am happy that through all the changing circumstances you have not lost your trust in Him. May we all live in Him so that when we are called to quit this life we may be found ready to live a better one.

My brother, we have yet to live this life and you will believe me when I say we have not hitherto lived quite well. I mean we have all lived more or less according to our own whims and not according to the Will of God. When I think of your old enthusiasm, your readiness to do and suffer for a good cause I cannot help blessing God for a brother like you. But life, though short in one sense, is long in another and I have a growing feeling that you and I and most of us have wasted much of our time and strength in attempting to do too many things. A notable woman writing to her son said: "Reserve

your power of resistance for acts and facts worthy of it. Tlme will come when resistance will be commendable. Should I live no more, think then of me, who suffered and worked cheerfully." God gave us love, courage, the power of endurance and other gifts. We used them but we squandered them also. So far as we used them well we were made stronger, nobler, better by them, and for squandering them we have been rightly punished—and we now find brothers quarrelling with brothers, and the simplest virtues of trust and love are wanting among them. It is a woful state, there is no doubt of it. What to do now? My answer is, To make the best of what is still left us, by prayer, by true humility, by unceasing endeavour to do the Will of God!

Ever yours

Naloo

P. S.—I enclose a letter for Dina Babu of Bankipore. Will you kindly send it to him?

Rev. Bhai Priya Nath Mallik.

মণ্ডলী ও কাজ

নান্দুদার চিঠি

(১)

পাটনা

১১ই ডিসেম্বর, ১৯২৮

ভাই সুনু,

উপাসনার ভেতর যে সব কথা বলি ও শুনি, তা ছাড়া অন্য কথা বলা, কি শোনা অপরাধ নয় কি? চিঠি লেখা ও পড়া দুই যদি উপাসনারই অঙ্গ না হয়, তাহলে লিখেই বা লাভ কি, পড়েই বা লাভ কি? আমার যদি সশরীরে মুঙ্গের যাওয়া না হয়, তাহলে যা'তে অন্যবারের চেয়ে ভাল করে' উৎসব হয়, তাই কি চাইব না? উৎসবের সুনুও কি তাই ভেতরে ভেতরে চাইবেন না? ······

কলকাতায় তো কত কি হবে, তার সংখ্যা নেই—তাই আরও মনে হচ্ছে, যেখানে হৈ চৈ নেই, সেইখানেই Christmasএ যাই—যদি মুঙ্গেরে এবারে তাই পাই, তাহলে জন কতক ভাই বোনে মিলে নববিধানের জননীর অপরূপ কাহিনী শুনি ও শোনাই।

সেই মুঙ্গেরের

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(২)

Nabavidhan Asram
84, Upper Circular Road
Calcutta—8th November, 1928
বৃহস্পতিবার

ভাই নির্ভর,

গেল রবিবারে অনুকূল বিকেলের দিকে এসেছিলেন, তুমি যে তোমার মাকে France থেকে Post Card লিখেছিলে, তা প'ড়ে শোনালেন—দেখলাম, জাহাজের পর যেটুকু Trainএর জীবন, তাও সুখের হয় নি—এখন France থেকে Americaয় যেতে জাহাজের ক'দিন কেমন কাটল, সে খবরটা জানতে বাকি রহিল—সেটুকু যদি সুস্থ অবস্থায় কাটিয়ে থাক, তাহ'লে all's well that ends well বলা যেতে পারবে—তা নাহ'লে জাহাজের সঙ্গে তোমার ভাবই হ'ল না?

এখন এখানকার কথা শুন্‌বে, না ওখানকার কথা বলবে? আমার তো কেবল মনে হ'চ্ছে, ছেলেরা ওখানে গিয়ে যা নিয়ে এলেন, মেয়েরা যদি তাই নিয়ে আসেন, তাহ'লে যাওয়া মিছে হবে। আমরা নতুন জায়গায় গিয়ে কি পাই, কি হারাই, ঠিক দেখ্‌তে পেলে ভাল—তা নাহ'লে, লোককে দেখাবার মত কিছু নিয়ে, ভগবান্‌কে দেখাবার মত কিছু না পেয়ে, যদি আপনাদের ধনী মনে করি, সে ধনে কি হবে? সব চেয়ে সত্য, সব চেয়ে বড় কি? নববিধানের জননী। তাঁর বিশেষ কৃপা আশীর্ব্বাদে কি কি নতুন জিনিষ লাভ হ'চ্চে, তাই জানতে চাই। ছেলে বেলায় Baconএ পড়েছিলাম,

Studies teach not their own use but that's a wisdom without them and above them, gained by observation. ঠিক quote ক'র্ত্তে পাল্লাম কিনা জানি নে—Bacon's Essays থাকে ত Studies এর Chapterএ দেখো—কথাটা হ'চ্ছে, "without them and above them" যা পাওয়া যায়, তারই বিশেষ মূল্য—G. K. Chestertonএর St. Francis of Assisi পড়ে দেখো—সেই রকম কেশবচন্দ্রকে নতুন করে study করে তার ফল দেখাতে হবে—মেয়েদের জীবনে, চরিত্রে, কাজে, ব্যবহারে সেই ফল দেখতে পেলে, woman is the perfection of man এর মানে বুঝতে পারা যাবে।

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী নির্ভরপ্রভা ঘোষ

(৬)

C/o Prof. Satyendra Roy
Hewett Road
Lucknow, 7th October, '27

নমস্কার,

পাহাড় থেকে নেমে এখানে দুর্গোৎসব করলাম—আজ আপনার চিঠি সেখান থেকে redirected হ'য়ে এল—কলকাতা থেকে অনেকেই বাইরে দেখছি—এই লক্ষ্ণৌ দিয়ে হ'য়ে গেলেন ৩/৪ দল—বিনয়েন্দ্রের স্ত্রী ভাই প্রভৃতি ৫জন একদিন -বিমল ঘোষ সপুত্র—

সুধা দেবেন বাঁড়ুয্যে &—এখানে এখন বিবেক শশাঙ্ক ছেলে মেয়ে নিয়ে রয়েছেন—সিমলেতে যামিনী প্রশান্তর সঙ্গে কাজ করবেন বলে' রইলেন—এই মাসের ভেতরেই অনেকে ফিরবেন—তাই ভাবছিলাম, এখানে কিংবা আপনার ওখানে, অথবা পাটনায় এই সব পলাতকদের একটী সম্মিলনের মত হ'তে পারে কিনা। আমি যখন সিমলে ছাড়ব ছাড়ব করছি, তখন প্রেমের সেখানে যাবার কথা শুনে এলাম—আপনার সঙ্গে ভাগলপুরে কি তাঁর দেখা হয়েছিল? গিরিডির উৎসবে একদল গিয়েছেন—এই সব কলকাতায় ফেরবার আগে যদি বাইরে কোথাও মিলে, যে সব বিষয় দরকারি মনে হচ্চে, তা নিয়ে আলোচনা করেন, কিছু কাজও হ'তে পারে। রমলা যে আমার নামে ছড়া বেঁধেছেন, তা'তে আরও দুএক লাইন যোগ করে দিতেও পারেন! সকলকে ভালবাসাপূর্ণ নমস্কার।

আপনাদের

"নালুবাবু"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

৩নং কলিকাতা

১৭ই নবেম্বর, ১৯২৬

ভাই ধনী,

কাল বরিশাল থেকে ফিরলাম, বুড়োকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম—সেখানে সব 'স'—শ্রাদ্ধে সকলেই বোধ হয় এসেছিলেন। রবিবার বলে সকলে মিলে তাঁদের মন্দিরে আমাকে উপাসনা কর্ত্তে

বল্লেন—আমি কল্লাম। ঢাকা থেকে আমাদের মহিমবাবু গিয়েছিলেন। উমানাথবাবু থাকলে বল্‌তেন, "জয় নালুর জয়" "veni, vidi, vici" বুড়ো সব জায়গায় আমাদের উপাসনার গান কর্লেন, করাচিতে আমাদের সঙ্গে ছিলেন বলে গানের কোন অসুবিধা হয় নি। এখন বুড়োকে না হলে আমাদের গানের সুবিধে হয় না, কি মন্দিরে, কি অন্যত্র। তাই মনে হচ্ছিল, তোমার মেয়ের বিয়ের উপলক্ষে যাতে নববিধান প্রচার হয়, তার ব্যবস্থা করা উচিত। জ্ঞানাঞ্জনের magic lantern lectures, বুড়োর গান, যামিনী, সতু প্রভৃতি সঙ্গে থাকলে ছোট-খাট উৎসব হতে পারে। একদিন সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা হ'ল, একদিন magic lantern lecture হ'ল—দু-একদিন তোমার বাবার লেখা থেকে পাঠ ও প্রসঙ্গ হ'ল—এই রকম একটা program কর্ত্তে হয়—যেমন True Faith ছাপানো হয়েছে, God-Vision in the Nineteenth Centuryও ছাপানো হয়েছে—এই দুই জিনিষ বন্ধু-বান্ধবদের দিতে পার—তাই বল্‌ছিলাম, বিয়েতে সম্ভবতঃ বাজে খরচ অনেক হবে—এই সবের জন্যে কিছু খরচ কর্লে ক্ষতি কি? আজ তোমার সেজদির ওখানে কুনাল, ভজন, তোমার ভাবী জামাই প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হয়, ৫ই যদি যাওয়া হয়, ৭ই বোধ হয় পৌছব—৮ই, ৯ই, ১০ই—এই সব হতে পারে। করাচিতে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের কা'কে কা'কে পাওয়া যেতে পারে? তোমার সেজদি যদি যেতে পারেন, মেজদি &c. &c. তার চেয়ে ভাল কি হতে পারে? তা না হলে তোমার পরিবারে এই প্রথম বড় রকমের মঙ্গল অনুষ্ঠান—আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত না থাকলে সব দিক থেকে সুন্দর হবে কি করে? এই

সব ভেবে যাতে এখান থেকে একটা দল এই উপলক্ষে রেঙ্গুনে গিয়ে কতকটা বিধান প্রচার করে আস্‌তে পারে, তোমরা সে জন্যে যা খরচ কর্ব্বে, তা সার্থক হবে।

তোমাদের

নালুদা

পুঃ—আজ তোমার telegram পেয়ে জানলাম, ১৭ইয়ের আগে ফিরে আসা যেতে পারে। এই চিঠি পেয়েই যদি telegram কর, Bring party, তাহলে যেতে উৎসাহ হবে।

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(৫)

C/o Dr. Pareshnath Chatterji
Moradpur P. O.
Patna
১১ই এপ্রিল, ১৯২৫

তুমি একটা মস্ত কথা লিখেছ—"Good Fridayর সময় অন্য কথা ভাবব না"—এর চেয়ে বড় কথা কি আছে? এখানে কাল Good Fridayর উপাসনা মন্দিরে হল—দুবেলাই আমাকে উপাসনা কর্ত্তে হোল—সকালে প্রথম গান হোল "বহিছে ঘন ঘন প্রলয় পবন," শেষ গান হল "কত রঙ্গ জান তুমি, রঙ্গময়ী মা গো আমার"—সন্ধ্যার উপাসনায় প্রথম একটা কীর্ত্তন হয় "ধন্য দয়াময় পতিত-পাবন," শেষ গান "কাঁদ সবে ভাই"—গেল বছরে মুঙ্গেরে রচনা হয়েছিল। এবারেও মুঙ্গেরে Good Friday কর্‌বার ইচ্ছে প্রথমে হ'য়েছিল। কিন্তু চৈতন্যোৎসব সেখানে না করে' যেমন

ভাগলপুরে করে' অনেকগুলি ভাই বোনকে পেয়েছিলাম Good Friday'ও এখানে করে' কাল অনেকগুলি ভাই বোনকে পেয়েছিলাম —কাল দুবেলাই Oriental Christ থেকে কিছু কিছু পড়েছিলাম—সকালে Dying Christ সন্ধ্যায় Weeping Christ থেকে—কার ভেতর কোন্ কথা ঢুকে কাজ কচ্ছে ক্রমে প্রকাশ হবে—ভাগলপুরের উৎসবে পুণ্য ছিল তা জান ?

তুমি যে মস্ত কথাটা লিখেছ তাই নিয়ে মত্ত থাকলে আমাকে আর সে বিষয়ে কিছু লিখতে হবে না।

তোমাদেব

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোস

(৬)

Rajah Bagh
Kidderpore
Calcutta.
11. 6. 19.

প্রাণাধিক সন্তু,

পরশু ভোরে তোমার মার কাছে গিয়েছিলাম—তার আগের দিন রাত্রে '৮২'তে ছিলাম—প্রেমাদিত্য ও হরিদাসের সঙ্গে তোমাব সেই ভাগ্নীর বিয়ের ঠিক হ'য়েছে—এই সপ্তাহে আশীর্ব্বাদ হবে, সেই বিষয় কথা হল। তোমার চিঠিতে তুমি লিখেছ যে, নালুদার কাছ থেকে ৪ খানা চিঠি এক দিনে (না সপ্তাহে ?) পেয়েছি। তাই না কি ? এখন mailত অনেকটা ঠিক হ'যে এসেছে ?

পরশু ৯ই জুন ছিল—তোমার মোহিতদার দিন—সন্ধ্যার সময় জিতুদের বাড়ীতে আমাকে উপাসনা কত্তে হ'ল। 'নাদান' ছিলেন ও নতুন জামাই অজয় ছিলেন—৭ম ভাগ দৈনিক প্রার্থনা থেকে "বাল্যখেলা" পড়লাম—"গভীর বিশ্বাসের তত্ত্ব কাহাকে বলিব? কে অনুগত হইয়া প্রেমের কথা শুনিবে? বাল্যকালে বলিতাম বালকদিগকে, আদর করিয়া শুনিত, শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বাস করিত, বলিয়া কৃতার্থ হইতাম। কিন্তু এখন নববিধানের তত্ত্ব আর কেন জিহ্বা বলিতে চায় না?" * * "দয়াময়, এই এত বড় পৃথিবীতে বিশ্বাসী বালকদল কি কোথাও নাই? বালকের কথা গিয়া তাহাদের কাছে পৌঁছিবে। খেলাঘর ভাঙ্গিব না, আবার বালক তাড়াইয়া তাড়াইয়া আনিতে হইবে।"

তোমার

নালুদা

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়

(৭)

Rajah Bagh
Kidderpore
Calcutta
15. 7. 19

প্রাণাধিক সতু,

তোমার ২৯শে মের পোষ্টকার্ড এবারকার mailএ পেলাম—তুমি লিখেছ "এবারকার ডাকে ব্রজগোপাল বাবুর চিঠি পেলাম। আর কোনো চিঠি এখনো পাইনি।" আমি যে এই নতুন করে

লিখতে আরম্ভ করেছি—বোধ হয়, মাঝে এক সপ্তাহ বাদ পড়েছিল—তা না হ'লে প্রতি সপ্তাহে লিখেছি।

আজ এখন মনে হ'চ্ছিল, তোমার প্রায় তিন বছর ও অঞ্চলে থাকার বিশেষ ফল কি হবে। নববিধানের ভাবে কি কি study কল্লে। সেই যে নবসংহিতায় studyএর শেষ paraটা মনে আছে ত? অন্যান্য বিধানের ধর্ম্মশাস্ত্র ত' নববিধানের ভাবে নতুন ক'রে প'ড়তে হবে—আমাদের যা আছে, তাও যে নতুন ক'রে পড়তে হবে। তুমি কি Treasury of David দেখেছ? Spurgeon এক একটা Psalmএর এক একটা verse নিয়ে কত কথা লিখেছেন—ধর্ম্মশাস্ত্রেও অন্যত্র ছড়ানো র'য়েছে, আমরা কত carelessly তা নিয়ে নাড়াচাড়া করি। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস ও ভক্তির ভাব এলে সব বদলে যায়। তখন প্রত্যেক লেখা কথা যা ভগবানের মুখ থেকে বেরিয়েছে, ধ্যানের বিষয় হয়—তার ভেতরের অর্থ কত সত্য, গভীর, জীবনপ্রদ, পরিত্রাণপ্রদ টের পাই। "আচার্য্যের উপদেশ", "সেবকের নিবেদন", "দৈনিক প্রার্থনা", "হিমালয়ে প্রার্থনা" এই ভাবে পড়লে যে নতুন জগৎ খুলে যায়, সেখানে যা দেখা যায়, শোনা যায় স্পর্শ করা যায়, তার কি অন্ত আছে—না তা কখনও পুরাণো হয়—সেই ত' নববিধানের জগৎ। তুমি ওখানে থাকৃতে থাকৃতে এ ধরণের study কিছু কিছু করেছ কি না জানিনে। কিন্তু এখন এই ধরণের studies আমাদের ভেতর হওয়া উচিত। আমরা যে ভারতের লোক এখানে পড়াশুনো উপাসনারই মত ছিল। নববিধানে সেই ভাবটা জেগে উঠবে। পড়াশুনোও ক'চ্চে, পাপও ক'চ্চে, তা আর থাকৃবে না। এক

অথণ্ড জীবন হবে তাতে দিনরাত সাত স্বরূপের আরাধনা হ'চ্চে। তুমি কি ওখানে থাকৃতে ২ Emerson নতুন ক'রে পড়েছ? "Things group themselves according to interior laws" তাঁর এই ভাবের একটা কথা আছে। নববিধানের নব-ভক্তের উপদেশ ও প্রার্থনা এই interior laws অনুসারে group করা দরকার। তার ভেতর যে নতুন জগৎ দেখা গিয়েছে সে যে মগের মুল্লুক হয়, সেখানেও খুব সুন্দর চমৎকার সব নিয়ম (laws) আছে তা যতই discovered হবে ততই জগতের সুখশান্তি আনন্দ বাড়বে। এইগুলি নিজেরা দেখে জগৎকে দেখাতে হবে। তোমার ওখানে থাকার ফলে যদি তাই একটু হয়, যাওয়া সার্থক হবে।

তোমার

নালুদা

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়

(৮)

20, South Hill Park Garden
Hampstead, N. W.
London, 17 May, 1911.

নিকেতনের ঠিকানা দিলাম—এই রবিবারে খোলবার কথা হয়েছে—তুমি এলে যদি আলাদা ঘর না থাকে, তাহ'লে হয়ত' আমার সঙ্গে একঘরে থাকতে হবে, তুমি কি তাহ'লে সত্যি সত্যি

আস্‌ছ ? কাল ত' telegram ক'রে ছিলাম—"come"—তার পর ? তিনিই জানেন—যখন্‌ দেখলাম হাতে টাকা নেই, অথচ মনে হচ্ছে তুমি এলে বেশ হয়, তখন মনে হ'লো, তোমার হাতে যদি টাকা থাকে তা হ'লে তাই নিয়ে ত' এস—তারপর যা হয় হবে—তুমিও সেই কথা লিখলে—এখানে নববিধান কি ভাবে প্রচার কর্ত্তে হবে Catholicism, Protestantism, Unitarian-ism সম্বন্ধে কি বলতে হবে আমি যা ভাবছি তুমিও তাই ভাবছ দেখে মনে হল, এখন আমি দেশে ফিরে যাই, কি সেই দেশে "যে দেশ হইতে সবে, এসেছি ভাই এই ভবে"—যাই যদি ক্ষতি নেই—তুমি যদি first week of Juneএ ছাড় তা হলে বোধ হয় third weekএ এসে পড়বে—তখন Coronationএর গোলমাল—যাঁদের চাই তাঁদের অনেকেই ব্যস্ত থাকবেন এখানে কি মফস্বলে কি রকম engagement হবে কিছুই জানিনে—তার পর এদেরও লম্বা ছুটি—কোনো কোনো church বন্ধ থাকে—তখন জানা জায়গায় lectures কি sermons বেশী হয় না -অজানা জায়গায়ই হয়—তার মানে এ নয় তাতে কাজ হয় না—তবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান কি জান ত ? এখানে তাই হচ্ছে—এরাও টাকা কড়ি সম্বন্ধে শেয়ানা খুব—ফাঁকি দিতে পাল্লে ছাড়ে না—সে যা হোক, নববিধান কি তা যদি তোমার কথায় এদের একটু বোঝবার ইচ্ছে হয় তাই "প্রচুর পুরস্কার" আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার

নালুদা

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কোঙার

(৯)

Dunraven
Brighton Road,
Southampton
6. 3. 11.

আমার যামিনী,

কাল এখানকার Unitarian Churchএ রাত্রে যে sermon দি তার শেষে এই ভাবের কথা ছিল "A new nation is coming into existence of men and women made in the image of the New Dispensation আমি hymns ঠিক করিনি—এখানকার minister আমার sermonএর subject ও জানতেন না তিনি কি গান ঠিক করেছিলেন আমি দেখিনি—গানটার ছুটো verse নীচে দিলাম :—

"These things shall be: a loftier race
Than in the world hath known shall rise,
With flame of freedom in their souls,
And light of knowledge in their eyes,

New arts shall bloom of loftier mould,
And mightier music thrill the skies,
And every life shall be a song
When all the earth is paradise."*

কে এ গান ঠিক করেছিল ?

তোমার

নালুদা

* John Addington Symonds রচিত।

পুঃ—Lloyd Thomasএর Address ২৫ খানা পেয়েছ ত? পড়ে কি মনে হয় ইংরাজীতে লিখে দিলে আমি তাঁকে দেখাতে পারি—তোমার সমালোচনা তাঁর জানা দরকার।

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কোঁয়ার

(১০)

26, South Hill Park
Hampstead,
London, N. W.
20th Sep., '10.

আমার যামিনী

কাল রাত্রে তোমার ও Howএর চিঠি পেলাম—Meadvilleএ ফিরে তোমার মনের অবস্থা কিরূপ জান্‌তে পারলাম—ভগবানের এই প্রচ্ছন্ন মঙ্গল মূর্ত্তি আরও শক্তিশালী হয়ে; প্রবল হয়ে আমাতে মণ্ডলীতে কাজ করুক, না হলে আমার সাধ মিটবেনা,—"ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রের details গুলো যেন definite হয়ে যাচ্ছে" এ সব বিষয়ে আরও শোনবার আছে—দেখবার আছে—শুনতে চাই, দেখতে চাই, এখন জিজ্ঞেস করি—চোখ কেমন আছে? মোটের ওপর শরীর কেমন? ওখানকার টাকা খরচের idea এখান থেকে হতে পারে কি? যদি একখানা Railway Map পাঠিয়ে দিতে পার ভাল হয়—এখানে দুএক জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে, শুন্‌ছি ওখানে এখানকার চেয়ে খরচ বেশী, ভাসোয়ানী সাহেব যদি এখুনি যেতে পান যান তোমার ত খানিকটা idea হয়েছে—প্রথম

কোথায় যাওয়া উচিত, তারপর কোথায় একটু idea দিতে পার কি ?

তোমার

নালুদা

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কোঁয়ার

(১১)

Charlothenburg
Herderstrasse
24 August, 1910.

আমার যামিনী,

ভাসোয়ানী সাহেবের অসুখ করাতে আরও দুদিন এখানে রইলাম—আজ রওয়ানা হতে হবে—তুমি Londonএ যে চিঠি লিখেছিলে তা এখানে পেলাম Molyneauxর চিঠি পড়লাম, যদি আমেরিকায় যাওয়া হয় আশা করি তাঁর সঙ্গে আর তোমার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ হবে—ভাসোয়ানি সাহেবের ইচ্ছে ছিল এইখান থেকেই আমেরিকায় যাওয়া হয় যাহোক এখানে কি Englandএ এখন holiday season, public meetingএর সময় নয়, তবে রবিবারে preach করা হতে পারে—আসচে রবিবারে আমাদের Letchworthএ preach করবার কথা—তোমার আর একখানা চিঠি আশা করি। Londonএ গিয়ে শিগ্‌গিরই পাব—কোথায় গিয়ে প্রথমে উঠা যাবে জানিনে—New Yorkএ না Bostonএ ? Map কাছে নেই St. Louis যেখানে

How আছেন সে ঐ‘ দুই সহর থেকে কতদূর? Hartford যেখানে Sunderland সাহেব আছেন তাই বা কতদূর? ময়ূর-ভঞ্জের মহারাজার গেল পরশু Londonএ পৌঁছবার কথা—তাঁর সঙ্গে দেখা হ’লে আমেরিকার কথা কিছু কিছু শুনতে পাব—তোমার সঙ্গে কি তাঁর দেখা হয়েছিল? Howএর সঙ্গে দেখা হ’য়েছে কি? তিনি লিখেছেন "I will lay out a little plan for you to travel by—if you so desire—that will save you trouble"—Sunderland সাহেব লিখেছেন "you will meet with a warm welcome"—এ সব তো বেশ কথা—এখন কথা হচ্ছে—আমাদের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত কি রকম হবে? আমি তো রুটি, আলু-সেদ্ধ দিয়ে চালিয়ে দি—ভাসোয়ানী বেচারার জন্যে ভাবনা—জাহাজে কষ্ট হয়েছিল—এখানে Vegetarian Restaurantএর খাবার বড় পছন্দ হয় না—তুমি কি ক’চ্চ?

তোমার

নালুদা

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কোঁয়ার

(১২)

Charlottenburg,
Herderstrasse
18 August, 1910

আমার যামিনী

"আমাদেরই জন্য করেছ কেবল নিজে সর্ব্বত্যাগী পর উপকারী"
এই গান শুন্‌তে শুন্‌তে গাইতে গাইতে, আজ ভোরে ঘুম ভেঙ্গে

গেল। পূর্ণ-ধর্ম্ম ভবিষ্যতে না বর্ত্তমানে, না অতীতে? ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য "ত্যাগ" না "আত্ম প্রসার," না আর কিছু? এ সব প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? আমার মনে হয়, "পূর্ণ-ধর্ম্ম ভবিষ্যতে" এ কথা যদি সত্যি হয়—"পূর্ণ-ধর্ম্ম বর্ত্তমানে" এ কথাও সত্যি—"পূর্ণ ধর্ম্ম অতীতে" এ কথাও কি সত্য নয়? কেননা ধর্ম্মের আদর্শ যদি স্বয়ং ভগবান্ হন, আর সেই ভগবান্ অসীম অনন্ত, আর এই অসীম অনন্ত ব'ল্‌তে—**means more things than are dreamt of in our philosophy or experience, in our faith or vision** যদি হয়, আর কি—অতীতে, কি বর্ত্তমানে, কি ভবিষ্যতে, তিনি যদি পূর্ণ সত্য হন, তাহ'লে পূর্ণ-ধর্ম্ম যেমন অতীতে, তেমনি বর্ত্তমানে, তেমনি ভবিষ্যতে—অতীতকে বাড়াতে গিয়ে, যদি বর্ত্তমানকে অবজ্ঞা করি, বর্ত্তমানকে বাড়াতে গিয়ে যদি ভবিষ্যতকে উড়িয়ে দি—তাহ'লে ভগবানের প্রতি **injustice** করা হয় না কি? নববিধান নতুন ব'লে পুরাণ বিধানগুলি কিছুই নয় তাত নয়—নববিধান এসে—পুরাণ বিধানগুলি সে নতুন দেখিয়ে দিলেন—সে সব বিধানে ভগবান্ যে সব কথা ব'লেছিলেন, তার কি মানে ফুরিয়ে গিয়েছে—না, এখনও প্রত্যেক কথার অনন্ত অর্থ রয়েছে? চিঠিতে কত লিখব? এখানে আসবার আগে ভেবে-ছিলাম, এখানে এসে আর কারুর চিঠি পাই আর না পাই, তোমার চিঠি পাব—তা পাইনি—পরে পেলাম—তার পর আর এক খানা পেলাম। কাল্ কি পরশু যদি Londonএ চলে যাই—তাহ'লে এখানে থাকতে থাকতে বোধ হয় আর পাব'না—চোখের অসুখের কথা লিখেছ—এখন একেবারে ভাল হয়েছে কি? তোমার চিঠির

সঙ্গে সঙ্গে Sunderlandএর ও Howএর চিঠি পেলাম, দুজনেই America যেতে লিখেছেন—এখানে Americans যাঁরা এসেছিলেন—তাঁদের ভেতর দুচার জনের সঙ্গে আলাপ হ'লো। ভাসোয়ানীর ইচ্ছে এখান থেকেই আমেরিকায় যান, আমেরিকা থেকে এখানে নাকি রোজই জাহাজে আসা যায়?

তোমার

নালুদা

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কোঁয়ার

(১৩)

Bharatvarshiya Brahma Mandir,
89, Machuabazar Street,
Calcutta, 26th May, 1910.

তোমার photo পেলাম—To "My Minister" পড়লাম—কোথায় Genesis থেকে কি নিয়ে কি সে খাটিয়ে দিলে। এমনি করে মজাবে দেখ্‌ছি—খুলে যাচ্ছে ত কম নয়—সেহানবিশের লাহোরের কাজ বেশ লাগচে—খুব খুলে যাচ্ছে লিখেছে। আমি তাকে লিখেছি—এই ত' চাই—আমাদের আগের generation চলে গেল—আমরাও চলে যাচ্ছি—এখন তোমরা উঠ্‌ছ—rising generation তোমরা, নববিধান তোমাদের ভেতর মূর্ত্তিমান্ হোক্—একটা আনন্দের কথা বলি—সেহানবিশ যখন আমার কাছে

ছিল--তাকে যখন পেতাম—নিয়ে উপাসনা ক'ত্তাম--প্রার্থনা ক'র্ত্তে ব'ল্তাম ক'র্ত্তনা—তার কি হ'ত জানিনে—তাকে নিয়ে উপাসনা ক'রে আমার অনেক লাভ হ'ত—সে যখন চ'লে গেল, তখন কাকে নিয়ে উপাসনা ক'রব ভাবচি—বেশী ভাবতে হ'ল না, হঠাৎ একদিন বাঁকিপুর থেকে আশু এসে উপস্থিত—তাকে নিয়ে উপাসনা ক'র্ত্তে লাগলাম। আমি সমস্তটা করি, সে একটি ক'রে প্রার্থনা করে। এইরূপ কিছুদিন গেলে, সে একদিন নিজেই বল্লে "আজ আমি উপাসনা ক'রব।" সে উপাসনা ক'ল্লে—সেটা আমার কাছে একটা নূতন জগৎ খুলে দিলে। তার ভাব ভাষা দুই-ই আমারই মত, কিন্তু আমার চেয়ে এগিয়ে যাচ্চে দেখলাম—এর চেয়ে আশার কথা আর কি? নতুন লোক সৃষ্টি ক'রে ভগবান পাঠাচ্ছেন—তাদের ব'লে দিচ্ছেন, তোমরা যাঁদের সঙ্গে আছ তাঁদের চেয়ে এগিয়ে যাও—"Greater things than these ye shall do"—এই তো নববিধান? না? গেল সপ্তাহের শেষটা সম্রাটের সমাধি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম—এ সপ্তাহের গোড়া থেকে বুদ্ধোৎসব নিয়ে রইলাম—আজ থেকে আবার প্রতাপ বাবুকে নিয়ে থাক্তে হবে—শুনে দুঃখিত হবে, ব্রজেন্দ্র বাবুর জামাইটি মারা গিয়েছে। আর একটি শোকের খবর দি—আমাদের Dr. Reubenএর সেই ছোট্ট মেয়ে Harmony সেটিও মারা গিয়েছে।

তোমার

নালুদা।

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কোঙার

(১৪)

Bharatvarshiya Brahma Mandir,
89, Machuabazar Street,
Calcutta, 31st March, 1910

তুমি যে বড় চিঠি চাও—আমি বড় চিঠি লিখতে পারি কৈ? আমার অসুখের কথা শুনে যে চিঠি লিখেছিলে, তা এই mailএ পেলাম—অমন করে আর কে লিখবে? আরও অগ্নিময় হও—আমিও তোমার সংস্পর্শে অগ্নিময় হয়ে যাই।

তোমার
নালুদা।

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম

(১৫)

Bharatvarshiya Brahma Mandir,
89, Machuabazar Street,
Calcutta, 17 March, 1910

গেল সপ্তাহে তোমার চিঠি পেলাম না, প্রেমের চিঠি পেলাম। এ সপ্তাহে তোমার চিঠি পেলাম, প্রেমের চিঠি পেলাম না—"নববিধানের ভাষা রোকাল, ধারাল হওয়া চাই—নববিধানে নতুন গান বেরুন' চাই, যা গাইতে গাইতে রক্ত গরম হবে—মানুষ মানুষ হয়ে যাবে" তোমার চিঠিতে এই কথাগুলি পেলাম—পৃথিবী থেকে চলে যাবার চার বছর আগে কেশবচন্দ্র বলেছিলেন—"বর্ত্তমান ব্রাহ্ম

সমাজে ঈশ্বরের গন্ধ অল্প, এ ব্রাহ্মসমাজের আদর কি প্রকারে হইবে? হরি বিহীন ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ হইবে কি প্রকারে? হরির হাত ধরিয়া উঠিবে, হরির হাত ধরিয়া বসিবে, হরির কথা ঘোষণা করিবে, হরির আদেশ স্বীকার করাতে নিন্দা অপমান কি? হরির কথা স্বীকার করিতে নিন্দা অপমানের ভয়, লজ্জার বিষয়," আস্‌চে সপ্তাহে শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব—যে দিন দোল-পূর্ণিমা, সেই দিনই Good Friday, আবার ঠিক সেই সময়ে, মুসলমানদের কি একটী উৎসব আছে—তাই কাগজে লিখলাম—নববিধানের জয় গাইবার এমন সুযোগ কি আর হয়েছে?

তোমার

নালুদা

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কোঁয়ার

(১৬)

Bharatvarshiya Brahma Mandir,
89, Machuabazar Street,
Calcutta, 3rd March, 1910

তুমি যে চিঠিতে লিখেচ "নববিধানের test দিয়েই নববিধানকে নূতন করে দেখতে আরম্ভ করেছি" সেই চিঠি এই সপ্তাহে পেলাম—তোমাদের Doan সাহেবের Man-Godএর সঙ্গে একটু একটু পরিচয় হচ্ছে—প্রথমে মহারাজা ময়ূরভঞ্জকে, পরে ডাক্তার মতি বাবুকে তাঁর বই পড়তে দিয়েছি। তাঁদের সঙ্গে ঐ বই নিয়ে কিছু কিছু আলাপও হয়েছে আরও হওয়া চাই—তার পর রবীন্দ্র বাবু ও

ব্রজেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে চাই—এর ভেতর তোমার চিঠিগুলি commentaryর মত লাগছে—আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার

নালুদা

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কোঁয়ার

(১৭)

Bharatvarshiya Brahma Mandir
89, Mechua Bazar Road
Calcutta, 10 February 1910

আজ কাল তোমার চিঠিতে যেমন আমার মনের কথা পাই এমন আর কার চিঠিতে? এবারে তোমার ৮ই জানুয়ারীর চিঠি পেলাম—বর্ত্তমানেই নববিধানের গৌরব, মহিমা, অসীম রহস্য, অনন্ত জীবন দেখা, পাওয়া, খাওয়া পরা—তার ভেতর ডুবে মজে যাওয়া, মেতে যাওয়া, পাগল হয়ে যাওয়া, তাই জন্যেই ত আমরা এসেছি—তা না করে বুড়োদের মত গম্ভীর হয়ে আলোচনা করে কেবল সময় নষ্ট, জীবন নষ্ট, সুযোগ নষ্ট, সৌভাগ্য নষ্ট হয়—এ বিষয়ে আরও বল, আরও লেখ,—আমি সমস্ত রাত্তির জেগে তোমার কথা শুনব, আজ একটা খবর দি—আমাদের মাদ্রাজী বন্ধু Rao আসচে রবিবারে দীক্ষা নেবেন, আমি উপস্থিত করব, উপাধ্যায় মহাশয় দীক্ষা দিবেন, গেল সপ্তাহে একখানা Arya Mission Institutionএর গীতা পাঠান হয়েছে, পেয়েছ কি? আজ সীতানাথ বাবুর উপনিষদের জন্যে হোসেনকে পাঠিয়েছিলাম—

out of print—আমি বন্ধু দয়ারামকে লিখেছি তোমাকে উপনিষদ্ (Bombay edition) পাঠিয়ে দিতে, তিনি পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন—পেলে আমাকে খবর দিও—আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার

নালুদা

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কোঁয়ার

(১৮)

Kolhapur

15 Nov. 0'9

কই এবারেও তোমার চিঠি পেলাম না—জানিনে কলকাতায় এসে পড়ে আছে কি না—কাল পরশু আর একটা mail redirected হয়ে আসবে—তাতেও যদি না পাই, ভাবিত হব—পুণা থেকে এখানে আসা সকলের পক্ষে খুব relief—তা হলে কি হবে? এখানেও misunderstanding হচ্ছে, আমরা কে কে আছি programme দেখলে বুঝতে পারবে—Premdas হচ্ছেন Dr. Reuben, মণিলালের সঙ্গে পুণা ষ্টেশনে ছাড়াছাড়ি হ'ল, বেচারা বোম্বাই গিয়ে কেমন আছেন জানিনে—পরশু কি তরশু বোধ হয় সেখানে দেখা হবে, এবার এই অঞ্চলে এ ক'জনকে কে একত্র কল্লে? মণিলাল গুজরাটী—রুবেন ইহুদী—ভাসোয়ানী সিন্ধী, আমি বাঙ্গালী, চার জনই গোঁড়া নববিধানী, এর ভেতর Shinde মারাটী এসে ঢুকলেন কেমন করে? তাঁর সঙ্গে Reubenএর যেমন মাখামাখি তেমনই misunderstanding- Rueben যে এত গোঁড়া, আগে

জানতাম না। এ ক'দিনে বোধ হয় আরও গোঁড়া হয়েছেন—আমাকে ত' একদণ্ড ছাড়তে চান'না—Shinde "নমোদেব নমোদেব" গান লিখে নিয়েছেন—"হরি ব'লে দেবগণ নাচে" শুনে পছন্দ করেছেন "করহে নববিধান মূর্ত্তিমান" শুনেছেন Reubenত ছাড়বার পাত্র নন—আবার মণিলালটিও কম নন—Justice Chandavarkarকে স্পষ্ট বলেছেন—"Christ ও কেশবচন্দ্র সেনকে না নিলে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির কোন আশা নেই" যা হোক মহারাষ্ট্রদেশ আগেকার চেয়ে একটু বেশী দেখলাম—এসব দেখে শুনে বাংলার প্রতি টান ও ভক্তি বাড়চে—এই মাত্র রবীন্দ্র বাবুকে সেই ভাবে দু এক লাইন লিখলাম—কলকাতা থেকে খবর আসচে যা তাতে—এখুনই সেখানে গেলে ভাল হয়—কিন্তু এখানকার দল ছাড়ি কি করে? দল না হলে আমাদের কি কোন কাজ হবে? দলের ভেতরে নিরাপদ—তার বাইরে self-willএর দৌরাত্ম্য নিবারণ করে কে? যাদের সঙ্গে ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন তাদের সঙ্গে living union জীবন্ত সম্বন্ধ cultivate না কল্লে নববিধানের নবজীবন গজাবে কেমন করে? তোমার দৈনিক উপাসনা কেমন হচ্ছে?

তোমার

নালুদা

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কোঙার

(১৯)

খণ্ডগিরি
শনিবার
২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯০২

প্রাণাধিকেষু,

কটক থেকে পুরীতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে এখানে এসেছি। এখান থেকে কাল কটকে ফিরে যাব। পুরীতে ডাক-বাঙ্গলায় ছিলাম। এখানেও ডাকবাঙ্গলায় আছি।

কটক থেকে যাবার আগে যে সব চিঠিগুলি পড়িনি তার মধ্যে কতকগুলি চিঠি খুলে পড়লাম। যা পড়লাম তার ভেতর তোমার তিনখানি, রবীন্দ্রবাবুর একখানি, সুশীলার একখানি ছিল।

সুরেনের কাছে ও সুশীলার চিঠিতে জানলাম তোমরা জন কতক বোলপুরে গিয়েছিলে। বিনয় গিয়েছিলেন কি? আশাকরি সকলে বেশ আনন্দ লাভ করেছিলে। রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয়টা ভাল রকমের হয় আমার ইচ্ছে। তাঁর প্রতিভাও চরিত্রের ভেতর যে সব ভক্তিভাবোদ্দীপক গুণ আছে তোমার সঙ্গে থেকে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়, আর তোমার চরিত্রে ভক্তির অভাবে যে সব ভাল ভাল ভাব নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে—তা তাঁর সঙ্গে থেকে হৃষ্ট পুষ্ট হয় এই আমার প্রার্থনা। তাঁর প্রতিভার ভেতর... একটা বিশেষ ভাব থাকতে পারে, সে জিনিষটা বিশেষ ভাবে আলোচ্য বিষয়ও হ'তে পারে, সেই ভাবের ভেতর দিয়ে লোকেন পালিত, দেবেন সেন প্রভৃতি লোকের সঙ্গে তাঁহার যোগ হ'তে

পারে কিন্তু তোমার আমার মত লোকের সঙ্গে তাঁর ঐক্যের ভূমি একটু স্বতন্ত্র। বাস্তবিক তাঁর ভেতর এমন সব ভাব আছে যা তোমার আমার মত লোকের খুব প্রয়োজন। তুমি সেই সব ভাবের ভেতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রাণে প্রাণে এক হ'য়ে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে কৃতসঙ্কল্প হও, আমার মনে হয় তোমার উদ্দেশ্য সাধনে তিনি এখন বিশেষ সহায়। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে তুমিও বিশেষ সহায়। একথাটি তিনি যেমন বুঝেছেন তুমি বোধ হয় তেমন বোঝনি। তাই আমার এতগুলি কথা লেখা। তিনি লিখেছেন "আপনাদিগকে বন্ধু পাইয়া আমি নিজেকে লাভবান মনে করি।" আমাদের কথাটা উল্টে দিতে হবে। অনেক স্বাভাবিক সদ্‌গুণ দিয়ে ভগবান তোমাকে পাঠিয়ে-ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্র প'ড়ে নৈয়ায়িকদের বুদ্ধি পেয়ে সেই গুণ গুলির প্রতি মাঝে মাঝে বিশেষ অযত্ন হয়। তাবা যে সেই জন্মেই সময়ে সময়ে অদৃশ্য হ'য়ে যায় তার আর সন্দেহ নেই। পাছে কেশব-সেনের চেয়ে পি, কে, রায়কে ভালবাস সেই ছেলেবেলাকাব ভয় এখনও আছে। এখন একটা বিশেষ সুযোগপূর্ণ সময়। এই সময়ে রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে এক হ'য়ে কোন একটী বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হ'লে তোমার জীবন ফলবান হবে। নতুবা এমন জীবন বিফলে যাবে। আমি এই দুটী চোখ মুদ্রিত করবার পূর্ব্বে যেন কতকগুলি ফল দেখে যেতে পাই।

চিরসুহৃদ

নালু

শ্রীযুক্ত মোহিতচন্দ্র সেন

কটক,
সোমবার।

ওহে বাপু,

কেমন আছ ? পুরী থেকে Thomasএর চিঠির নকল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, পেয়েছিলে ত' ? আজ Oxfordএর Miss Weldএর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন : "I have read with the most intense interest the address by Mohit Chandra Sen on 'The Miracles of Faith.' It is simply splendid. India is indeed the land of noble thoughts, and you and your family are amongst the chief thinkers of these noble thoughts —thoughts which when translated into the beautiful English of which you are masters, shew us how much we of the West have still to learn from you of the East."

সুশীলাকে ব'লো আমার তাঁর কাছে একখানা চিঠি পাওনা আছে। এখানে বেণী বাবুর বাড়ীতে অজস্র আশীর্ব্বাদ সম্ভোগ কচ্চি।

তোমাদের
নালু

শ্রীযুক্ত মোহিতচন্দ্র সেন

(২১)

Rajah Bagh
Kidderpore
৬ই আগষ্ট।

ভাই সুচারু,

কাল সকালে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে যে ফুলের সাজি থাকে, তার দিকে তাকাচ্ছিলাম। তোমাকে ফুলের উৎসবের কথা মনে করিয়ে দেব ভাবছিলাম, ঠিক সেই সময় তোমার চিঠি পেলাম—ফুলের দলে মিশে তোমার বিশেষ কি লাভ হ'য়েছে, তার মানে ভেতরের রং কি রকম বদলেছে, এই সব কথা শুনতে চাই। মার কৃপা না হ'লে ফুলের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ কি হয়? আবার খুব মাখামাখি না হ'লে—প্রাণের যোগ না হ'লে, ফুলের মনের কথা কি বার করা যায়? কাল সন্ধ্যার সময় প্রতিভা—গোলাপ, পদ্ম, রজনীগন্ধ প্রভৃতি ফুল পাঠিয়েছিলেন, এখনও রজনীগন্ধগুলি দাঁড়িয়ে আছে। তুমি তো ভাদ্রোৎসবের সময় ওখানে থাকবে, ফুলের বিষয় লেখা পাঠালে, এখন তোমার দিদি মণিকা প্রভৃতি যদি ফুলের বিছানায় যে আমরা শুয়ে আছি, তা practical illustration দ্বারা বুঝিয়ে দেন, তা হ'লে বেশ হয়।

তার পর স্কুলের কথা বলি, তুমি যে ওখানে গিয়ে Miss Brock-এর চিঠি পেয়েছ, তার চেয়ে শুভ সংবাদ আর কি আছে? কাল রাত্রে ৩ নম্বর থেকে ফেরবার সময়, যামিনী tram পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন। পথে Albert Institute Reading Room-এ কত লোক পড়ছে দেখলাম—এত লোক সব আগে হ'ত না—

মাঝখানে……বাবুদের পাল্লায় একেবারে অন্ধকার—এখন যেন **fresh lease of life** পেয়েছে—মল্লিক যে এজন্যে খেটেছেন, তা সফল হ'ল। ভক্তের কাজ নষ্ট কর্ল্লে নিজেদেরও তাঁর সঙ্গে মরতে হয়—ভিক্টোরিয়ার জন্যে যিনি একগুণ খাটবেন, তিনি দশগুণ পুরস্কার পাবেন—আর যিনি অনিষ্ট ক'র্ত্তে চেষ্টা করবেন, তাঁর যে শেষে কি হবে, ভাবা যায় না! তাই বলি, ওখানে গিয়েছ যখন, প্রতিদিন নিয়ম ক'রে ভিক্টোরিয়ার জন্যে যদি কিছু কর—আর ব'ল্ব না।

ধ্রুবেন্দ্র, সিসি খুব স্ফূর্ত্তিতে আছেন ত? এখানে বলাই বাবু পাচকের কাজ কচ্ছেন—খিচুড়ি, ডাল তরকারী এমনি চমৎকার রাঁধচেন—তোমরা যদি একবার খেতে, তাহ'লে হয় তাকে মুসুরি নিয়ে যেতে, না হয় তোমরা এখানে এসে থাকতে।

আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার

নালুদা

পুঃ—এ তোমার দেওয়া কাগজ, পেন্সিলে লিখে দেখচি প'ড়তে একটু কষ্ট হয়।

(২২)

পাটনা, ১০ই নবেম্বর।

ভাই বিন,

হিমালয়ে যে কমাস ছিলাম চিঠি লেখা পড়া দুই বন্ধ ছিল—তোমার হাতের লেখা দু একখানা চিঠি পেয়ে তার উত্তরে বোধ হয় কিছু লিখি নি—শেষের দিকে যে বই খানি পাঠিয়েছিলে তা

যামিনী খুলে দেখালেন—অসম্পূর্ণ কাজ যে সম্পূর্ণ হল—ছাপা বাঁধানো বেশ হয়েছে দেখে আনন্দ হল, লোভ হল আচার্য্যদেবের খান কতক চিঠিতে—তাই পড়লাম—হিমালয়ের প্রার্থনাগুলি সব যে তোমার লেখা নয়—কতক তোমার দিদির ও দাদারও আছে—তোমাদের লেখার পর বাবা কি দেখে দেবার স্থযোগ পেয়েছিলেন—যখন ছাপা হল তখন ত' তিনি দেহে নেই—কে কে দেখে দিয়েছিলেন তোমার মনে আছে কি? কলকাতায় ফিরে গিয়ে যে দুমাস ছিলাম শরীরের বিষয় বন্ধুবান্ধবদের ভাবিয়েছিলাম তার ভেতর যখন শুনলাম "হিমালয়ের প্রার্থনার" প্রথম ভাগ আবার ছাপা হলে তুমি তার খরচ দেবে আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হলাম তার পর শুনলাম একটি পুরোনো trunk আমার ব্যবহারের জন্য নূতন হয়ে এসেছে আরও কৃতজ্ঞ হলাম—তার পর সেজদা চলে গেলেন যে ভাই বোনদের কাছ থেকে সমবেদনার চিঠি পেলাম তুমি তাঁদের ভেতর একজন—শরীরের জন্যে কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়বার কথা অনেক দিন থেকে হলেও এতদিন পরে কাল এখানে এসেছি—বিভার পরিচিত জায়গায় উঠেছি ও পশ্চিমের যে ঘরে বসে লিখছি তার সামনে রাস্তার ওধারে নতুন একটি museum হয়েছে অন্য বাড়ীর মত নয়—কাশী টাশীর পাথরের বাড়ীর মত জানলা খোলাই থাকে—আমিও তাই দেখি যে সব কথা মনে হয় দেখা হলে বলতে পারি।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী

(২৩)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৯।

নমস্কার,

আজ কুচবিহার থেকে ফিরলাম—তোমাদের উৎসব ত পরশু শেষ হবে—কাল ব্রাহ্মিকা উৎসবে একবেলা ব্রজগোপাল বাবু, আর একবেলা বঙ্গবাবু মহাশয়ের করবার কথা—আমাদের এবারে ভাদ্রোৎসবে মেয়েদের জন্যে যে বিশেষ উপাসনা হ'য়েছিল, তা মেয়েরাই ক'রেছিলেন। তোমাদের ওখানে এখন থেকে মেয়েদের ভেতর কিছু করার ভার তোমারই নেওয়া উচিত। একদিন তোমার ওখানে, একদিন যোগীন বাবুর (খাস্তগিরি)র ওখানে মেয়েদের নিয়ে প্রার্থনা, প্রসঙ্গ হ'লে মন্দ হয় না—শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ যে "ম্যাডাম গেঁয়ো"র জীবন চরিত লিখেছেন, তা উল্টে পাল্টে দেখছি—এ ধরণের বই আরও চাই—তোমার যে সেই **St. Francis of Assisi**র বিষয় লেখবার কথা ছিল? **Everyman's Library series**এ **St. Francis** সম্বন্ধে এক **volume**এ তিন খানা বই আছে—ব্রাহ্মণকে দিয়ে শীগ্‌গির কিনিয়ে আনিয়ে দেখো—দেখতে দেখ্‌তে হয়ত কিছু লিখ্‌তে ইচ্ছে হবে—হয়'ত "ম্যাডাম গেঁয়োর" মত একখানা বই তোমার কলম থেকে বেরোবে—এ একটা শুভ কাজ—শুভস্য শীঘ্রম্।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

(২৪)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা,
১৮ই আগষ্ট, ১৯০৪।

শুভাশীর্ব্বাদ,

কি হ'ল, চিঠি লেখা বন্ধ হয়ে গেল যে? ওখানে রাজেন বাবুকে জিজ্ঞেস ক'রো, আমি তাঁকে কখানা চিঠি লিখেছি। তোমাদের বাড়ীর খবর ভাল ত'? অসুখ বিসুখ, কাজ কর্ম্ম থাকলেও, চিঠি লেখবার সুযোগ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। যারা সেয়ানা, তারা সুযোগ ভেতরে খোঁজে। একটা কথা খুব সত্যি, আমরা বলি—সময় নেই, অবসর নেই; কিন্তু মন যখন জেগে থাকে, তখন শরীরটাকে কত রকমে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করে—তখন দশটা কাজ হাতে থাকলেও, আর দশটা কাজ হাতে নিতে ভয় হয় না। কিন্তু মন যখন শরীরের দাস, অর্থাৎ শরীরের জড়তা মনের ভেতর প্রবেশ করে—তখন সমস্ত দিন আমাদের হাতে থাকলেও আমরা কোন কাজ কর্ত্তে পারিনে। কেমন—কথাটা ঠিক কি না? ব্রাহ্মণকে বলো। তাঁর সঙ্গে থেকে যদি তোমার জড়তা বাড়ে, তাহলে তিনিও অপরাধী হবেন, তুমিও অপরাধী হবে। আর তোমার সঙ্গে থেকে যদি তাঁর জড়তা বাড়ে (তাঁর জড়তা কম নয়!) তাহলে তুমিও অপরাধী হবে, তিনিও অপরাধী হবেন।

এখানকার খবর। তোমার ভাইবোনদের কাল দেখতে গিয়েছিলাম—ভালই আছে—একটু আগে নরেন এসেছিলেন, শুনলাম

মিলির একটু গলা ফুলেছে। মোহিত বাবু ভাল আছেন, ভাত খেয়েছেন। দাস্থর আজ কালের ভেতর হাওড়ার বাসায় যাবার কথা। প্রশান্ত বাবুর আস্‌চে সোমবারে বিয়ে।

আজ এই পর্য্যন্ত। মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

নালুদা

পুঃ। **Victoria Institution**এ কিছু **interest** আছে কি? আমরা (আমি, বিনয়েন্দ্র বাবু প্রভৃতি) বাইরে বাইরেই ছিলাম— এখন জিনিষটার ভেতরে ঢুকেছি। আমাদের দ্বারা যদি কিছু উপকার হয়, এই আশায় কাজ আরম্ভ করা গিয়েছে। যাঁরা ছোট ছোট মেয়ে ও বড় বড় মেয়েদের বিষয় ভাবেন, তাঁদের সৎপরামর্শ চাই—তাঁদের শুভ ইচ্ছা, প্রার্থনা ও সহায়তা চাই। তুমি কি তাঁদের ভেতর একজন নও।

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

(২৫)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা

৩০শে নবেম্বর, ১৯০৪।

শুভাশীর্ব্বাদ,

আজ তোমাদের দুজনের চিঠি পেলাম। ব্রাহ্মণকে একখানা পোষ্টকার্ড লিখেছি—তোমাকে পোষ্টকার্ড লিখলে যদি চল্‌ত, তা'হলে তাই ক'র্‌তাম। আমার বোধহয়, লিখ্‌লে তুমি নিশ্চয়ই অভিমান

ক'ত্তে। সে যাহোক, শত সহস্র অযুত লক্ষ কোটী ধন্যবাদের চেয়ে বেশী ধন্যবাদ কি নেই? তাই এবার নাও। এর পরের বারে কি দেব, তা এখন ভেবে কাজ নেই। তুমি যে সেবার আমাকে তোমার চিঠিগুলি সুন্দর বলেছিলাম বলে উপদেশ দিয়েছিলে, তার উত্তরে আমার কি বলবার ছিল, এখন মনে আস্‌ছেনা। কিন্তু ইংরেজীতে যাকে **analysis** বলে (বাংলায় বুঝি বিশ্লেষণ বলে?) তার **power** যে আমার একেবারে নেই তা নয়—তাই এখনই **analysis** করে দেখ্‌ছি কিসে তোমার চিঠি সুন্দর—হাতের লেখা ভাল, সে ত আমার কাছে একটা বিশেষ আকর্ষণের জিনিষ··কিন্তু শুধু তাতে ত জিনিষটার সৌন্দর্য্য হয় না—বরং তা না হলেও জিনিষটা সুন্দর হতে পারে। একটা সরলতার কথা কি আগে বলেছি? সেটা তো আপনিই সুন্দর—বিকৃত জিনিষকে সুন্দর করে—সুন্দর জিনিষের ভেতর প্রবেশ কল্লে যা হয়, তোমার লেখায় তাই হয়েছে। সে জিনিষটা যেন তোমার চিঠির ভেতর সব সময়ে থাকে—আর সেই রকম চিঠি যেন একখানার জায়গায় দশখানা লেখবার সময় সুযোগ ও শক্তি তুমি পাও, এই আমি প্রার্থনা করি।

St. Francisএর সম্বন্ধে সেই বইখানার অনুবাদের কি হ'ল? Tupperএর Proverbial Philosophy পড়েছ কি? আমার বিশেষ বন্ধুদের ভেতর ইনি একজন। প্রার্থনা সম্বন্ধে এই কথা-গুলি কেমন লাগে?

"The salt preserveth the sea, and the saints uphold the earth;

Their prayers are the thousand pillars that prop
the canopy of nature.
Verily, an hour without prayer, from some
terristrial mind –
Were a cause in the calendar of time, a spot of
the blackness of darkness.
Perchance the terrible day, when the world must
rock into ruins,
Will be one unwhitened by prayer,– shall He
find faith on the earth ?"

"Angels are round the good man, to catch the
incense of his prayers.
And they fly to minister kindness to those for
whom he pleadeth;
For the altar of his heart is lighted, and burneth
before God continually,
And he breatheth, conscious of his joy, the
native atmosphere of heaven:
Yea, though poor, and contemned and ignorant
of this world's wisdom,
Ill can his fellows spare him, though they know
not of his value.

Thousands bewail a hero, and a nation mourneth for its' king,
But the whole universe lamenteth the loss of a man of prayer."

প্রতাপ বাবুর অবস্থা দু'একটা বিষয়ে ভাল, কিন্তু দুর্ব্বলতা যাচ্ছেনা।

আশা করি, তোমাদের ছেলেমেয়েরা ভাল আছে। সকলকে আমার ভালবাসা দিও। ভগবান্ তোমাদের সকলকে কুশলে রাখুন।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

নালুদা

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

উৎসর্গ

(১)

৮২নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা, ১০ই জানুয়ারী, ১৯০৮।

মা,

আবার সেই ভাব, ভাষা, হাতের লেখা সবই সুন্দর দেখ্‌লাম—অন্য কাজ এত আছে, ভেবেছিলাম চিঠি পত্তর আর লিখ্‌ব না—আজ সকালে তিন খানা চিঠি লিখেছি—দীনবাবুকে, চপলাকে, চঞ্চলাকে—এখন তোমাকে লিখ্‌ছি—শিশুর গৌরব ও দাসীর গৌরবের কথা আগে লিখেছি না? আজকের প্রার্থনা পড়েছ কি? "কতকগুলি ভগ্নী প্রস্তুত কর, যাঁহারা দয়ার ভগ্নী হইবেন"—এ প্রার্থনা কার হৃদয়ে কাজ কচ্ছে জানি না—তোমার হৃদয়ে লাগে কি? যে যত অহৈতুকী হবে, তার তত উৎসবে অধিকার—তোমরা কে কে আস্‌বে? উপাসনা করা যাদের কাছে ব্যাগার-ঠ্যালা, তারা যেন আসে না—ভালবাসা কত অহৈতুকী যারা জানে না, তারা যেন আসে না—পরিশ্রম করা, দুঃখ্ কষ্ট বহন করা কত সোজা ও সহজ যারা জান্‌তে চায় না, তারা যেন আসে না—আমি আর পৃথিবীতে থেকে কি করব? ছেলেমেয়েদের ভেতর গুটি কতক অহৈতুকী পাই যদি, স্বর্গে চ'লে যাই।

তোমার ও তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

(২)

C/o Dr. P. N. Chatterji
Patna

২৮, ১১, ২৮,

কাল সকালে তোমার দেওয়া সেই খাতায় তোমার জন্যে বিশেষ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে' দুএক লাইন লেখার পরই তোমার চিঠি হাতে পড়ল—সেই Isabella Thoburn Collegeএর খাম মুঙ্গের থেকে এল—লক্ষ্ণৌ, তোমাদের College, Isabella নাম, সবই তো আমার কাছে নতুন তীর্থ ও তীর্থস্বরূপ—তার ওপর মুঙ্গের—দু জায়গার খড়কে আমার কাছে আছে—সেই লক্ষ্ণৌ ছেড়ে, এলাহাবাদ ছেড়ে, পাটনায় আমাকে ছেড়ে, সেই মুঙ্গেরে গেলে—এ যাওয়ার ভেতর কত আশীর্ব্বাদ লুকোনো আছে, তা কি দেখতে পেলে? তোমার চিঠিখানি বিশেষ আশীর্ব্বাদ হ'য়ে আমার কাছে এল—"ভগ্নীদের আশীর্ব্বাদে ভাইয়েরা অমর হবে"—এ তাই হ'ল—তাই আপনি আপনি যে প্রার্থনা জাগল সে এই—নতুন মুঙ্গেরের নবদেবতা যিনি, নবভক্তের সেই জননী, তোমাকে খুব বিশেষরূপে আশীর্ব্বাদ করুন, যা কল্পনায় আসে, যা কল্পনার অতীত, এমন সব আশীর্ব্বাদ তোমার জন্যে চাই।

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(৩)

পাটনা।
১৭ই জানুয়ারী,
১৯২৯।

আরতির দিন যে কত বড় দিন, তা কে জানে? যিনি এই দিনকে এত বড় করে' দিলেন, তিনি যে তোমাকে ঐ দিনে ওখানে নিয়ে গিয়ে নববিধান মন্দিরে বসিয়ে দিলেন, তাঁর এই বিশেষ কৃপার জন্যে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ—"খুলিয়ে স্বর্গের দ্বার" যা তোমাকে দেখালেন, তা আমাকে নতুন করে' দেখিয়ে আরও কৃতার্থ কল্লেন। সেই সজ্যেতে যে টান প্রথমে অনুভব করেছিলে—যিনি তোমাকে টেনে নববিধানের নতুন পরিবারে তোমার স্থান দেখিয়ে দিয়েছিলেন, সেই জননী যে মুঙ্গেরে, কলকাতায়, করাচিতে, হাইদ্রাবাদ ও সিমলায় নিয়ে গিয়ে নতুন নতুন উৎসবে সেই স্থান আরও পরিস্কার করে' দেখিয়ে দিয়েছেন, তিনিই এবার আবার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আরতির দিনে যা দেখিয়ে দিলেন, সে **vision** উজ্জ্বলতর, আরও উজ্জ্বল হোক !

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(৪)

Himalaya Brahma Mandir
Secretariat P.O.
Simla, 28 June '29.

অনেক অনেক নমস্কার,

দুজন তিন জন মিলে, সকালে মন্দিরে উপাসনা করছেন, তাতে উপকার পাচ্চেন—এ খবর পেয়ে যে আনন্দ হ'ল, আরও আনন্দের খবর চাই—কোন খানে বসেন? সেই কাটগোলার ভেতর ত? সে জায়গাটায় কত উপাসনায় পায়, তা যা মনে হয়, উড়ে গিয়ে যোগ দিতে ইচ্ছে হয়—aeroplaneএর দিনে তাকি অসম্ভব মনে হয়? বলি যে ক'জন মিলেছেন, ভেতরে যে জিনিষ পাচ্ছেন, তার মূল্য ভেতরে ভেতরে অমূল্য হচ্চে ত? Jubileeর হাওয়া ঝড় সেইখানে বইছে ত? "ঐ শোন স্বন্ স্বন্ আহ্বান ঘন ঘন?" আপনার নোতুন চিঠির সঙ্গে হাজারিবাগে যে চিঠি খোলা হয়নি, সেই চিঠি দু'খানা পড়লাম—অবনীর মা যে আমার সেবার ভার নিয়ে ৩ নম্বরে আমাকে দিন কতক থাকতে বলছিলেন, এখন তাঁর কি ভাব? ৩ নম্বরে থাকতে যে সব তরকারী রেঁধে খাওয়াতেন, এখন গেলে তা আবার খেতে পাব ত? বেহারী বাবুর খবর পান কি?

আপনাদের

"নালুবাবু"

পুঃ—হরিসুন্দরের বাড়ীর নম্বর মনে নেই—মন্দিরের ঠিকানায় একখানা চিঠি দিলাম—পেলেন কিনা জিজ্ঞেস করবেন কি? যামিনীবাবুর নমস্কার নেবেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ

(৫)

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির,
সিমলে
২৮শে জুন, ১৯২৯।

ভাই সরলা,

সেদিন পারুল জিজ্ঞেস কচ্ছিলেন—"এ গলাবন্ধটী কে ক'রে দিলেন ?" আমি ব'ল্লাম "ইন্দিরার মা"—আজ আবার উপাসনার পর লীলা বল্লেন "একটী parcel এসেছে"—ওপরের হাতের লেখা কা'র ? বোধ হয় ইন্দিরার। ভেতরে তাঁর মা'র হাতের লেখা চিঠি—আমসত্ব ও মুড়ি। আমসত্ব বা'র কত্তে না কত্তেই কিছু পেটে গেল—মুড়ির লোভ বিকেল অবধি সম্বরণ হ'ল। সবের জন্য কৃতজ্ঞ নমস্কার আগেই জানিয়ে রাখি। মাঝখানে যে দুর্য্যোগ হ'য়েছিল, শরীর মহাশয় পালাই পালাই কচ্ছিলেন—আবার আকাশ পরিস্কার হ'য়েছে—থাকবারু সুবিধেও হয়েছে। তবুও কলকাতার দিকে প্রাণ টানছে—যেখানে নববিধানের গান হচ্চে, উপাসনা হচ্চে, সেইখানেই কিছু কিছু Jubilee হচ্ছে—সেইখানে যেতে ইচ্ছে ক'চ্ছে। সেই যে অসুখের সময় তোমাদের ওখানে আশ্রয় পেয়েছিলাম—যখন সমাশিবরাও আসতেন, প্রতিদিন পাঠ প্রসঙ্গ হ'ত—মনে আছে ত ? এখন নাদান আছেন, সতু, জিতু, বিমল বাবু, বেণী বাবু, আবার হবে না কেন ?

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সরলা সেন

(৪)

Himalaya Brahma Mandir
Secretariat P.O.
Simla, 28 June '29.

অনেক অনেক নমস্কার,

দুজন তিন জন মিলে, সকালে মন্দিরে উপাসনা করছেন, তাতে উপকার পাচ্চেন—এ খবর পেয়ে যে আনন্দ হ'ল, আরও আনন্দের খবর চাই—কোন খানে বসেন ? সেই কাটগোলার ভেতর ত ? সে জায়গাটায় কত উপাসনায় পায়, তা যা মনে হয়, উড়ে গিয়ে যোগ দিতে ইচ্ছে হয়—aeroplaneএর দিনে তাকি অসম্ভব মনে হয় ? বলি যে ক'জন মিলেছেন, ভেতরে যে জিনিষ পাচ্ছেন, তার মূল্য ভেতরে ভেতরে অমূল্য হচ্চে ত ? Jubileeর হাওয়া ঝড় সেইখানে বইছে ত ? "ঐ শোন স্বন্ স্বন্ আহ্বান ঘন ঘন ?" আপনার নোতুন চিঠির সঙ্গে হাজারিবাগে যে চিঠি খোলা হয়নি, সেই চিঠি দু'খানা পড়লাম—অবনীর মা যে আমার সেবার ভার নিয়ে ৩ নম্বরে আমাকে দিন কতক থাকতে বলছিলেন, এখন তাঁর কি ভাব ? ৩ নম্বরে থাকতে যে সব তরকারী রেঁধে খাওয়াতেন, এখন গেলে তা আবার খেতে পাব ত ? বেহারী বাবুর খবর পান কি ?

আপনাদের

"নালুবাবু"

পুঃ—হরিসুন্দরের বাড়ীর নম্বর মনে নেই—মন্দিরের ঠিকানায় একখানা চিঠি দিলাম—পেলেন কিনা জিজ্ঞেস করবেন কি ? যামিনীবাবুর নমস্কার নেবেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই গোপালচন্দ গুহ

(৫)

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির,
সিমলে
২৮শে জুন, ১৯২৯।

ভাই সরলা,

সেদিন পারুল জিজ্ঞেস কচ্ছিলেন—"এ গলাবন্ধটী কে ক'রে দিলেন ?" আমি ব'ল্লাম "ইন্দিরার মা"—আজ আবার উপাসনার পর লীলা বল্লেন "একটী parcel এসেছে"—ওপরের হাতের লেখা কা'র ? বোধ হয় ইন্দিরার। ভেতরে তাঁর মা'র হাতের লেখা চিঠি—আমসত্ব ও মুড়ি। আমসত্ব বা'র কত্তে না কত্তেই কিছু পেটে গেল—মুড়ির লোভ বিকেল অবধি সম্বরণ হ'ল। সবের জন্য কৃতজ্ঞ নমস্কার আগেই জানিয়ে রাখি। মাঝখানে যে দুর্য্যোগ হ'য়েছিল, শরীর মহাশয় পালাই পালাই কচ্ছিলেন—আবার আকাশ পরিস্কার হ'য়েছে—থাকবারু সুবিধেও হয়েছে। তবুও কলকাতার দিকে প্রাণ টানছে—যেখানে নববিধানের গান হচ্চে, উপাসনা হচ্চে, সেইখানেই কিছু কিছু Jubilee হচ্ছে—সেইখানে যেতে ইচ্ছে ক'চ্ছে। সেই যে অসুখের সময় তোমাদের ওখানে আশ্রয় পেয়েছিলাম—যখন সমাশিবরাও আসতেন, প্রতিদিন পাঠ প্রসঙ্গ হ'ত—মনে আছে ত ? এখন নাদান আছেন ; সতু, জিতু, বিমল বাবু, বেণী বাবু, আবার হবে না কেন ?

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সরলা সেন

Navavidhan Asram,
84, Upper Circular Road,
Calcutta, 25 October, 1928.
একাদশী

ভাই নির্ভর,

এ রবিবারেও তোমার চিঠি না পেয়ে ভাবিত হয়েছিলাম—তার পর তোমার মার সঙ্গে দেখা হয়—শুন্‌লাম Port Said থেকে চিঠি এসেছে। চিঠি পেলাম নবমীর দিন, তোমার মা ও দিদিমা দেবালয়ে উপাসনায় ছিলেন, দুটি টাকা দিলেম, তোমার Arrived Safely দেখালেন। তোমার ও তোমার দাদামহাশয়ের জন্মতিথি জেনে প্রার্থনায় দুজনের কথায় ব'ল্লাম—Mrs. Boothএর Life পড়ছিলাম। 1878 খৃষ্টাব্দে তাঁদের movementএ স্মরণীয় বছর কেন, বোধ হয় এর আগেকার চিঠিতে বলেছি—সেই নবমীর (23 Oct.) উৎসব আরও উৎসবময় হয়ে গেল যখন প'ড়লাম 23 October 1878 খ্রীষ্টাব্দে Mrs. Booth তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছেন:—"We have changed the name of the Mission into the "Salvation Army" and truly it is fast assuming the force and spirit of an army of the living God. I see no bounds to our extension if God will own and use such simple men and women (we have over thirty women in the field) as

are sending out, now we can compass the whole country in a very short time. *And it is truly wonderful what is being done by the instrumentality of quite young girls.* I could not have believed it if I had not seen it. Truly out of the mouth of babes and sucklings He has ordained strength, because of the enemy, and the enemy *feels* it.

"In one small town where we have two girls labouring, a man, quite an outsider, told another that if they went on much longer all the publics would have to shut up, for he went to everyone in the town the other night and he found only four men in them all! The whole population, he said, had gone to the "Hallebujah Lasses"! Oh, for more of the fire! Pray for our officers.

"Now my dearest friend, you have access, go up boldly and in mighty faith for torrents of power to break in on the enemy territory on every side. Our moorings are fairly cut and we are "out on the ocean sailing." The rich and respectable are giving us up on everyhand, as they did our Master when He got nearer the vulgar Cross, but we hear him saying, "I will show thee greater things than these."

"And money or no money we must go on." (P. 141. Vol. II, Chap, LXXV, 1878). এবার তোমার ও তোমার দাদামহাশয়ের জন্মতিথিতে আমার এই উপহার।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ

(৭)

পাটনা,

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৮।

ভাই নির্ভর,

একটু আগে নিরঞ্জনকে লিখলাম—বিশ্রাম ক'রে তোমাকে লিখছি। মাঝখানে কত—মাস গেল, বছর গেল, ডাকের (Post Office) খবর, খবরের কাগজের খবর কেই বা নিত। আর প্রথম যখন বিলেত যাই, সেখানে সহপাঠিরা (class-fellows) ব'লত The Post Office is supported by Mr. Sen.

এখন আবার সেই অবস্থা হচ্ছে নয় কি? এখানে সকালে ৮টা ৯টার ভিতর ডাক আসে—আমার চিঠি কি নেই? মনে মনে হয়, আজ European Mailএর দিন, তোমাকে যদি না লিখি তাহলে এ সপ্তাহে হেরে গেলাম, সেই ভয়ে লিখতে বসেছি; এক গঙ্গা কথা মনে আসছে, কটাই বা লিখতে পারব'? যে জন্মোৎসব গেল, তাতে কলকাতায় বিশেষ কিছু হয়নি। সতু লিখেছিলেন "দেবালয়ে একটী ফুলও ছিলনা," কিন্তু Victoriaতে কি হ'ল সে খবর কেউ

দেয়নি। আমি সরযুকে চিঠি লিখলাম। শুনলাম, বেশ হয়েছিল। তার পর ছোট মহারাণীর চিঠিতে আরও আনন্দের খবর পেলাম—"Victoriaর মেয়েরা জন্মোৎসব সুন্দররূপে ক'রলেন, নির্ভরের তৈয়ারী জিনিষগুলি বেশ এরা প্রাণে নিয়েছে দেখলাম, কিন্তু মন্দিরে 'প্রসঙ্গ,' শূন্য ঘর প্রায়, কান্না এল—আমরা থাকতেই এই দেখে যাচ্ছি।" তারপর কাল স্নান্নাভায়ার Navavidhanএর Janmotsab Number পেলাম, তা আশা করি এই সঙ্গে তুমিও পাবে, সেও মনে রাখলে—ভক্তদের কথা পড়তে বেশ লাগল। এখানে এর ভেতর যে কটা দিন বিশেষ দিন বলে পাওয়া গেল, তাতে উৎসব ঘরে ঘরেই হ'ল—তবে ১৯শে Centenaryর বাবুরা এসে পড়েছিলেন বলে, বোধ হয়, একটা Public Meeting হল। সে যাহা হউক, আমার মনে যে এত কথা এসেছিল, তা বলা হ'ল কি? ১লা ডিসেম্বর, বিশ্বাসী উমানাথ দিনের কথা কাকে বল্‌তে পেয়েছি? ৭ই ডিসেম্বর, প্রকাশ বাবুর দিন—সকালে নয়াটোলার বাড়ীতে মহেন্দ্র বাবু উপাসনার আয়োজন করেছিলেন, আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন; কিন্তু যাঁরা সশরীরে যোগ দিয়াছিলেন—তাঁদের সংখ্যা ক'জনই বা! ৯ই ডিসেম্বর, সাধু অঘোরনাথের দিন, তাঁর ছেলেমেয়েদের ভেতর তাঁকে কি তেমন পাওয়া যায়? তাঁর দাদার ছেলেমেয়েরাই ত তাঁর নাম রেখেছে। সত্যেন্দ্র, সত্যবতী, নৃপেন, প্রেমেন,—তার মধ্যে নৃপেন বেচারা আগেই চলে গেলেন। এই কটা দিনে এখানে ভাইবোন্‌দের তেমন করে পেলাম কৈ? এই সব সাধক প্রচারকদের আদর নতুন ছেলেমেয়েদের নতুন করে হ'চ্ছে না কি? নিরঞ্জন যে album লিখেছিলেন, তাতে সে আদর

কিছু প্রকাশ পেয়েছে—আর নির্ভরপ্রিয়ার কাজে কর্ম্মে যা দেখা গিয়েছে, তা আরও বেশী। এখন তোমরা দুজন পশ্চিম জগতের দুই দিকে Old World and New—তোমাদের নতুন সুযোগের সঙ্গে নতুন দায়িত্ব—নিরঞ্জনের Companion Volume চাই, আরও কত কি চাই। বিশ্বাসী উমানাথ Victoriaতে জন্মোৎসব দেখলে, তাঁর যে বিশেষ বিশ্বাস ভক্তকে বিশ্বাস, তাঁদেরই একজন মেয়ের ভেতর কি রকম প্রকাশিত, দেখে কত আনন্দ হত! প্রকাশচন্দ্র যে ভাই ফোঁটার উৎসব করে গিয়েছিলেন, তা গেল বছরে ও এ বছরে লক্ষ্ণৌ সহরে, অযোধ্যা ব্রহ্ম-মন্দিরে যেরূপে হয় দেখলে, তাঁর কি আনন্দ হত না? সেই লক্ষ্ণৌয়ের একটী মেয়েও যে মুঙ্গেরের আদর বছরে বছরে করেন, তার কি কোন মূল্য নেই?

তোমাদের

নালুদা

পুঃ—আমি ত এখানে বসে তোমার চিঠি পড়ছি, সতু যামিনী কলকাতায়। তুমি যাঁদের আদর অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হয়েছ, এ দুজন কতটা হয়েছেন জানিনে; তবে কাল সতুর চিঠিতে জানলাম যে, নরেন মুখুজ্যে centenaryর foreign delegateদের একটা party দিতে চান ৫০০;৬০০ টাকা খরচ করে।

শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ

(৮)

৩নং

৬ঠা জানুয়ারী, ১৯২৭।

আমরা তো বেশ আরামে এলাম—গাড়ীতে ভিড় ছিল না—খাওয়া, দাওয়ার পর বিশ্রাম করে' লিখতে বসে' প্রথমে তোমাকে

লিখছি।······গিয়েই তো কাজে লেগে যাবে—মুঙ্গেরের কথা ভাববার সুযোগ কি রকম হবে জানিনে। আমি তো মাঘোৎসবের প্রস্তুতির চারদিন পরে এসে পড়েছি—আজ 'গৃহ' সাধনের দিন—যাদের গৃহস্থ বলে, তাদের ভেতর আমাদের মত লোকদের ত ধরে না—কিন্তু মুঙ্গেরে গিয়ে আমার মত লোক যখন দেখে যে তার জন্যে যেখানে ঘর ছিল না, সেখানে ঘর হ'ল—এ ক'দিন আমরা যেখানে কাটালাম, কাল বিকেলে আর একদল লোক সেখানে এসে প'ড়ল বটে—কিন্তু সেখানে আর এখানে তফাৎ কি? শেষ দুদিন বোধ হয় আরও ঘরের মত মনে হয়েছিল—না? খাবার সময় তুমি যে প্রার্থনা কল্লে, তা কি ভুলে যাওয়া উচিত? আমিও এখানে এসে কাজের হাওয়ার ভেতর পড়ে এখনও আপনাকে ঠিক যায়গায় বসেছি মনে কর্ত্তে পাচ্ছিনে।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(৯)

ব্রহ্মমন্দির

মুঙ্গের, ৫ই মার্চ্চ,

১৯২৭।

এখনও সেই New Year's Day র সাজানো রয়েছে—দেবদারু পাতাগুলো শুকিয়ে গিয়েছে—কাল ভাগলপুর থেকে আমি ও বিষ্ণু বাবু এলাম—সেখানকার উৎসবে দুজনেই ছিলাম। বাঁকিপুর থেকে কলকাতায় ফিরে গিয়ে যে ক'দিন ছিলাম, তোমাকে চিঠি লিখিনি—

ভাগলপুরে আরও বেশী দিন ছিলাম, লেখা হল কি? এক এক সময় মনে হয়, এক সময় অনেক চিঠি লিখেছি—মাঝখানে প্রায় কিছুই লিখিনি—আবার যাবার আগে লিখতে হবে না কি? যারা উৎসবের সহায়, তাদের না লিখলেও, তারা না হলে যে উৎসব হয় না, সে factটা কি বার বার জানিয়ে দেওয়া দরকার? সেই ৩রা জানুয়ারীতে এখান থেকে চলে যাওয়া হয়—আর ৩রা মার্চ্চে ভাগলপুর থেকে আসবার কথা হয়, ৪ঠা আসা হয়—কিন্তু এবার মুঙ্গের ষ্টেশনে আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় নি। এখানে মন্দিরে মহিম বাবু সস্ত্রীক ছিলেন আমাদের আসবার আগে—সুতরাং এসে খাবারের জন্য আর বাজারে যেতে হয়নি—তাঁর স্ত্রী তো দুখানা তরকারি করেন—রাত্রু শাস্তিদের ওখান থেকে আরও দুখানা তরকারি নিজে রেঁধে নিয়ে আসেন—বেশী তরকারী খেয়ে হজম কত্তে পাল্লে হয়! সে যা হোক্, তোমার আরও খবর চাই। ......সামনের পূর্ণিমা, দোলপূর্ণিমা, শ্রীচৈতন্যোৎসব—কোথায় হবে? কামাখ্যা বাবু বলছিলেন গাজীপুরে, বাঁকিপুরে কথা উঠেছিল বাঁকিপুরেই হোক, ভাগলপুরের লোকেরা বলছিলেন, তাঁদের ওখানে হ'লে বেশ হয়—সেটা ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত আরও কত কি ঠিক হবেনা হয়ত—এ বিষয়ে লক্ষ্ণৌএর লোক কি বলেন? ভাল কথা, কুম্ভমেলা ত Aprilএ হবে? তোমরা কেউ যাবে না কি?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(১০)

মুঙ্গের
৯ই মার্চ্চ, ১৯২৭।

কেমন আছ ? এ **wireless telegraphy**র দিনে যদি কাগজ কলম না হলে চিঠি লেখা হয় না বলি—তাহলে এযুগে না জন্মে, অন্য যুগে জন্মালেই ভাল হ'ত। চিঠি পত্তর যদি কাগজের ওপর নির্ভর করে, তাহলে তাদেরই মূল্য কমে যায় না কি ? উপাসনার ভেতর যে সব **messages** দেওয়া নেওয়া হয়, তা কথায় যা প্রকাশ হয়, তা ছাড়া যা প্রকাশ হয় না, দুই মিলিয়ে নিতে হবে ত ? যে উপাসনায় কাছে থেকে যোগ দিয়েছ, তার ভেতর যে সব কথা ধরেছিলে, সেইগুলিই ত চিঠি ? সেই **Christmas**এ যে উৎসব এখানে হল, তারপর কলকাতায় গিয়ে প্রতিদিনই কত কথা মনে এসেছে, তার দু'একটা কথাও লিখতে পেরেছি কি না জানিনে—সে সব কথা কি বলে শেষ হয় ? শেষ হবে কি ? তার আগেই আবার একটা উৎসব এসে পড়ল—সে আবার যে সে উৎসব নয়, মাঘোৎসব—তার শেষের দিকে তুমি তো যোগ দিতে পেয়েছিলে। মাঘোৎসবের হিসেব মেটাতে না মেটাতে বাঁকিপুরের উৎসবের ডাক এল—তার ক'টা কথাই বা কে লিখে রাখলে ? দু সপ্তাহ সেখানে থেকে কলকাতায় ফিরে গিয়ে যে সব উৎসব পেলাম, তা তাড়াতাড়ি সেরে ভাগলপুরে গেলাম—সেখানকার উৎসবে যা পেলাম, তা কি কেউ লিখে রেখেছে ? অন্যান্য বারে সেখানে উৎসবের কাছাকাছি "C. M. S."এর flower showও

উৎসবের অঙ্গ বলে' নিতাম--এবার তা আগেই হয়েছে—শুনে দুঃখু হ'ল—তাদের Prize Dayতে গিয়ে আনন্দ পেলাম।........ তুমি যে মহাতীর্থে আছ—লক্ষ্ণৌয়ে আগে যে সব কীর্ত্তি হয়েছে, তার ভেতর সাধু অঘোরনাথ যে ওখানে দেহ রক্ষা করেছেন, সে কি ভুলে যাওয়া যায়? তার পর তোমরাও যা দেখেছ—প্রথম সঙ্ঘ (Lucknow Samgha in 1914)—তা থেকে তো একটা নতুন যুগের আরম্ভ হোল, সে বছরে একদিকে World War, অন্যদিকে আমাদের ভেতর উৎসবের ঝড়—"No more about the Samgha"র মানে জান কি? W. & N. D.তে বেরিয়েছিল, যামিনীদা'কে জিজ্ঞেস করো.........গেল বছরের আগের বছরে মুঙ্গেরে তোমার চোখে উৎসব দেখেছ ত বিশেষ করে' উৎসব আরম্ভ হোল—গেল বছরেও ষ্টেশনে তোমাকে দেখতে পেয়ে উৎসব নিয়ে এসেছ বুঝতে পারা গেল। মাঘোৎসবে একটা প্রার্থনা মনে আছে ত? "হে দয়ার রাজা, ভক্তের ঝড় তুমি, ভক্তিরাজ্যের তুফান তুমি"।* সেই সঙ্ঘের ঝড়ের পর আবার কি লক্ষ্ণৌয়ে ঝড় উঠবে না? এবার মুঙ্গেরে এসে মনে হ'চ্ছে, মুঙ্গেরে ভাল করে' আসাই হয়নি—যামিনীকে তাই লিখলাম—এ সব ভাসা ভাসা আসা, এতে কি আশ মেটে? সামনে কুম্ভমেলা—আমি কখনও দেখিনি—এবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে—মনোরঞ্জন গুপ্তের বর্ণনা পড়ে' লোভ হয়—উৎসব যে রকম হওয়া উচিত, তাই সেখানে হয়, মনে হয়। তাই ভাবছিলাম যে, যে স্বমুর চোখে দুচারটে উৎসব দেখা গিয়েছে,

* দৈনিক প্রার্থনা, চতুর্থ ভাগ, heading "ব্রহ্মবাণী"।

তার ভেতর নিশ্চয়ই অনেক উৎসব লুকিয়ে আছে—যখন লক্ষ্ণৌয়ে আছে—Thoburn College-এ আছে—তখন যতগুলো উৎসব ঐখানে থাকতে থাকতেই হ'তে পারে, তা হোক্। তার পর এমন উৎসব আসবে যে, তাকে ও তার সঙ্গে হাজার হাজার লোককে উড়িয়ে নববৃন্দাবনে নিয়ে যাবে।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(১১)

মুঙ্গের

১১ই মার্চ্চ,

শুক্রবার।

চিঠির পরিবর্ত্তে চিঠি লেখা হয় কি না জানিনে—চিঠি না পেয়ে চিঠি লেখা এক সময় খুব অভ্যেস ছিল—তা বোধ হয় জান।...... "Hound of Heaven" পড়নি কি? যামিনীর কাছে বোধ হয় আছে। আমি পরশু তোমাকে যে চিঠি লিখি, তার পর Navavidhan কাগজ পাই—Maghotsav Musings কার লেখা? তোমার, হয় তো আমার একটা প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে: কুম্ভমেলার কথা হরেন্দ্রকে জিজ্ঞেস কর্ত্তে হবে।... ..

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(১২)

Himalaya Brahma Mandir,
Secretariat P. O.
Simla, 17 September, 1927.

অসংখ্য নমস্কার ও কোলাকুলি,

কলকাতায় থাকতে মনে হ'য়েছিল, এখানে ঠাণ্ডায় অনেক চিঠি পত্তর লিখতে পারব—৩ মাসের বেশী হ'ল খবরের কাগজ পড়া হয়নি—চিঠি পত্তরও লেখা ও পড়া দুই বন্ধ ছিল—এখন লিখতে আরম্ভ কচ্চি। আপনার চিঠি ও পোষ্ট কার্ড যখন পাই, তখন পড়া হয়নি—ঠিক সময়ে পড়া হয়েছিল। প্রশান্ত ও রুপা এসেছিলেন, আমি ও যামিনী এখানে ছিলাম—সুতরাং History লেখা সম্বন্ধে যা যা লিখেছেন, এঁরা সকলেই জেনেছেন—এখন তা' যাতে কাজে পরিণত হয়, তাই চাই ত? Carlyleএর Critical and Miscellaneous Essaysএর ভেতর On History একটা essay আছে, সেটা দেখেছেন কি? এখন বেদ লেখবার সময়, ভাগবত লেখবার সময়—নববিধানের উৎসব যেখানে হয়, সেই atmosphereএর ভেতর দেখা, শুনা, লেখা সবই হয়। আপনি যে ওখানে পরিবার নিয়ে আছেন—নতুন বাড়ী পেয়েছেন—আমরা যে ক'দিন ছিলাম, উৎসবই ত হ'ল—তার ভেতর কোথায় history আছে, কিছু কিছু দেখা গেল—গানের ভেতর, "সেবকের নিবেদন ও প্রার্থনার" ভেতর যা বিধাতা স্বয়ং লিখে দিয়েছেন, তা কোথায় যাবে? আপনি যে দাগ দিয়ে দিয়ে পড়েছেন, আবও পড়ুন—

কিছু কিছু note করেছেন, আরও করুন—প্রকৃত history লেখা হ'য়ে যাবে।……তার পর আপনি যে টাকাটা দেবেন, সেটিতে কি কাজ হ'তে পারে? আপনার যেটা খুব দরকারি মনে হয়, তাই আরম্ভ করে' দিলে হয় না? টাকাটা আপনার কাছেই থাকুক। ……শ্লোক-সংগ্রহ নতুন করে' ছাপাবার কথা ত বাঁকিপুরে উৎসবে হ'ল? এখানে A Voice from the Himalayas এবার উৎসবে ছাপা হয়েছে—একখানা পাঠিয়েছি, বোধ হয় পেয়েছেন। Andrews সাহেব আসাতে ছোট খাটো উৎসব হ'ল—তিনি বোধ হয় আজই এলাহাবাদ যাবেন—আমি তাঁকে আপনাদের কথা বলেছি—Prof. Rudraর ওখানে ওঠবার কথা--এই চিঠি পেয়েই যদি খবর নেন, আলাপ করে' সুখী হবেন। পানুকে নিয়ে গেলে খুব ভাল হয়। পানুর মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সকলকে নিয়ে আপনি আশা করি ভাল আছেন।

আপনাদের

"নালুবাবু"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৩)

লক্ষ্ণৌ

১২ই নভেম্বর, ১৯২৭।

নমস্কার,

যা'হোক, একটা উৎসবের কিছু প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন, তার জন্যে অনেক কৃতজ্ঞ নমস্কার—অবনীর মাকে বলবেন, তাঁর ভাই ফোঁটার কথা মনে করিয়ে দিয়ে লোভ বাড়িয়ে দিলেন—তাঁর হাতের রান্না যে কতকাল খাওয়া হয়নি, তা' কি মনে আছে?

আবার বোধ হয়, কলকাতায় যাবার সময় হয়ে এল, যদি দু'চার-দিনের ভেতর গিয়ে পড়ি, আশ্চর্য্য হবেন না ত? পরশু **Martin Luther**এর জন্মদিন ছিল, কাল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন ছিল, আজ কমলকুটীর-উৎসর্গের দিন—একটা উৎসবের একটু প্রসাদে কি আশ মেটে?

আপনাদের

"নালুবাবু"

শ্রদ্ধেয় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ

(১৬)

৩ নং, কলিকাতা

২৮শে অক্টোবর, ১৯২৬।

তুমি সেই সোমবারে বিদায় নিলে—আমরা শনিবারে করাচি ছেড়ে, পাঁচ রাত্রি গাড়ীতে থেকে, আজ সকালে কলকাতায় পৌছেছি। তুমি তোমার কর্ম্মস্থানে ফিরেছ—আমি সেই ৩ নম্বরে, নির্ভর ও তাঁর মাকে কাল রাত্রে বখ্‌তিয়ারপুর ষ্টেশনে, সুধেন ও ছুটু নিতে এসেছিলেন—তাঁরা বাড়ে গেলেন। স্বপুদা ও বুড়ো এখনও দু'চার দিন দু'চার জায়গা দেখে আসবেন। এবারেও তীর্থযাত্রীদের ভেতর তোমাকে সকলের আগে দেখতে পাওয়া গেল—সেই গেলবারে মুঙ্গেরে তুমিই তো উৎসব আরম্ভ করে দিলে—এবারে আরও শক্ত অবস্থায় যে বিশ্বাস ভক্তি দেখালে, আমার প্রণম্য হ'য়ে রইলে। দুদিনের জন্যেও ছুটি নিয়ে, পয়সা খরচ করে', ধুলো খেয়ে খেয়ে তীর্থে গেলে, এ দৃষ্টান্ত আরও দেখতে

পেলে, উৎসব স্বর্গ থেকে এসে পৃথিবীতে কেঁদে কেঁদে ফিরে যাবেন না। তোমার বিশ্বাস ও ভক্তি বাড়ুক, মানে আরও অহেতুক (spontaneous) হোক্—সেই সঙ্গে আমাদেরও বিশ্বাস ভক্তি আরও অহৈতুকী হোক্।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(১৫)

৩ নং, কলিকাতা

২১শে নভেম্বর, ১৯২৬।

মজার কথা তোমাকে লেখা হয়নি—সেই যে তোমাকে সর্দ্দি সম্বন্ধে আমার **experience** থেকে উপদেশ দিয়েছিলাম, তার কিছু পরেই আমার সর্দ্দি হোল—**Tinc. Q. ammon** খেলাম, **Eucalyptus** শুঁকলাম—১৯শের সকালের উপাসনাও কল্লাম—দুফুর বেলা নাকের জলে চোখের জলে যাই আর কি? আজ ২১শে, কম বোধ হচ্ছে—সেরে যাবার দিকেই যাচ্ছি. আশা করি—"**Judge not that ye be not judged.**" মনে হ'ল, "**Physician heal thyself!**" এবার এখানকার জন্মোৎসব বিশেষ করে' দুজন ভগ্নীকে দিয়ে হ'ল—কাল স্কুলে তোমার নির্ঝরদি, পরশু কমলকুটীরে তোমার সুচারুদি—এখানে থাকলে সুচারুদির কল্পতরু থেকে একটা কিছু পেতে—আমি ফলটলের ভেতর একখানি ছবি পেয়েছি—তার তলায় লেখা আছে, "জলে স্থলে গগণতলে, তব

সুধাবাণী উথলে"। এবার মুঙ্গেরের উৎসব কা'কে দিয়ে আরম্ভ হবে জানিনে—উপস্থিত ত সেখানে বেহারী বাবু মহাশয় আছেন। করাচিতে যা নতুন ক'রে আরম্ভ হ'ল, কলকাতায় যা চলছে, মুঙ্গেরে তার শেষ হবে না কি? শেষ মানে—মাঘোৎসবের আরম্ভ।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(১৬)

কলিকাতা—৩ নং

৯ই নভেম্বর, ১৯২৬।

ভাই সরলা,

কাল হাবুর ওখান থেকে এখানে আসবো বলে বেরোচ্চি, ইন্দিরার হাতের লেখা চিঠি পেলাম—এখানে এসে খুলে দেখি, ভেতরে তোমার হাতের লেখা ও একখানি নোট। করাচি থেকে ফিরে এসে যে তিনজন বোনের কাছে সেখানকার উৎসবের কথা বল্লে আগ্রহের সহিত শুনতেন, তাঁরা কেউ নেই শুনলাম—তুমি লক্ষ্ণৌয়ে, নদিদি কাশ্মীরে, বড় মহারাণী রাঁচিতে—ভাই ফোঁটার সময়ও এঁদের বিশেষ করে মনে হয়—সুতরাং তুমি যে দু'বিষয়েই ভেবে আপনা হ'তেই আগে লিখেছ, তোমাকে prize দেওয়া উচিত! করাচির উৎসবের বিবরণ এই সপ্তাহে Navavidhanএ বেরোবে। তা ছাড়া হাবুর কাছে, সুচারুর কাছে শুনবে। ভাইফোঁটা সুচারুর ওখানে হ'ল। তার বিবরণও হাবুর কাছে পাবে। আমার কাছ থেকে কেবল কৃতজ্ঞতা নাও। ইন্দিরার

ছেলেমেয়েরা উর্দ্দূ ও ইংরেজী শিখছেন—ঐ অঞ্চলে নববিধান প্রচার ভাল করে' কর্ত্তে হবে ইন্দিরাকে ব'লো। সর্ব্বমঙ্গলা সকলের মঙ্গল করুন।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সরলা সেন

(১৭)

৩ নং, কলিকাতা

৬ই জানুয়ারী, ১৯২৬।

মুঙ্গেরের উৎসব তো এবার তুমিই আরম্ভ করে' দিলে—সেখান থেকে এখানে আমাদের সঙ্গে এসে ৩ নম্বরে যে থাকতে চাইলে, তাইতে এখানকার উৎসবও আরম্ভ হ'য়ে গেল।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(১৮)

ব্রহ্মমন্দির—মুঙ্গের।

৫ই মার্চ্চ, ১৯২৪।

প্রাণের ভগ্নী ধনী,

কলকাতায় তোমার চিঠি পেয়ে, পকেটে করে ভাগলপুরে নিয়ে যাই—তোমার হাতের লেখা দেখলে যে আনন্দ হয়—তা উৎসবের অংশ। ২২শে পর্য্যন্ত কলকাতায় ছিলাম, সকালে তোমার সেজদির ওখানে উপাসনাদি করে', বিকেলে রওনা হয়ে ভাগলপুরে যাই। সেখানকার উৎসব শেষ করে এখানে এসেছি। ১লা মার্চ্চ এখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সমাজের এখন কেউ নেই, তবু মন্দিরটা

আছে; আর প্রিয় মল্লিক মহাশয়ের জামাই বিধান মল্লিক ও আমাদের সপু সপরিবারে আছেন, তাঁদের নিয়ে প্রতিদিনই উৎসব হয়। এখানে Christmasএ যে উৎসব হয়, তাতে তোমার সেজদিকে তিন দিন পাওয়া যাওয়াতে সকলের একগুণ আনন্দ দশগুণ হয়েছিল; কিন্তু তাতে কি আশা মেটে? তোমাদের পাঁচ বোন্‌কে এখানে একবার দেখতে না পেলে কি আমার চলে? তাই তোমার দিদি, মেজদি, মণিকাকে বল্লাম—এই সময় তোমাকে যদি পাই, আমার কথার আরও জোর হয়। তোমার সেজদি যেমন থাকবার জায়গা পাবেন কি না ঠিক করবার আগেই কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তুমিও যদি সেই রকম Wyllie ও ছেলেপিলে নিয়ে বেরিয়ে পড়, তোমার, Wyllieর, ছেলেমেয়ে সকলের শরীর মন ভাল হবে। আমার পকেটে তোমার চিঠি এখনও আছে, তার মানে সেখানে আনন্দধ্বনি তুলবে। কাগজে কলমে যে চিঠি লেখা যায়, সে কখানাই বা? আরাধনায়, ধ্যান প্রার্থনায় যে সব চিঠি লিখি, তার কি সংখ্যা করা যায়? বিশেষতঃ মুঙ্গেরে এসে কত চিঠি তোমাকে লিখেছি, সেই চিঠিগুলি সঙ্গে যাবে। তোমার দিদি বলেছিলেন, ১লা মার্চ্চ এখানে উৎসব হয়ে গেলে পর, তিনি এখানে আসবার কথা ভাববেন। পীর পাহাড়ে যে মস্ত বাড়ী আছে, তা পাওয়া যাবে, সেখানে গেলে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হবে না। তোমার সেজদি দেখে, খানিকক্ষণ থেকে এসেছেন—এখান থেকে ১॥ ক্রোশ, motor থাকলে ত কথাই নেই—এমনি হেঁটে যাওয়া যায়, গাড়ীতেও যাওয়া যায়। সেই ভক্তির জলপ্লাবনের সময়, সেইখানে গিয়ে ভক্তগণ সাধন ভজন করতেন। ২১শে মার্চ্চ দোল

পূর্ণিমা, শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব, তার পরের মাসে Good Fridayর ছুটি আছে, এই দুই উপলক্ষে সঙ্ঘ হইতে পারে। এখন বেশ ঠাণ্ডা, Good Fridayর সময় একটু গরম হবে। তুমি কবে আসবে বল? আমি বিশেষ করে Wyllie ও তোমার ছেলেপিলের কথা—তার মানে তোমার বিশেষ পরীক্ষার কথা ভেবে জিজ্ঞেস কচ্ছি—ভক্তি বিনা কিছুতেই কিছু হবেনা।

তোমাদের

নালুদা

পুঃ—এ চিঠি তুমি কবে পাবে জানিনে, এর জবাব কলকাতায় দেওয়াই ভাল; তবে যদি telegramএ "Yes coming" বল, তা'হলে এখানে Brahma Mandir Monghyr, ঠিকানায় পাঠালেই হবে।

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(১৯)

Brahma Mandir
Monghyr
20. 12. '26.

ভাই ফুটী,

Christmasএর সময় কোথায় যাবে ভেবেছ? করাচিতে ত গেলে না—মুঙ্গেরে ধীরেন টীরেন সকলকে নিয়ে যদি আসতে পার, রথ দেখা কলা বেচা দুই হ'তে পারে।

তোমাদের

ছোট কাকা

শ্রীমান্ বিজনকুমার সেন

(২০)

ব্রহ্মমন্দির,
মুঙ্গের
১লা বৈশাখ।

ওহে ডাক্তার অনুকূল,

তোমার শ্বশুর অনুকূল বাবুটী কোথায়? তাঁকে নিয়ে আসতে পার কি? তারপর কে কে তোমাদের দলে জুটেছেন? ডাকাতদের দল ত? রৈ রৈ শব্দ শুনতে পাচ্ছিনে ত? খদ্দর পরা মানে কি জান ত? আর সভ্য ভব্য লোকদের দিয়ে কিছু হবে না—Dr. A. C. Mitra নয়, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্রও নয়। যে ধুলোর ঝড় দিনের বেলা বয়, তার ভেতর কোন্ ফণাটা কি তিনিই জানবেন, আর কেউ জানবেন না? আমরা কেবল ঝড়ই জানব, ডাকাতের দলই দেখব? শ্বশুর মহাশয়কে নিয়ে আসতে পার তো বাহাদুর বলব।

৩ নম্বরে একখানা নতুন খোল আছে, মুঙ্গেরের জন্যে কেনা হয়েছিল, সেখানা নিয়ে আসতে হবে। আর গেল মাঘোৎসবের সময় দুচারটে নতুন নিশান পাওয়া গিয়েছিল—"নবশিশু" "ভক্তের জয় নিঃসংশয়" "ভক্তের পদযুগলে নূপুর হয়ে বাজব তালে" এইসব লেখা—মন্দিরে আছে বোধ হয়, ধীরেনকে বলে নিয়ে আসতে হবে।

তোমাদের
নালুদা

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র

(২১)

মুঙ্গের

২রা বৈশাখ।

ওহে ডাক্তার,

আজ সকালে উপাসনার পরই যামিনীকে পেয়ে সকলের খুব আনন্দ হ'ল—এবার তোমার দায়িত্ব বাড়ল—ওখান থেকে যাঁরা আসব আসব কচ্ছিলেন, তাঁরা যাতে আসেন, যাঁরা আসবেন না ঠিক করেছিলেন, তাঁরাও যাতে আসেন, সকলকে নিয়ে দলে বলে আসার ভার তোমার ওপর পড়ল—এত বড় সৌভাগ্য যার তার হয় না।

তোমাদের

নালুদা

পুঃ—৩ নম্বর থেকে খোল আনতে ভুলো না—গোপালবাবুর কাছ থেকে আমার জন্যে শ্রাদ্ধের দান স্বরূপ যে নতুন কাপড় আছে, তাও আন্‌তে পার ত ভাল্ হয়।

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র

(২২)

ব্রহ্মমন্দির

মুঙ্গের,

২৯শে মার্চ্চ।

ওহে ডাক্তার,

পোষ্টকার্ড লেখা অভ্যাস ছাড় দেখি, সংসারবন্ধন মুক্ত হবে, নববিধানের রথে চড়ে' স্বর্গে যেতে পাবে—তোমার এক চিঠি

আমার ভেতর এক হাজার জবাব বার কচ্ছে। তোমার বয়স কত হ'ল? এ বছর Jubileeর বছর তা জান? নূতন বিধানের কথা বিশেষভাবে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদী থেকে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বলা হয়। যদি বেশী দিন বাঁচতে চাও, তা'হলে প্রতিদিন নতুন করে' দীক্ষা নাও—এ বছরে একটী দিনও যেন বৃথা না যায়। সামনে ঈশার প্রাণদানের উৎসব - দলে বলে সে উৎসব এখানে এসে ক'ল্লে একগুণ ফল একশো গুণ হবে—পৃথিবীর সকল রকম দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার এই সহজ উপায়—এক লাফে স্বর্গে যাবার অন্য উপায় নেই।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র

(২৩)

১৯শে জুলাই,

৩ নং কলিকাতা।

ভাই ধনা,

কত ছোট ছোট উৎসব জীবনে হয়, তার কথা কে বলে? তোমার হাতের লেখা দেখলে আমার যে উৎসব হয়, তা কি তুমি জাননা? আবার তার ভেতর যদি ভেতরের উৎসবের কথা থাকে, তা'হলে সেই উৎসব আরও গভীর হয়। তুমি যখন বলেছিলে, তোমার বাবার উপদেশ ও প্রার্থনায় প্রতিদিন যে সময় যায়, সেই

সময়ই ভাল যায়—তখন আমি মনে মনে বল্লাম, তাই আরও হোক্, আরও হোক্! আবার তুমি যখন লিখলে, সেই উপদেশাদি থেকে তুমি কতকগুলি কথা সংগ্রহ করেছ, যা তোমাকে সান্ত্বনা ও বল দিয়েছে, আমার আরও আনন্দ হ'ল—ঐ সব নিয়ে যত ভুলে থাকবে, ওতে যত ডুবে থাকবে, ততই ভেতরে ভেতরে ভাল থাকবে। সেই কথাগুলি সংগ্রহ করা কি শেষ হ'য়েছে? যদি এখন পাঠিয়ে দাও, সামনের ভাদ্রোৎসবের আগে ছাপাতে চেষ্টা করি—তবে ছাপানো সম্বন্ধে তোমার ভাল মন্দ কি মনে হয়, জানতে চাই। তোমার মায়ের যে "প্রার্থনা-কুসুমাঞ্জলি" এখানকার ছাপাখানায় ছাপা হয়েছে, তা দেখেছ ত? সেই রকম হ'লে যদি চলে, তা'হলে এইখানেই ছাপাতে দি—আর যদি তোমার দিদির "সঙ্ঘ-শঙ্খ" Art Pressএ যা ছাপা হয়েছে, সেই রকম চাও, তা'হলে নরেনকে বলি—আশা করি, তুমি যে রকম ইচ্ছে কর, তা শিগ্‌গিরই জানাবে। আমি যে তোমার চিঠির জবাব দিতে দেরী করলাম, তুমিও যেন তাই করোনা। তুমি যে রকম selections কচ্চ, ইংরেজীতে সে রকম অনেক বই আছে—A Cloud of Witness বলে' একখানা বই আছে, সেখানা ভারী সুন্দর—Daily Strength for Daily Needs বলে' আর একখানা আছে, সেখানাও সুন্দর—দু'খানাই মেয়েদের দ্বারা সংগৃহীত। এখানে রোজ সকালে বিকেলে উপাসনা প্রসঙ্গাদি হয়—আজ কমলকুটীরে হবে—মণিকাকে লিখলাম, যেন উপস্থিত থাকেন—তুমি এখানে থাকলে, তোমাকেও বলতাম—তোমার মেজদিদি ত থাকেন, তোমার দিদিও মাঝে মাঝে আসেন। তোমাদের কারও শরীর ভাল নয়,

সে কথা আর শুনতে ভাল লাগে না—বল যে সকলের শরীর ভাল, মন আরও ভাল, তা'হলে নিত্য উৎসব হ'বে—তা না হ'লে কেউ বাঁচবে না।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(২৬)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা,

২৭শে আগষ্ট।

ভাই ধনী,

অনেক দিন পরে সেদিন তোমার একখানা চিঠি পেয়ে আনন্দ হ'ল, তোমাদের বাড়ীতে আর কারুর অসুখ নেই ত? আশা করি, ভাদ্রোৎসবের সময় তোমরা সকল ভালই ছিলে। ভাদ্রোৎসবে তোমার দিদি ও মণিকা ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যায় নি। উৎসবের আগের দিনে কেবল মেয়েদের জন্যে যে উপাসনা হয়, তাতে অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন, মন্দির ভ'রে' গিয়েছিল, তোমার দিদি উপাসনা করেছিলেন, তা বোধ হয় জান। শুনলাম, অনেকেরই ভাল লেগেছিল। সমস্তদিনব্যাপী উৎসবের সকালবেলার উপাসনা ব্রজগোপাল বাবু কল্লেন। রাত্রির বেলায় আমি কল্লাম—যুদ্ধের কথা বল্লাম—তোমার দিদির নতুন গান দুটো হ'ল, "ঐ শোন, স্বন্ স্বন্" আর "নববিধান রণক্ষেত্রে"—তুমি বোধ হয় এসব গান শোননি, এবারে এসে শুনবে। এখন উৎসবত হ'য়ে গেল, মাঘোৎসবের

ধার এখনও মেটেনি, এদিকে ভাদ্রোৎসব হ'য়ে গেল। তুমি মাঘোৎসবের সময় কিছু দিয়েছিলে—ভাদ্রোৎসবে কিছু দেবে না? যাতে একমাসের ভেতর সব ধার শোধ হ'য়ে যায়, তাই চেষ্টা কর্ত্তে হবে। আশা করি, সাহায্য করবে। ভগবান্ তোমাদের কুশলে রাখুন।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(২৫)

৩ নং, কলিকাতা

৫ই অক্টোবর।

ভাই ধনী,

তোমাদের কাকাবাবু, গৌরবাবু সব যখন এখানে ছিলেন, তখন এই সময় দুর্গাপূজা হ'ত—আমাদের দুর্গাপূজায় কি কখনো যোগ দিয়েছিলে? বছর কতক হ'ল, এই সময় সমিতি হয় বলে' এখানে প্রায় কেউ থাকেন না, তাই আগেকার মত পূজা হয় না—এবার সমিতি একাদশীর দিন আরম্ভ হবে—তাই আমরা এখানে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ক'ত্তে চাই। মুঙ্গেরের উৎসবে তোমাদের পাঁচ বোনকে পাবার আশা হয়েছিল—এবারে তোমাদের ভেতর তিন জন এখানে ছিলেন—কিন্তু এখন দিদি নেই—মণিকাও বোধ হয় আসছে সপ্তাহে গিরিডি যাবেন—এক মেজদি থাকতে পারেন—দেখি তাঁকে পাওয়া যায় কি না। একদিন যে উৎসব সমস্ত দেশ শুদ্ধ লোক করবে, তা এখন থেকেই খুব জমাটভাবে না ক'ল্লে কি মন ওঠে?

তোমার সঙ্গে যে অনেক কথা আছে—সেই বইখানি ছাপাবার জন্য টাকা পাঠালে না ত? মাঝে মাঝে যে ১০৲ টাকা করে' পাঠাও, তা বিনয়কে দি—সে কি মাঘোৎসবের হিসেবে জমা করবে, না আর কিছুর জন্যে?

ওখানে ঝড় বৃষ্টির পর কেমন বোধ হ'চ্চে—Wyllie ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে তুমি ভাল আছ ত? 'ভাল' মানে কি বল দেখি?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

৬ নং, কলিকাতা

২৯শে নবেম্বর।

ভাই বনা,

কুনালই বিমল ঘোষকে, কি আর যাঁকে পাওয়া যায়, তাঁকে ঠিক করে' তোমাকে জানাবেন—চিঠি লেখা কি telegram করা সব ভার তাঁর—আমি তাই নিশ্চিন্ত আছি। আজ নাকি বিমল হাজারিবাগ থেকে ফিরে ঠিক করে' বলবেন। আশা করি, তাঁকে পাওয়া যাবে। সন্ধ্যার সময় কমলকুটীরে কুনালের সঙ্গে দেখা হবে—তোমার দাদার দিন, সেখানে আমার উপাসনা করবার কথা—তার আগে এই দু'লাইন তোমাকে লিখচি—আজ Burma Mailএর দিন মনে করে'।

এখানে (৩ নম্বরে) সকালে তোমার সেজদি এসে উপাসনা করবেন, কথা ছিল; উপাসনার পর খাওয়া প্রসঙ্গ হবে, জন্মোৎসবেরই জের। কাল রাত্রে খবর এলো, তাঁর জ্বর—আজ জ্বর কম হ'লেও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ব'লে আসতে পাল্লেন না—উপাসনা আমাকে কর্ত্তে হ'ল। তোমাকে কমলকুটীরে ও Victoria Institutionএ জন্মোৎসবে যে গান হয়েছিল, তার কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছি, বোধ হয়; যদি না পাঠিয়ে থাকি, কমলকুটীরের একখানি পাঠালাম। পরশু মণিকার চিঠি পেলাম, গিরিডিতে তাঁর বাড়ীতে জন্মোৎসব "খুব সুন্দর" হয়েছিল লিখেছেন, তোমার ওখানে কেমন হ'ল?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(২৭)

20, South Hill Park Gardens,
Hamstead,
London, N. W.
৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯১১।

স্নেহের সরলা,

কাগজে দেখলাম, বিয়ে ভালয় ভালয় হ'য়ে গিয়েছে—তার পর? তোমরা এখন কেমন আছ? উৎসব যখন হয়, তখন সম্ভোগ করা যায়—সম্ভোগ যখন শেষ হয়, তখন ভয়ের কারণ দেখা যায়—আমাদের এখানে তাই হচ্ছে—লোক জন আসচে, কে কোথা থেকে এসে জুটছে—বেশ একসঙ্গে মিলে কথাবার্ত্তা উপাসনাদি

হচ্ছে—আবার কে কোথায় চলে' যাচ্ছে। তাই তোমাদের কথা ভাবচি—বিয়ের উৎসবের পর এখন তোমরা সব কে কেমন আছ?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সরলা সেন

(২৮)

C/o. B. K. Niyogi, Esq.,
Hazaribagh,
চৈত্র সংক্রান্তি—১৩৩৫।

ভাই সরলা,

বাহাদুরি তো তোমার ও সুচারুর—আমি দু' পা ন'ড়তে হাঁপিয়ে পড়ি—তুমি শুনলাম দিল্লী হ'য়ে লক্ষ্ণৌ গিয়ে দোল দুর্গোৎসব সবই ক'চ্চ—এইবারে যদি দলে বলে সিমলে যেতে পার, আরও বাহাদুর বলব। আমিও তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করব। ইন্দিরার ছেলেমেয়ে সকলে ভাল ত? সত্যবতী কেমন? সুমতি কি ওখানে?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সরলা সেন

(২৯)

ময়মনসিংহ, ৮ই অক্টোবর।

ভাই সুচারু,

একটা উৎসব থেকে আর একটা উৎসবে নিয়ে যাওয়া, তাই এখন ভগবান্ বেচারার কাজ হয়েছে, উৎসবের আর শেষ নেই—

7, Budge Budge Road থেকে ৩ নম্বরে গেলাম—সেখানে আমাকে নিয়ে একটি ছোটখাট উৎসব হ'ল—সেখান থেকে কুচ-বিহারে গেলাম। সেখানে ১৮ই সেপ্টেম্বরের উৎসব ছাড়া, তোমার দিদির সঙ্গে যে উপাসনা, তাও উৎসব বল্লে হয়। দুর্গোৎসব আরম্ভ হ'ল—নবমী পর্য্যন্ত করে', steamerএ বিজয়া করে, এখানকার উৎসবে এলাম। কাল বোধ হয় এখান থেকে কলকাতায় ফিরতে হবে। নির্ভর বিলেত যাচ্ছেন, খবর পেয়েছ ত? ১১ই ত তোমার জন্মদিন—সে উৎসবে কলকাতা থেকে যোগ দেব। সিসির জন্ম-দিন কি কাল? ধ্রুবেন্দ্রের জন্মোৎসব হয়ে গিয়েছে, তোমার চিঠিতে জানলাম। এখন মনে হচ্ছে, প্রত্যেক উৎসবটী বিশেষ উৎসব না হলে, নববিধানের নিত্য নূতনত্ব কোথায়? আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমাদের

নালুদা

মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী

(৩০)

ব্রহ্মমন্দির

মুঙ্গের

১০ই মার্চ্চ।

যত ধূলো, তত নমস্কার,

প্রিয়বাবু 'ধর্ম্মতত্ত্ব' দেখছেন. তাঁর কাছে বিধানের গান পাঠাচ্ছি—যদি এইবারের ধর্ম্মতত্ত্বে ছাপানো হয়, সেইখানে দেখতে পাবে—তা না হ'লে হাতে লেখাই পাঠিযে দিতে বলেছি।

এখানে দুবেলাই উপাসনা হচ্ছে। "আচার্য্যের উপদেশ" পাঠ হচ্ছে—এক একটা উপদেশে কত উপদেশ আছে, আগে তার কিছু কিছু টের পেয়েছিলাম—এখন আঁরও পাচ্চি—তাই তোমার দিদিকে লিখলাম। এখানে একটা মাড়োয়ারীদের বিয়েতে কত কি যে কচ্চে, উঠতে বসতে **band** বাজ্‌ছে, লোক যাচ্ছে, তার সঙ্গে **band** বাজছে—খাবার খাচ্ছে, তার সঙ্গে **band** বাজ্‌ছে—এই আজ ৬।৭ দিন ধরে ক্রমাগত চলছে—বাবা! এমন বিয়ের ধূমত দেখিনি। আর আমাদের অনন্ত নববিধানের উৎসব হবে, পাঁচ সিকের জায়গায় দেড় টাকা খরচ হলে তার হিসেব দিতে হবে।

কাল আমাদের সেই স্বপু সস্ত্রীক দীক্ষা নিলেন। এই মুঙ্গেরে এসে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোক যদি নবজীবন না পায়, তবে এখানকার ধূলোর মহিমা কোথায়? তাই তোমার দিদিকে লিখলাম—এক এক ঝড়ে অসংখ্য ধূলিকণা থাকে, এক এক মহোৎসবে অসংখ্য জীবন উৎসর্গ না হলে তাকে মহোৎসব বলবে কে? চিঠিখানা তোমাকে দেখাতেঁ বলেছি। আজ সকালে 'উপদেশ' থেকে পড়লাম--"প্রবল বেগে প্রেমের স্রোত আসিতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গ, কোথায় থাকে স্বার্থপরতা? অমুক আমাকে অপমান করিল, অমুক আমাকে উপেক্ষা করিল, তবে কেন তাহাকে প্রেম দিব? প্রেম স্রোতের মুখে জীবনকে নিক্ষেপ কর, বিবাদ বিঘ্ন দূর করিয়া দিয়া উহা আপনার পথ পরিষ্কৃত করিয়া চলিতে থাকিবে। ব্রাহ্মেরা বলিবেন, আমাদের প্রেমের প্রস্ফুটিত ভাব হইয়াছে, আর অগ্রসর হইতে চাই না। যাহারা এইরূপ ভাবে, প্রেম কি, তাহারা জানে না। মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে প্রেমের

বৃদ্ধি হয়। দশ বৎসরে দশ সহস্র গুণ প্রেমের যদি বৃদ্ধি না হইল, তবে আমি সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি না যে প্রেম আছে।” এই কথাগুলির ভেতর যে উৎসব আছে, লক্ষ্ণৌয়েব সঙ্ঘে তা কিছু কিছু দেখা গিয়েছিল—আরও বেশী করে, কত বেশী করে দেখা যাবে আবার যে সঙ্ঘ হবে তাতে। সেই সঙ্ঘ আরম্ভ হয়েছে, তুমি এখন পালাবে কোথায়? সুধা কি কচ্ছেন? এই নতুন সঙ্ঘে একজন সুধায় হবেনা, দশজন চাই, হাজার জন চাই। সুধাকে Phoneএ বলো। তোমার শরীব কেমন, আর জিজ্ঞেস কচ্ছিনে—সঙ্ঘের শরীর হচ্ছে দেখে এসেছিলাম—আরও হোক, প্রার্থনা কচ্চি।

সেই সঙ্ঘেব

নালুদা

পুঃ—মণিকার সঙ্গে দেখা হলে এই চিঠি তাঁকে দেখাবে কি? তার আগে Phoneএ ভাবটা জানিয়ে দিতে পার। আমি যে তাঁকে চিঠি লিখেছি, তার জবাব কৈ?

মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী

(৩১)

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির,
সিমলে

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।

নমস্কাব,

এখানে এসে চিঠি লেখা হলোনা—যাবার সময় লিখছি—লক্ষ্ণৌয়ে যাবার কথা হয়েছে—এখানে ত এঁরা বলছেন, এবারে যত উৎসব

হয়েছে, এত এঁরা দেখেন নি—আমার তো মনে হচ্ছে, কিছুই হয়নি। নব দুর্গোৎসব যদি লক্ষ্মৌয়ে হয়, তাই যাচ্ছি, যামিনী এখানে আরও কিছু দিন থাকবেন। ধ্রুবেন্দ্র ১৯শে এখানে এসেছিলেন—তারপর আমার সঙ্গে দেখা না হলেও যামিনীর সঙ্গে হয়েছে—শুনলাম পাশ হয়েছেন। তোমার পাঁচটা ভাবনার ভেতর একটা ভাবনা গেল—আর একটা ভাবনা হয়ত এল—এত সব ভাবনার ভেতর যেখানে গেলে শান্তির সঙ্গে কত শক্তি পাওয়া যায়, সেই থানে তোমাদের সঙ্গে অনন্ত কালের যোগ। আজ তোমার দিদির জন্ম দিন—পরশু তাঁকে লিখেছি—আজ এই মাত্র মণিকাকে লিখলাম—সেই লক্ষ্মৌয়ের সজ্ঘেতে আমাদের সকলের যে নতুন জন্ম হয়েছিল, নতুন নতুন সজ্ঘে নতুন নতুন জন্ম হোক!

তোমাদের

নালুদা

মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী

(৩২)

C/o. Dr. P. N. Chatterjee,
Bankipore P. O.
Patna.
১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯।

ভাই বিন,

ভাবছিলাম, এত বড় মাঘোৎসব, এতগুলি ভাই বোন, ক'জনই বা উৎসবের কথা লিখলেন? এখন দেখছি, এক এক জন

করে লিখচেন, আজ তোমার চিঠি পেলাম। আমি এখন পরেশ বাবুর কাছে আছি, তিনি গেল বছরে সহধর্ম্মিণীকে হারিয়েছেন— তাঁর দাদাও এখানে আছেন, ইনি অনেক দিন আগে স্ত্রীকে হারান—আর জ্ঞানাঞ্জনের শাশুড়ী সে দিন চলে গেলেন, তাঁর শ্বশুর দামোদর বাবু এখানকার মণ্ডলীর একজন পুরাণো লোক— এঁরা তিন জনেই সকলের উপাসনায় থাকেন। পরেশ বাবু যৌবনে ব্রাহ্ম-নিকেতনে ছিলেন—আচার্য্যদেব যে সব উৎসব করে গিয়েছেন, তাতে যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল— প্রতিদিনের প্রার্থনায়, প্রসঙ্গে সেই সব কথা কিছু কিছু হয়— তাতে প্রতিদিনই উৎসব মনে হয়, কিন্তু শুধু তাতে কি তৃপ্তি হয়?

তোমাদের

নালু

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী

(৩৩)

৮২নং হ্যারিসন রোড

কলিকাতা, ১১ই নভেম্বর ১৯১২।

নমস্কার,

কতবার তোমাকে লেখবার কথা মনে হ'ল—গিরীশ বাবুর স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক ও তোমার বাবার জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ ভাবে মনে হ'য়েছিল, কিন্তু কিছুই লেখা হয়নি—আজকাল আবার ভাইফোঁটার সময় তোমাদের কথা মনে হচ্ছে। "আচার্য্যের

প্রার্থনা” কাছে আছে কি? কমলকুটীর, প্রথম ভাগ, ১৩২ পৃষ্ঠায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রার্থনাটি পড়েছ কি? আমি প্রার্থনা করি, সেই প্রার্থনা আমাদের সকলের জীবনে পূর্ণ হোক!

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

(৩৪)

৮২নং হ্যারিসন রোড।

কলিকাতা, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭।

মা,

নরেনের কাছে শুন্‌লাম, তোমরা সব ভাল আছ—তবে চিঠি লেখা বন্ধ হ'ল কেন? আমার দু'খানা চিঠি পেয়েছ ত? রাজেনের খবর পাচ্ছ কি? বেচারা Sea-sicknessএ খুব ভুগেছে—কাল তার Colomboর চিঠি পেলাম—এর ভেতর পাঠাচ্ছি, পরে ফিরিয়ে দিও। তোমাদের ওখানে উৎসব কেমন হ'চ্ছে? আমাদের যাবার কথা হ'ল—তারপর ত আর কিছু শুনছি নে। তোমাদের সঙ্গে দেখা হবার একটা সুযোগ হচ্ছিল—সেটা বুঝি গেল। উমাপ্রসন্ন কি তোমাদের ওখানে আসেন? তাঁর স্ত্রীর খবর কি? আনন্দের সাধন কেমন হচ্ছে? স্বদেশী আন্দোলনের সময় আনন্দ-সাধন খুব প্রয়োজন। জীবনের সহায় আনন্দময়, যিনি জীবনের জীবন, তিনি আনন্দঘন—এ বিশ্বাস, এ দর্শন, এ অনুভূতি যার হয়নি, সেই কৃপাপাত্র—তার জন্যে প্রার্থনা করা উচিত। কাজের হুড়োয়, শরীর মনের অসুখে, বাইরের

হুজুগে মন বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়—তখন গভীর আনন্দে ডুবতে কে পায়? যে চায়। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই ভাবে সাধন কর। নিরাশ্রয় না হ'লে, দীনহীন না হ'লে, কোন গভীর সুখের আস্বাদন পাওয়া যায় না। কোন সাধনে প্রবৃত্ত হ'তে হ'লে, একেবারে আপনাকে নিরাশ্রয় জেনে, দীনহীনভাবে, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি, দীনহীন জনের গতি যিনি, তাঁর কাছে যেতে হয়। যত দিন যাবে, ততই দেখবে, দীনহীন নিরাশ্রয় যারা, তারাই সহজে সিদ্ধিলাভ করে—কাম জয়, ক্রোধ জয়, লোভ জয় তাদেরই সহজে হয়—তারাই প্রকৃত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হয়। দীনতার অসীম শক্তি, নিরাশ্রয় যে, তার চারিদিকে সহায়। প্রার্থনা কত্তে পারে যে, তার আবার ভাবনা কিসের? প্রত্যেক মুস্কিলে, বিপদে, দুঃখে, কষ্টে একবার দীন নিরাশ্রয় হ'য়ে, বিপত্তঞ্জন বলে' ডাক্‌লে, "দুঃখ যায় দূরে"—আরও কত কি হয় পরে। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমাদের

নালুদা

পুঃ—চিঠিখানা খুলে রেখেছিলাম—যদি তোমার চিঠি আজকে আসে—তার প্রাপ্তি স্বীকার ক'রব বলে'—এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। টাকাও এলো না, চিঠিও এলো না দেখে, আমি ভাবলাম, ওখানকার উৎসবে যেতে হবে না। নরেন বল্লেন, "তবে কাশীপুরে চলুন"। আমি আজ কাশীপুরে যাব বলেছি। কাশীপুরে যাওয়াও যা, ঢাকায় যাওয়াও তা।

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

(৩৫)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা, ৫ই জানুয়ারী, ১৯০৮।

মা,

তুমি কি মৌনব্রত নিয়েছ? এবারে যে একযুগ কেটে গেল—কোন সাড়া শব্দ নেই কেন? শরীর মন কেমন? আমাদের এখানে কত রকমের উৎসব হচ্চে—তার খবর রাখ কি? আমরা যা দেখছি, শুন্‌চি, পাচ্চি, খাচ্চি, তা কি একলা একলা সম্ভোগ করে' সুখ হয়? আজ শিশুর গৌরব—বুড়োবুড়ীদের কে চায়? কপটতা, কুটিলতা কে চায়? এ ক'দিনের ভেতর কত কথা বল্লাম, কত কথা শুন্‌লাম—তুমি কি কল্লে? যা কিছু উচ্চ, গভীর, সার, সত্য, তা অহেতুক—এখন অহেতুক পূজা অর্চ্চনা চাই—কাজ, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার ভাল হবে—কিন্তু কেমন করে' হয়, কেউ জান্‌তে পারবে না—উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান, ধারণা আপনা হতে হবে—ব্যাগারঠ্যালার ভাব কিছুতে থাকবে না। আমার ঠাকু'মা এই কথা শিখিয়ে গেলেন—তাঁকে তুমি বেশী দেখনি—তাঁর বিষয় ভাবলে কত আনন্দ ও উৎসাহ হয়—৯০ বচ্ছরের পরীক্ষায় দেখিয়ে গেলেন, ধর্ম্ম কেমন সুন্দর, ধর্ম্মই মানুষের প্রাণ—অমূল্য ধনে ধনী করে' গেলেন—ভাবের ভাবুক পেয়ে তাঁর বিষয় কত আলোচনা কর্ত্তে ইচ্ছে হয়। ব্রাহ্মণ বোধ হয় College নিয়ে ব্যস্ত—বুবুল ও টুটুল ভাল আছে ত?

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
নালুদা।

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

(৩৬)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা,

১৯শে জানুয়ারী, ১৯০৮।

মা,

এবার উৎসবের জন্যে ভিক্ষে কর্ত্তে বেরিয়েছি—তোমাদের দ্বারে এসেছি—অন্যে আনন্দ পাবে, এই ভেবে যারা যা দেয়, তাদের তাতেই পরিত্রাণ হয়—আমার আর বেশী কিছু বলবার নেই।

সেবক

নাল্লুদা।

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

(৩৭)

কলিকাতা

৩১শে জানুয়ারী, ১৯০৮।

মা,

আজ উৎসব শেষ হ'ল—এখন রাত্তির প্রায় ১২টা—উৎসবের কোন্ জিনিষটা ভাল লাগেনি? ৩ নম্বরের উৎসবও বেশ হ'ল—সে দিন কথকতা বড় ভাল লেগেছিল—কান্তি বাবুর উপাসনাও খুব ভাল। Children's gathering বেলা ৪॥০টে থেকে রাত্তির ৯॥০টা পর্য্যন্ত—চুণিবাবু সভাপতি—রবীন্দ্র বাবু কিছু বল্লেন, ময়ূর-ভঞ্জের রাজা উপস্থিত ছিলেন। সমস্তদিনব্যাপী উৎসবে সকাল বেলায় গৌর বাবু উপাসনা কল্লেন, রাত্রে আমি—তার পরদিন নগরকীর্ত্তন। আমার গলা ভেঙ্গে গেল—ভাঙ্গা গলা নিয়ে মঙ্গলবারে

ব্রাহ্মিকা উৎসবে উপাসনা কল্লাম—সেখানে খাওয়ার পরে আলোচনা হ'ল। তার পরদিন বাগানে উৎসব—ব্রজগোপাল বাবু উপাসনা কল্লেন—সেখানকার আকাশ আরও সরস, বাতাস আরও সুমিষ্ট হ'ল। কাল সকালে ত্রৈলোক্য বাবু উপাসনা কল্লেন—খুব ভাল হ'ল, আজ শান্তিবাচন হ'ল। তুমি যদি থাকৃতে, প্রত্যেকটাতে কিছু না কিছু পেতে। উৎসবে অনেক সম্পদ লাভ হয়, তাই বিপদ—এই সেই বিপদের সময়, এখন যদি সাবধানে না থাকি, সব হারাব। তোমার ২৪শের চিঠি ২৬শে পেলাম। দান সম্বন্ধে ভাবছিলাম, যিনি দেন, তিনিই নেন। ভগবানের নামে দান কল্লে তাঁর মান রক্ষা হয়—তাতে যাঁরা দেন, তাঁদেরও মান থাকে—যাঁরা নেন, তাঁদেরও মান থাকে—তবে তাঁর মান-রক্ষার জন্যে দান করাই ভাল। ১২টা বাজে—আজ এই পর্য্যন্ত।

সেবক

নালুদা

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

(৩৮)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা,
১৩ই ডিসেম্বর।

প্রিয়তমেষু,

তোমার একখানা চিঠি এখন পেলাম। এর আগে দু'খানা চিঠি পেয়েছি। লেখবার খুব ইচ্ছা থাকলেও লিখতে পারিনি, কারণ

আর কিছুই নয়—সমম্নাভাব। একটীর পর একটী করে' পরিচিত বন্ধু গুটীকতক চলে গেলেন। ইহলোকে তাঁদের সঙ্গে আর দেখা হ'বে না। এখন দু'একটী যাঁও যাও হ'য়ে রয়েছেন। এর ভেতরে আমরা উৎসব ক'চ্চি। আচার্য্যের জন্মোৎসব—সাধু অঘোরনাথের স্বর্গারোহণের উৎসব—তুমি থাকলে এ উৎসবে যোগ দিয়ে সুখী হতে। সামনে খ্রীষ্টোৎসব। এখন তাঁর জীবন ও চরিত্র আমাদের আলোচনার বিষয় হোক্। আজ এই পর্য্যন্ত।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

নালুদা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ

(৩৯)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা,

২১শে জানুয়ারী।

প্রিয়তমেষু,

তোমার চিঠিগুলি পেয়েছি। ব্যস্ত ছিলাম, তাই লিখতে পারিনি। তোমার আসা হ'ল না, তাতে তোমারও দুঃখু, আমারও দুঃখু—এই দুঃখের ভেতর গান করি, "দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়"—"সুখে দুঃখে সম বন্ধু এমন কে, পাপতাপ-ভয়হারী।"

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

নালুদা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ

(৪০)

Bharatvarshiya Brahma Mandir,
89, Machua Bazar Street,
Calcutta, 4th March, 1910.

প্রিয়তমেষু,

তোমার একখানা চিঠি আগে পেয়েছি, কাল রাত্রে আর এক-খানা পেলাম। উৎসবের পর অবসাদ প্রায়ই হয়—আমি গেল মাসটা সেই বিষয়েই অনেক কথা বল্লাম। এইমাসে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব—এই সময় বিশেষভাবে তাঁকে চাই—তাঁকে না পেলে, শুষ্কতা শূন্যতা যাবেনা। সরল ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা কীর্ত্তনাদি কত্তে হবে। কুমার বাবুকে বলো, ওখানকার সেই গোপাল ভক্তটীর সঙ্গে দেখা করে', তাঁকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে, তাঁর আশীর্ব্বাদ যেন আমাকে পাঠিয়ে দেন। ভক্তি কেমন আছেন? খোকা ভাল ত'? Mr. Mukherjeeকে একখানা "অঘোর-প্রকাশ" পাঠিয়ে দিতে বলেছি।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ

(৪১)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা, ৪ঠা জানুয়ারী।

প্রিয়তমেষু,

অনেক দিন তোমার খবর পাইনি। আশা করি, ভাল আছ। আমাদের এখানকার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। ১লা রামমোহন

রায়কে নিয়ে হ'ল—২রা "নববিধান"—কাল "মাতৃভূমি" ছিল—আজ "গৃহ"—আসচে কাল "শিশু"। প্রথম দিন গিরীশ বাবু উপাসনা কল্লেন, ২য় দিন ত্রৈলোক্য বাবু—৩য় দিন মোহিত বাবু—আজ আমার মামা ক'রবেন—কাল আমি ক'রব। মন্দিরে হচ্চে সন্ধ্যা ৬৷৷০টার সময়, তোমার যদি সেই সময় ছুটী থাকে, আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে যোগ দিও। সশরীরে উৎসবে আসতে পারবে কি? তোমরা অনেকেই দূরে—তুমি নেই, সেহানবিশ নেই, যামিনী নেই, বিনোদ নেই—প্রবোধ চলে' গিয়েছে। আমি যামিনীকে ও সেহানবিশকে এই মাত্র লিখলাম। বিনোদকে কাল লিখেছি। তুমি যদি ছুটী পাও—এস। কবে আসবে, যেন জানতে পারি।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

নালুদা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ

(৪২)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা,

১৩ই মার্চ্চ।

প্রিয়তমেষু,

অনেক দিন চিঠি পত্তর লেখনি, আমিও লিখিনি। কেমন আছ? হাজারিবাগে মাঝে মাঝে যাও কি? নিরঞ্জন ত এখন হাজারিবাগে। তাকে পথে ডাকাতে ধরেছিল, শুনেছ বোধ হয়। বিনয়ের চিঠি পাও কি?

এবারে উৎসবে তুমি ছিলে না। বিনয় ও প্রবোধ খানিকটা ছিলেন। "ধর্ম্মতত্ত্বে" কিছু কিছু খবর পাবে। বাকী আমাদের জীবনের উৎসাহ, উত্তাপ, প্রার্থনা, সাধনভজনে ও সর্ব্বোপরি ভগবানের কৃপায় দেখতে পাবে।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

নালুদা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ

(৪৩)

দেরাদূন

৩রা নভেম্বর, ১৯০৪।

শুভাশীর্ব্বাদ,

তোমাদের কি হ'ল ? অনেক দিন কোন খবর টবর পাইনি। সেই দুখানা সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখলে—তারপর আর উচ্চবাচ্চা নেই। আমিও বোধ হয় আর লিখিনি। বুবুলের জ্বর হয়েছিল—সেরে গেল, তা শুনেছি। রাজেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু তোমার কাছ থেকে কোন চিঠি পাইনি। আমি লিখিনি বলে' রাগ করনি ত ? যদি করে' থাক, তা'হ'লে ভুল করেছ। আমি ত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সুবিধে পেলেই একে ওকে লিখছি, তোমাকেও লিখব লিখব মনে করেছি ; বিশেষতঃ সেই দুখানা চিঠি পেয়েই যা মনে হয়েছিল, তাও লিখব ভেবেছিলাম, কিন্তু লেখা হয়নি—কেন যদি জিগ্‌গেস কর, আমার দপ্তর দেখ, আমার মন দেখ—কত চিঠি আরম্ভ করে শেষ করা হয়নি, কত ইচ্ছে অপূর্ণ রয়েছে।

তোমাদের খবর জিগ্‌গেস করবার আগে আমার খবর দু'একটা দি। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি। জায়গাটী বেশ—যে জন্যে এসেছি, তা না হ'য়ে শুধু বেড়াতে আসতাম যদি, তা'হ'লে ছুটোছুটী লাফালাফি কর্ত্তাম। এসেছি কি জন্য, বোধ হয়, জান। প্রতাপবাবু মহাশয়ের অসুখ খুব বেড়েছে শুনে এলাম। রোগীর ঘরে বসে চিঠি লিখছি। কিন্তু বাইরের সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য থেকে একেবারে বঞ্চিত নই। রোগী নিজেই আলো, হাওয়া ভালবাসেন—কাল বল্‌ছিলেন, 'আমি আলো খেতে চাই, বাতাস খেতে চাই—তোমরা বড় কৃপণ—বিধাতা কত দেন!' যখন বেড়াতে বেরোই, তখন ত বেশ সম্ভোগ করি, কিন্তু বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়েও সম্ভোগ করা যায়। এখানে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। রোগীর কাছেই বন্ধুবান্ধব আছেন—আমি ছাড়া, বিনয়েন্দ্র বাবু, প্রকাশ বাবু, পরেশ বাবু, নৃত্যগোপাল বাবু, বিনোদ, যোগানন্দ আছেন। প্রকাশ বাবু বলছিলেন, 'এও ত এক রকম উৎসব'। আমিও তাই বলি। আজ রোগী সকালে বলছিলেন, '**Life after death, life in death, life in life.**' আমার ঘোরাঘুরির **net result**ও তাই। রোগের ভেতর উৎসব—মৃত্যুর ভেতর উৎসব—মৃত্যুর পরে উৎসব—আবার উৎসবের ভেতর উৎসব। সিরাজগঞ্জে ও অমরাগড়ীতে উৎসবের ভেতর উৎসব কল্লাম—সিমুলতলায় ও এখানে রোগের ভেতব উৎসব হচ্ছে—বাঁকিপুরে ও কলকাতায় মৃত্যুর সংবাদে উৎসব—দেওঘরে মৃত্যুর আগে উৎসব।

তোমার কি বলদেব বাবুকে বেশ মনে আছে? থাকে ত তাঁর বিষয় যা জান লিখে রাখবে কি? বাঁকিপুর ও কলকাতায়

যে উৎসবের কথা লিখেছি, তা তাঁকে নিয়ে। দেওঘরে, গেল বৃহস্পতিবারে, আমার একটী ভাগনের অবস্থা খুব খারাপ শুনে যাই। সন্ধ্যার সময় গিয়ে পৌঁছলাম। পৌঁছবার এক ঘণ্টা পরেই সে সকলকে কাঁদিয়ে চলে গেল। আমার কথা শুন্‌তে, আমার গান শুন্‌তে সে বড় ভাল বাস্‌ত। আমার সঙ্গে তার দেখা হ'ল, একটী একটী করে' অনেকগুলি গান গাইলাম—গান শুন্‌তে শুন্‌তে সে কোথায় চলে' গেল! যেন সমস্ত রোগ যন্ত্রণার হাত থেকে কে কেড়ে নিয়ে, আপনার শান্তিক্রোড়ে টেনে নিলেন। সেও এক রকম উৎসব।

এখন তোমাদের খবর বল। ছেলেমেয়েরা সব ভাল আছে ত? ব্রাহ্মণ ত চিঠি লিখতে জানেন না। কবে শিখবেন, তাও জানিনা।

আমরা এখান থেকে দু' তিন দিনের ভেতর রওয়ানা হ'য়ে কলকাতায় যাব। সেখানে গিয়ে যেন তোমাদের খবর পাই।

মঙ্গলময় তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

নালুদা

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

(৪৪)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা,

শনিবার, ২৭শে জানুয়ারী, ১৯০৬।

শুভাশীর্ব্বাদ—

কাল উৎসবের দিনে আমার বিশেষভাবে জীবন উৎসর্গ করবার কথা—তুমি, ব্রাহ্মণ, রাজেন তিনজনই দূরে রইলে—ভগবান্ আমার

অন্তরের প্রার্থনা পূর্ণ করে' কতকগুলি প্রিয়জনকে কাছে এনেছেন—তোমাদের যদি দূরেই রাখেন, আশা করি, তোমাদের শুভ ইচ্ছা ও প্রার্থনা থেকে বঞ্চিত রাখবেন না।

তোমার চিঠি আজ পেলাম—একবার নয়, দুবার নয়, কতবার শুণিনি—লিখব ভেবেছি—কেবল সুযোগাভাবে লিখতে পারিনি। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, মেয়েদের ভেতর থেকে তুমি আমাকে Communityতে welcome কর। ব্রাহ্মিকা-উৎসবের দিন বিশেষ ভাবে তোমাকে চেয়েছিলাম—তুমি থাকলে কত আনন্দ হ'ত।

আজ আর বেশী কি লিখবো—সময় নেই। হৃদয়ের ভেতর যা কিছু ভাল তোমাদের উভয়ের জন্যে আছে, তাই নাও।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

নালুদা

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

(৪৫)

পাটনা

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩।

ভাই বিন,

তুমি তো খুব good boy দেখছি—চিঠি পেতে না পেতেই জবাব দিলে—উৎসবের যে ক'টি খবর দিয়েছ interesting—চইয়ে হবিষ্যি করবার জায়গার অভাব, নগরকীর্ত্তনের দিন পাঁচিল ভাঙ্গা, আনন্দবাজারের দিন বৃষ্টি, খুব varied experience হয়েছে।............সে যা হোক্, উৎসব কি হয়ে গিয়েছে? একটা উৎসবের পর পাঁচটা উৎসব না হলে কি আমাদের চলে? তাই

আমরা কটা বুড়ো মিলে এখানে সরস্বতীর লীলা দেখছি। তুমি যে জগদীশ বাবুর কথা লিখেছ, তিনি পরেশ বাবুর জামাইয়ের ভাই ছিলেন—পরেশ বাবুর দাদা হরিনাথ বাবু ভাগলপুরেই থাকেন। এখন এখানে দামোদর বাবুও রোজ আসেন—এখানে যে উৎসব চলছে, কবে ভাঙ্গবে জানিনে—তখন কলকাতায় যাবার কথা ভাবতে হবে। তুমি যে উৎসবের উপহার-স্বরূপ একখানি কাপড় পাঠাচ্ছ লিখেছ, তার জন্যে আগে থাকতে কৃতজ্ঞতা দি।

তোমাদের

নালু

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী

(৪৬)

পুরী, ২৯শে অক্টোবর।

ভাই বিন,

যে উৎসব ঢাকায় হ'ল, তার কথা কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে, বিশেষতঃ কুমার সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করব—আবার একটা উৎসব আরম্ভ হবে ভাবছি—তাড়াতাড়ি এখানে চলে আসতে হ'ল। এ একটা মস্ত তীর্থস্থান—"পুরুষোত্তম স্বর্গাপেক্ষাও দুর্লভ", এখানে "নর প্রবেশ মাত্র নারায়ণ হয়" পুরাণো বিধানের এই সব কথা নববিধানের লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়—নববিধানে পৃথিবী যদি আরও স্বর্গ না হয়, তবে নববিধান কিসে? আমরা সেই নববিধানের লোক—বিধান-জননীর কৃপায় দেখতে পাচ্ছি, আমরা কত অপরাধী—সংসার-মন্দিরে তিনি যে দুর্গা হ'য়ে বিরাজ কচ্ছেন, তা জেনেও জানিনে—তাই ভাল করে' হাসতেও পারিনে, ভাল

করে' কাঁদতেও পারিনে। ঢাকায় কত আনন্দের উৎসব দিয়ে কলকাতায় এলে—তোমার পরিবারে বিশেষভাবে শোকের উৎসব দিলেন। চল্লিশ বছর যাঁর সঙ্গে ছিলে—এখন তাঁর সঙ্গে একটা বিচ্ছেদ হ'ল—প্রথমটা মনে হবে, মা কি ভয়ানক রকমের আঘাত কল্লেন—তোমার শরীর ভাঙ্গা, মনও কত রকমে পরী-[illegible] ঈশা যে বলেছিলেন—'Blessed are they that mourn'—এই কথার মানে বুঝতে পাল্লে, সুখের পর দুঃখের অবস্থা যে অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় বোঝা যায়। আনন্দের চোখের জল ফেলার চেয়ে শোকের চোখের জল ফেলায় মার কৃপা-স্পর্শ বেশী করে পাওয়া যায়—তাই ভক্তেরা বলেন, "শোক এব পরা পূজা"—এই পূজায় এই সময়ে তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পেলে আমিও আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করব।

তোমাদের

নালু

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী

(৪৭)

পাটনা

১৯শে ফেব্রুয়ারী,

১৯২৯।

ভাই বিন,

তোমার registered parcel আজ পেলাম—সমস্ত হাতের লেখা তোমার দেখছি—ছেলেমেয়েরা কি কেউ কাছে নেই?

জিনিষটীর চেহারা এখনও দেখিনি—আগে ধন্যবাদ দিয়েছি—প্রার্থনা করো, যেন এই কাপড় পরি, আর রোজ রোজ উৎসব করি।

তোমাদের

নালু

পুঃ—পুটকীর ছোট মেয়ের (?) নামকরণের কথা জিগ্‌গেস করেছিলে—যদি সত্যি উৎসব হয়, লোভ হবে—তা না হ'লে শুধু শুধু আমাকে নিয়ে গিয়ে লাভ কি? তা ছাড়া, এ শরীর নিয়ে এখন ওপর নীচ কর্ত্তে সাহস হয় না। এর আগের চিঠিখানা রবিবারে পেয়েছিলে কি? চিঠির কোথাও কোথাও গোল হচ্ছে, তাই জিগ্‌গেস কচ্ছি।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী

(৪৮)

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির,
সিমলে,
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।

ভাই বিন,

কলকাতা থেকে আসবার সময় মনে হয়েছিল, এখানে এসে অনেক চিঠি লিখতে পারব—তোমার দেওয়া সেই ঘটিটী সঙ্গে এনেছিলাম—হিমালয়ের প্রার্থনা খুল্লেই, প্রথম থেকে তোমার নাম পাওয়া যাবে। তোমার কাছ থেকে দু'খানা চিঠিও পেলাম, কিন্তু চিঠি লিখতে পেলাম কৈ? আজ, আর এক তীর্থে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি—যে লক্ষ্ণৌয়ে সত্ত্ব হয়েছিল সেইখানে—সেই সঙ্গে তোমাদের তিন বোন্‌কে পেয়েছিলাম—তোমাকে ও ধনীকে

পাইনি। যদি মুঙ্গেরে পাই—আশা করেছিলাম; সে আশা পূর্ণ হয়নি। এই তীর্থে যদি পাই—তোমার দিদির আসবার কথা ছিল—আসা হ'ল না—সুচারুও তাই—এদিকে নবদুর্গা-পূজার সময় হয়ে' এল। তোমার দিদি-টিদি থাকলে এইখানেই করবার কথা হ'ত—এখন দেখি, লক্ষ্ণৌয়ে যদি হয়।

তোমাদের

নালু

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী

(৪৯)

ব্রহ্মমন্দির

মুঙ্গের,

১লা বৈশাখ।

ভাই সুচারু,

কাল তোমাকে দু'লাইন লিখেছি, তার মানে আরও দু'শো (২০০) লাইন মনের ভেতর ছিল—এখানে ঘাসের ওপর বসে লিখতে পড়তে পাওয়া কি কম সৌভাগ্য? এখন মন্দিরের উপাসনার ঘরে বসে লিখছি—একটু আগে নববর্ষের উপাসনা হ'য়ে গেল—প্রেম ভাগলপুর থেকে এসেছেন—ওবেলা সেখানে তাঁদের বাড়ীতে নববর্ষের উৎসব হবে—তারপর কলকাতায় ফেরবার কথা—এখনও ঘণ্টা দুই এখানে আছি—এই সুযোগে দু'লাইন তোমাকে লিখচি। সেই ২২শে তোমাদের সঙ্গে যে উৎসব কচ্ছিলাম, তা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না যেমন, তেমনি এখান

থেকে কি যেতে ইচ্ছে হয়? ঘাসের ওপর বসে যখন উদ্ভিদ্ জগৎ একটু একটু দেখি—মাটি ফুঁড়ে কত কি বেরোলো—সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট ফুল আমরা পা দিয়ে মাড়িয়ে যাই—তাদের আদর করবে হবে? "ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মগণ! তোমরা সকলে ফুল লইয়া আহ্লাদ কর, সত্যযুগ আসিবে। কলিকাল দূর হইয়া যাউক, কেবল তোমাদের পুষ্পের [illegible] হইবে।" [illegible] এই কথাটি তুমি যেমন শুনেছ, তেমন আর কে? "পাঁচ বৎসর যদি কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, এক ফুলের সহবাসে থাকিলে সুখ শান্তি পবিত্রতা সকলই হইবে।" তুমি এ কথার সাক্ষী দেবার জন্য ভগবান্ ও ভক্তের মনোনীত—তাই আরও মনে হচ্ছে, এ তীর্থের আদর তোমার ও তোমার মতন যাঁরা, তাঁদের দ্বারা হবে। এর আগে যে দু'বার এখানে এসেছিলাম—তার ভেতর একবার মন্দিরে থাকবার সুযোগ পেয়েছিলাম—রাত্রে দেখা যায় না, অথচ গন্ধ পাওয়া যায়, এ experience হয়নি—এবারে সেই experience, আর কত রকম পাখীর গান, পশ্চিমে হাওয়া, ঠাণ্ডা জল, খাবার ও নাইবার, এই সব আরও স্থানটার ওপর টান জন্মিয়েছে—এই সময় একবার তোমাদের সকলকে পেলে, সকলে মিলে এই সব সম্ভোগ করা যেত।

তোমাদের

নালুদা

মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী

(৫০)

The Keshub Niketan,
82, Harrison Road,
Calcutta, 4th Sep., 1919.

ভাই সুচারু,

গেল শনিবার সকাল পর্য্যন্ত এখানে ছিলাম—তার পর বজ্‌বজ রোডে গিয়ে, দু'দিন থেকে, রবিবারে মন্দিরের উপাসনার জন্যে এসে, আবার আট্‌কে পড়েছি। পরশু জ্ঞানাঞ্জন বাঁকিপুর থেকে এলেন—যামিনী মুঙ্গের ভাগলপুর হয়ে এলেন। তাঁদের দু'জনের কাছে ব্রজগোপাল বাবুর রোগ-শয্যার ও স্বর্গারোহণের কথা যা শুন্‌লাম, তাতে রোগ ও শোক বিধান-জননীর কৃপায় যে সহজে উৎসবে পরিণত হয়, তার খুব ভাল রকমের প্রমাণ পাওয়া গেল। সজ্যের পর যেমন মনে হয়েছিল, "এখন আমি চলে' যেতে পারি"—এখনও তাই মনে হচ্ছে, "Lord, now lettest Thou Thy servant depart in peace for mine eyes have seen Thy salvation."

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সুচারু দেবী

রোগে, বিপদে ও পরীক্ষায়

(১)

C/o- B. K. Niyogi, Esq.,
Hazaribagh,
28. 4. '29.

শ্রীচরণেষু,

পাটনায় যেমন ছিলাম, এখানেও সেই রকম আছি। কেবল সেখানে গরম বেশী বোধ হ'ত, এখানে কম। এখন আস্তে আস্তে সিমলে যেতে পাল্লে, মনে হয়, বিশেষ উপকার হবে—বোধ হয়, আসছে সপ্তাহে বেরিয়ে প'ড়ব। দুদিন আগে ফুটিকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম, পেয়েছিলেন কি? আশা করি, বাড়ীর সকলে ভাল।

স্নেহের
নালু

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন

(২)

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির,
সিমলে, ২৩শে আগষ্ট, '২৯।

ভাই অনুকূল,

প্রিয় বাবুর অসুখের কথা শুনে এই চিঠি লিখছি—গণেশ বাবুর কাছে কাল একটা **money order** পাঠাতে চাই, আজ আর সময় নেই। তুমি, শুনলাম, প্রিয়বাবুকে দেখতে গিয়েছিলে। তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে', তাঁর সেবার জন্যে যেন ঐ টাকা খরচ করা হয়। গণেশ বাবুকে তাই লিখে দিচ্ছি—তিনিও তো ভাল দেখতে

পান না—তাই তোমার সাহায্য বিশেষ ভাবে চাই। সেদিন যে ক'খানা চিঠি পেলাম, তার একখানা তোমার হাতের লেখা—এখনও খোলা হয় নি।

তোমাদের
নালুদা

ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্র

(৩)

C/o. B. K. Niyogi, Esq.,
Hazaribagh,
১৬ই এপ্রিল, ১৯২৯।

ওহে ডাক্তার,

কাল এখানে নববর্ষের উৎসব হয়ে গেল, সতুকে পাওয়া গিয়েছিল।

এখন শরীরের কথা একটা লিখি—এতদিন দুধকে ভয় করে', দিন কতক আগে ভাত-টাত সব ছেড়ে দিয়ে, কেবল দুধ আর ফল খেতে আরম্ভ করে' দেখলাম, পা-ফুলো অনেক কমে গিয়েছে—শরীরটাও অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা বোধ হ'চ্চে। এখন মনে হ'চ্চে, দিন কতক সেই মানমণ্ড আবার খেয়ে দেখলে হয় না? তার মানে, তোমার ওপর একটা ভার দেওয়া।

অজিতের চিকিৎসায় পিসীমার যে উপকার হয়েছে, মেয়েটীরও তো উপকার হয়েছে? আশা করি, তা continue ক'চ্চে—তার সঙ্গে তোমরা দু'জন ভাল থাকলে মনের সাধে নাম কীর্ত্তন কর।

তোমাদের
নালুদা

ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্র

(৪)

হাজারিবাগ,
রামনবমী,
১৩৩৬।

নমস্কার,

কাল সকালে যে চিঠি পেলাম, বিকেলে পড়লাম—বিকেলে যে চিঠি পেলাম, তা আজ পড়লাম। আমার শরীরের জন্য, আমার একজন ভাই এত ভাবছেন—ভাবলে মনে হয়, হয়ত আমাকে আরও দিন কতক এ পৃথিবীতে রাখা বিধাতার ইচ্ছে। যা হোক, যে প্রক্রিয়ার কথা এত করে' লিখেছেন, তা আপনার সাহায্যে করাই ঠিক ; তবে এখানে যদি তা আর কারু জানা থাকে—তাঁর সাহায্য নিলে হয়। এখনও এ বিষয়ে আর কাহারও সঙ্গে আলোচনা করিনি—কলকাতায় যদি যাওয়া হয়, ভালই—তা না হ'লে কি করা যাবে, পরে জানাতে চেষ্টা করব। সিমলের জল হাওয়ায় যে উপকার পেয়েছি—তা কলকাতায়, কি পাটনায়, কি এখানে, কোথাও পাইনি। মুঙ্গেরে যেতে লোভ হলেও, শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় যেতে সাহস হয় না। সে যা হোক্, আপনার চিঠির জন্যে, ভালবাসার, ভাবনার জন্যে অনেক কৃতজ্ঞতা দি।

আপনাদের
'নালুবাবু'

শ্রদ্ধেয় ভাই গোপালচন্দ্র ৬৫

(৫)

C/o. H. D. Chatterjee, Esq.,
Income Tax Commissioner,
Patna.

১২ই নবেম্বর, ১৯২৮।

ওহে ডাক্তার,

কল্লে কত উপকার,

তাই বার বার নমস্কার।

ওখানে,

পিসিমা, রাণুর মা,

মিলে মিশে, ভালবেসে,

খাওয়ালেন যে খাবার,

তাতে পেয়েছি যে উপকার,

তাও ভুলিনে।

এখানে (ও)

মিলে মিশে, ভালবেসে,

ভাই বোনে, এ দুদিনে,

যা খাওয়ালেন, যা ক'ল্লেন,

পেয়েছি তা'তে যে উপকার,

দেখে শুনে, মনে মনে, ভাবছি এখন বার বার,
থাকি যদি আরও পাঁচ দিন, হবে না কি more উপকার ?

তোমাদের

নালুদা

ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্র

(৬)

ব্রহ্মমন্দির—মুঙ্গের,
১২ই মার্চ্চ, ১৯২৭।

ভাই অনুকূল,

কেমন আছ? উঠে হেঁটে বেড়াতে পারচ কি? আসবার সময় শুনে এসেছিলাম, তখনও শয্যাগত, খুব ভুগে নিলে, যাহোক! একবার একবার কি মনে হচ্ছিল, জান? যদি সেবারে মুঙ্গেরে আসতে, হয়ত এ accidentটা হ'ত না! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, যিনি কত রকমে ভুগিয়ে ভাগিয়ে আপনার করে' নিতে চান, এবার তোমার সুযোগ এল, "এত ভুগিয়েছ যখন, মা, আর তোমাকে ছাড়ছিনে। এখন সুদ শুদ্ধ আদায় করে' নিতে চাই" এই রকম তোমার আবদার আসছে কি না? তা'হ'লে তুমি এযাত্রায় খুব লাভ করে' নেবে, আমাদেরও ভাগ দিতে হবে। "আচার্য্যের উপদেশ" (৯ম খণ্ড) "সুখবেদ ও দুঃখবেদ" পড়েছ, বোধ হয়; এই সব সময়ে ভাল করে' পড়বার সুযোগ হয়—এবার মুঙ্গেরে এসে মনে হচ্ছে, আচার্য্যদেবের কিছুই ভাল ক'রে পড়া হয়নি—তুমি যদি সে উপদেশটা ভাল করে' হজম কত্তে পার, তা'হ'লে তোমার সঙ্গে আমাদেরও লাভ হবে। আশা করি, পিসীমা, স্ত্রী ও মেয়ে ভাল আছেন।

তোমাদের
নালুদা

পুঃ—পিসীমাকে জিগ্‌গেস করবে কি—অমৃতবাবু শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব কোথায় ক'চ্ছেন?

ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্র

(৭)

৯ই আগষ্ট, ১৯২৩।

ভাই ধনী,

এতদিনের পর মনে হচ্ছে, তোমাদের শোকের সময় যে তোমাদের সঙ্গে মিলে দুবেলা উপাসনাদি কর্ত্তাম—তার ফল বাইরেও থেকে যাবে। তোমার চিঠি এলে ত আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাই—কাল যে parcel এলো, তা আজ খুলে যে কত আনন্দ হল, তা আনন্দলোকে গিয়ে দেখবে। আমাদের গণেশবাবুই তোমার বাবার উপদেশের পর যার প্রার্থনা বার করেছেন, তাঁকে তোমার খাতাগুলি দিলাম—কাজ, বোধ হয়, কাল থেকেই আরম্ভ হবে—তোমাকে কি proof পাঠিয়ে দিতে হবে?—না, আমরাই দেখে দেব? টাকা চাই যে, তা কি বলতে হবে?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(৮)

পাটনা

২১শে মার্চ্চ,

১৯২৩।

ভাই ধনী,

খামের ওপর তোমার হাতের লেখা দেখে কত যে আনন্দ হ'ল, তা কি করে' জানাব? সেই ২২শে তোমার সেজদির ওখানে তোমাদের সকলকে ছেড়ে কি যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল? ভাগলপুরে

উৎসব, মুঙ্গেরে আবার উৎসব করে এখানে রোজই উৎসব পাচ্ছি। সেই যে গেল বছরে এসে কমলকুটীরে রইলে, একে একে ছেলে মেয়েরা ভুগতে লাগল—তারপর একটী কত ভুগে ত চোখের আড়াল হলো—আর একটী কত ভুগে সেরে উঠল—সেই রোগের ঝড়, শোকের ঝড়ে কত কি উল্‌টে পাল্‌টে গেল। কাল যখন ঝড়ের কথা Bible*এ পড়চি, তখন তোমার চিঠি এল, পড়তে পড়তে চোখে জল এল—সেই প্রতিদিন দু'বেলা উপাসনাদিতে তোমাদের চোখের জলের সঙ্গে আমার চোখের জল মিশে ছিল—তা মনে হয়—"শোক এব পরা পূজা"—"রোগ এব পরা পূজা" কতবার বলেছি—মুঙ্গেরে গিয়ে আরও বলছি—আরও বলব। তোমাদের পাঁচ বোনকে যদি মুঙ্গেরে পেতাম—দুটো সুযোগ গেল—আবার কবে সুযোগ হবে জানিনে। তুমি তো রেঙ্গুন চল্লে—Wyllie এসেছেন কি? তিনি ত নিয়ে যাবেন? তাঁকে আমার ভালবাসা দিও। ছেলেমেয়েদের রোগ-শোকে তোমরা ও তারা বিধান-জননীর প্রাণের কত গভীর টানের ভেতর পড়ে গেলে, সেইখানে তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ ও সুমিষ্ট হোক!

তোমাদের চিরদিন

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

* "And all the people saw the thunderings, and the lightenings and the noise of the trumpet, and the mountain smoking, and when the people saw it, they trumbled and stood a far off" (Exodus XX. 18).

(৯)

ব্রহ্মমন্দির
মুঙ্গের—সংক্রান্তি
১৩ই মার্চ্চ, ১৯২৩।

ভাই ধনী,

কাল তোমাকে দু'লাইন লিখেছি—তার মানে দশ লাইন লিখিনি—আজ আবার দু'লাইন লিখছি। তুমি যে লিখেছ, "কেবল ইচ্ছে করে, ভাল করে' উপাসনা করি, আর পিতৃদেবের বই পড়ি" আমার সেই কথাগুলি আবার মনে হয়—এই দুই জিনিষ নিয়ে তুমি যদি ভুলে থাক, তোমার যা যা দরকার—সব ভগবান্ দেবেন। এই ইচ্ছার ভেতর তোমার কাঞ্চি আছে, তোমার বাবা মা আছেন, সাধু ভক্তেরা আছেন, আমরাও আছি। আহা! যদি তোমার দিদি, সেজদি, তোমরা পাঁচ বোনে এই মুঙ্গেরে এসে পাঁচ দিনে এইভাবে থাক, তা'হ'লে পাঁচ বছরের কাজ গুছিয়ে নিতে পার। "Seek ye first the Kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you"—তোমার caseএ all these things তো হয়েছে, এখন seek first the Kingdom of God হ'লে সেই সব things আবার নতুন করে' পাবে, তা ছাড়া আরও কত কি পাবে কে জানে? Burmah তো বৌদ্ধদের দেশ, সামনে পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের জন্ম, নির্ব্বাণ ও পরিনির্ব্বাণলাভ—ওখানে কি হয়, জানিনে, একবার দেখতে ইচ্ছে হয়—পুরাণো বিধানের তীর্থগুলি নববিধানের

ভাবে দেখে, নববিধানের তীর্থগুলির নতুন আদর হওয়া দরকার। মুঙ্গের একটী, কমলকুটীর একটি, Tara view একটি, বেলঘোরিয়ার তপোবন, মোড় পুকুরের সাধন-কানন, কল্‌কাতার কলুটোলার বাড়ী, এই সব এক একটি তীর্থস্থান। এ সব স্থানের আদর না হ'লে, আমাদের কারুর পরিত্রাণ নেই। Wyllie ভাল আছে ত? ছেলেমেয়েরা? তুমি যদি উপাসনা ও বাবার বই পড়া নিয়ে ভুলে থাক, তোমার ছেলেমেয়েরা প্রকৃত শিক্ষা পাবে—সব গুরুর চেয়ে শ্রেষ্ঠগুরু মা। তোমার কাছ থেকে তোমার ছেলে মেয়েরা যদি উপাসনা কর্ত্তে আর তোমার বাবার বই সেই সঙ্গে পড়তে শেখে, তা'হ'লে তাদের আর কি বাকি রইল?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(১০)

ভাগলপুর,

১৮ই এপ্রিল।

ভাই ধনী,

সেই যে গেল বছরে যখন কলকাতায় গেলে, আমি বল্লাম, "আনন্দ-ধ্বনি তুলেছে"। তারপর তোমার পরিবারে যে রোগ শোকের ঝড় ব'য়ে গেল, মনে হয়, আনন্দ বুঝি চাপা পড়্‌ল। এখন দেখছি অনেক উৎসব তোমার ভেতর আছে—একবার যদি গা ঝাড়া দিয়ে ওঠ, কত উৎসব ছড়াবে। "ভাল করে' উপাসনা করা,

আর বাবার বই পড়া" তার ভেতর তোমার জন্যে, তোমার ছেলে-মেয়েদের জন্যে, আমাদের জন্যে কত উৎসব আছে, কে জানে? ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, তাদের খাওয়ান পরান, রোগ টোগ—এ সবের আগে উপাসনা, মাঝে উপাসনা, পরে উপাসনা—আর সেই সঙ্গে তোমার বাবার যে যে কথা এসে পড়বে, তা পড়া—তা ধ্যান করে', গান করে', প্রার্থনা করে' হজম করা—এই রকম করে' ক'টা মাস কাটাও দেখি—তা'হ'লে দলে বলে আমাদের বর্ষায় গিয়ে উৎসব ক'ত্তেই হবে। আমি, বোধ হয়, কাল কলকাতায় যাব—আশা করি, তোমার চিঠি পাব।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(১১)

26, South Hill Park
Hampstead N. W.
London, 20 January 1911.

ভাই সুচারু,

তোমার চিঠি পেয়ে লোভ হচ্ছিল—সমুদ্রের ধারে, নির্জ্জন জায়গা, ভাবছিলাম, তোমার উপকার হচ্ছে—কাল ভোঁপলের চিঠিতে জানলাম, তেমন উপকার হয় নি—তুমি শিগগীরই চলে আসবে। ওখানেই থাক, আর এখানেই এস, তোমার এখন ছুটোছুটি কল্লে হবে না—আমি সে দিন একটি পাদরীর জীবনের

কথা পড়ছিলাম। তিনি নিজের সম্বন্ধে এক জায়গায় বলচেন, "I have met with no person so happy, as myself; and it is to be ascribed chiefly to my sufferings, or rather to the grace of my Redeemer who has made them his instruments to refine and free my spirit, and bring it into more full communion with himself. * * * The passive virtues are not much wanted in a life of health and case; yet these are the most sacred virtues that have ever been displayed on earth or admired in heaven. The passive virtues are in reality the most active ones. A great delusion prevails here, we are apt to place Christian activities in mere bodily activities. It is a much harder thing to suffer well than to work well. It gives an ineffable lustre, and endearment to the passive virtues, that it was by them—it was by the Saviour's patience and resignation in suffering death—that the most splendid achievement ever performed in the universe was accomplished—the world was redeemed !"

উৎসবের কথা সে দিন কিছু কিছু হল—আসচে বুধবারে ১১ই মাঘ বলে সন্ধ্যার সময় বিশেষ উপাসনা হবে—শনিবারের ইংরাজিতে উপাসনাদি সাহেবদের দিয়ে হবে (John Page Hopps ও Lloyd Thomas)—রবিবারে বাংলায় উপাসনাদি হবে। ধ্রুবেন্দ্র ও ছোট্টটী ভাল আছেত ?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুচারু দেবী

(১২)

Calcutta, 40 Ekbalpore Rd.
22 January, 1915.

ভাই সরলা

ঢাকায় গেলে, গিরিডিতে গেলে, Young Men's Conference এ গেলে, আমার এখানে এলে, ৮ই জানুয়ারী সকালের উপাসনায়, বিকেলের মিটিংএ গেলে, তার পর বিছানায় শুয়ে পড়লে; উৎসবের ভিতর এ এক মস্ত পরীক্ষা। যিনি উৎসবে সকলের জন্যে পুণ্য শান্তি এনেছেন, তিনি তোমাকে রোগ-শয্যায় শুইয়ে দিলেন—তোমাকে এমন কিছু দিচ্ছেন, যা আমরা দেখতে না পেলেও বিশ্বাস কচ্চি, তোমার ভেতর যাচ্চে। "রোগে শোকে যোগে নিমজ্জন" একটি প্রার্থনা আছে, সেইটি মণিকাকে পড়ে' শোনাতে বলো (১০৬পৃঃ, হিমালয়ের প্রার্থনা ২য় ভাগ)।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সরলা সেন

(১৩)

26, South Hill Park,
Hampstead, N. W.
1 May, 1911.

ভাই সুচারু,

সেই রবিবারে তোমার ওখানে গিয়েছিলাম, সোমবারেও ছুটাছুটি কল্লাম—তারপর বাঁ পা ফুলে বেদনা হওয়াতে, ঘরে আবদ্ধ হয়ে আছি। তুমি সেই যে রোগের যন্ত্রণার কথা বলেছিলে; সেই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তার পর George Mullerএর Lifeএ পড়লাম—

"He (George Muller) makes grateful mention of the mercies of God to him, particularly His gentleness, long-suffering, and faithfulness and the lessons taught him through affliction. The latter makes plain that much sweetness is mixed in the cup of suffering." আর এক জায়গায় আছে—"His (George Muller's) soul was brought into that state where he so delighted in the will of God as to be able from his heart to say that he would not have his disease removed until through it God has wrought the blessing it was meant to convey. And when his acquiescence in the will of God had become thus complete he instinctively felt that he would speedily be testored to health." এ ত' George Mullerএর সম্বন্ধে কথা। একটু আগে Frances Ridley Havergalএর জীবনী পড়ছিলাম, তাঁর ভগ্নী লিখছেন—"She was soon utterly prostrate with typhoid fever. About the middle of November, the balancings of our hopes and fears were just between life and death. Prayer was made unceasingly for the life so dear to us. Our prayers were answered, and our beloved one was restored. Some weeks after she told me many things which may be profitable to others.

"All through my long illness I was very happy; the first part was the very painful, I think it must have been neuralgia with the fever. I don't really think I was impatient deep down in my heart, and yet the pain and agony I was in made me anxious for the poultices, and to try anything. I do think I am sensitive to pain, and what was agony to me would be slight to others. My only wish was to glorify God and to let my doctor and nurse see it, so at the very first I determined to ask for nothing and just obey. I knew many would pray for me. Only, I did not want them to pray that I might get well at all, sometimes I could not quite see His Face, yet there was His promise, 'I will never leave thee,' I knew He said it and that He was there."

Mary. "Had you any fear at all to die?"

Frances. "Oh no, not a shadow. It was on the first day of this illness I dictated to Constance, "Just as Thou wilt, O Master, call!"

Mary. "Then, was it delightful to think you were going home, dear Fan?"

Frances. "No, it was not the idea of going home, but that *He* was coming for me and that I should *see my king.* I never before was, so to speak, face to face with death; It was like a look into heaven; and yet, when my father sent me back again, I felt it was His will, and so I could not be disappointed."

আশা করি, তুমি আগেকার চেয়ে ভাল বোধ ক'রচ—আমার আবার পা-টা ভাল হ'লে একদিন গিয়ে উপাসনা করে' আসব।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুচারু দেবী

(১৪)

20, South Hill Park Gardens
Hampstead N. W.
London, 30 June, 1911.

মা সরলা,

কেমন আছ? খুব ভাল করে' সেরে উঠেছ কি? একটা শক্ত রকমের ব্যামোর ভেতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলে তাঁকে বিশেষ ভাবে "ক্লেশ-কলুষ-নাশন" বলতে পারা যায়—সে একটা কম সৌভাগ্য নয়—তাছাড়া যদি রোগের পরীক্ষায় সাত্বিক ধৈর্য্য লাভ হয়—

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

(যাহা লাভ করিয়া তদপেক্ষা আর অধিক লাভ কিছুই মনে হয় না, যাহাতে অবস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও আর বিচলিত করিতে পারে না) St. James বলেছিলেন, "Count it all Joy when ye fall into diverse trials: knowing this, that the trying of your faith worketh patience. And let patience have her perfect work, that ye

may be perfect and entire, wanting nothing" অর্থাৎ নানান রকমের পরীক্ষায় পড়া খুব সৌভাগ্যের বিষয়—কারণ বিশ্বাসের পরীক্ষায় ধৈর্য্য লাভ হয়—পূর্ণ ধৈর্য্যে সকল অভাব মুক্ত হ'য়ে, আমরাও পূর্ণতা পাই—এর চেয়ে গভীর কথা আমি আর কি বলব? তবে উপাসনার ভেতর পেলে হয়ত এর চেয়ে সহজ কথা বেরিয়ে যায়—যাঁকে মা বলে ডাকলে সহজে প্রাণ জুড়োয়। খুব শক্ত রোগের ভেতর যখন তাঁকে মা বলে' ডাকতে পাই, তখনও ত আর কিছু চাই নে—চাই কেবল তাঁর শ্রীচরণ—তাই প্রার্থনা করি, তুমি, আমি, আমরা সকলে যেন তাঁর শ্রীচরণ ছাড়া আর কিছু না চাই।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সরলা সেন

(১৫)

20. South Hill Park,
Hampstead,
London, N. W.
১৪ই আগষ্ট, ১৯১১।

প্রাণাধিক জিতু,

মার অসুখের সময় খুব সেবা ক'রেছিলে শুনেছিলাম—তা শুনে আমার আনন্দ হ'য়েছিল—তখন লিখে জানাতে পারিনি, এখন জানাচ্ছি। যিনি মার ভেতরে মা হ'য়ে আছেন, তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। মনুসংহিতার সেই শ্লোকটি মনে আছে ত?

"যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্। ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥" (পিতামাতা ইহলোকে সন্তানের জন্য যাদৃশ ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র শত বর্ষেও তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না)। এই কথাটি মনে রেখে আরও সেবা করে' ধন্য হও। আজ ইন্দিরার বিয়েতে তোমাদের সকলের আনন্দ—আমারও আনন্দ। আবার কাল পরশু হয়ত ইন্দিরাকে তাঁরা নিয়ে যাবেন—তখন তোমাদের দুঃখের সঙ্গে আমার দুঃখু হবে। ইন্দিরা শ্বশুর বাড়ী গেলে তোমাদের সকলের এক জায়গায় খালি খালি বোধ হবে—তোমার বাবা মার এক নতুন পরীক্ষা হবে—তোমাকে তোমার বাবা মার সেবার ভার নতুন করে' নিতে হবে—আবার মণিকার জন্যেও ভাবতে হবে। যিনি সমস্ত জগতের সেবা ক'চ্চেন, সেই আনন্দময়ী জননী তোমাকে এই নতুন সেবায় নতুন আনন্দ দিয়ে কৃতার্থ করুন!

তোমার

নালুমামা

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন

(১৬)

20, South Hill Park

Hampstead

London, N. W.

১৮ই আগষ্ট, ১৯১১।

মা সরলা,

তোমার চিঠি শনিবার রাত্রে পাই—সেই দিনই লিখব ভাবি—তা পারিনি—সোমবারে জিতু ও মণিকাকে লিখলাম—

সত্যেন্দ্র ও ইন্দিরাকে লেখা হয় নি—আজ তোমায় লিখচি। বিয়ে আশাকরি ভালয় ভালয় হ'য়ে গিয়েছে—যখন প্রথমে হবার কথা ছিল হ'ল না—তোমার খুব অসুখ হ'ল—এখন হওয়াতে বোধ হয় একটা উপকার হ'ল—মনটা শুদ্ধ হ'য়ে গেল—আনন্দের উপযুক্ত হ'ল। এদের একটা গানের দু'লাইন মনে হচ্ছে—

"Humbled by what He gives
Greatful for what He takes away"

যা পেলাম তা'তে বিনীত হলাম—যা তিনি কেড়ে নিলেন, তার জন্যে কৃতজ্ঞ—এ ভাব সাধনের সুযোগ পেলে। ইন্দিরাকে কাছে দেখতে না পেয়ে যে নতুন পরীক্ষা তোমাদের সকলেরই হচ্ছে, সে পরীক্ষায় সেই তিনিই সহায়, যাঁর কৃপায় শক্ত সাধন সহজ হয়, অসম্ভব সম্ভব হয়।

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সরলা সেন

(১৭)

৮৯ নং হ্যারিসন রোড
কলিকাতা,
২১শে আগষ্ট —

ভাই সুচারু,

কাল Bengalee তে একটা লেখা দেখলাম—তোমাকে আজ তা পাঠাচ্ছি—হয়ত এর আগেই আর কেউ পাঠিয়েছে। যাহোক,

মহারাজার কথা আর এক ঘটনায় বিশেষ করে মনে হলো—সেটী General Boothএর মৃত্যু-সংবাদ—সেও যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। এত কাজ, উৎসাহ, সামান্য চোখের অসুখ—operation এ ভাল হয়ে যাবে—ভাল হল না, দেখতে পাবেন না, কিন্তু কাজ করতে পারবেন। তারপরে হঠাৎ শোনা গেল, strength failing—তার পর দিনই মৃত্যু-সংবাদ এল। মহারাজার কথা মনে হলো—successful operation (!) এর আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল। আমার ত কাল খবরটা পেয়ে আর কিছু কর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছিলনা—কিন্তু কালই অনেক কাজ ছিল—এখন ভাবের ভাবুকদের সঙ্গে General Boothএর জীবন আলোচনা কর্ত্তে ইচ্ছে হয়—পরশু ত ভাদ্রোৎসব—এই সময়ে এই জীবন সাধনের বিষয় হলে আমাদেরও লাভ, দেশেরও লাভ। আমি কাল খবরটা পেয়ে আমাদের সমাজের deepest sympathy জানিয়ে London এ Telegram করেছি—৬৲ ছটা টাকা খরচ হয়েছে—এ টাকাটা কোথা থেকে আসবে জানিনে—উৎসবের খরচের ভেতর এই খরচটার কথাও কেউ ভাববেন আশা করি। তুমি দিদির কাছে আছ, তোমার ও তাঁর চিঠিতে জানলাম—ভালই মনে হলো। এক সঙ্গে উপাসনা করবার সুযোগের ভেতর কোনো কোনো রোগের ঔষধ আছে, তার নতুন নতুন প্রমাণ বোধ হয় পাচ্ছ।

তোমাদের

নালুদা

মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী

(১৮)

ব্রহ্মমন্দির
মুঙ্গের,
৫ই মার্চ্চ।

অনেক অনেক নমস্কার,

এখানে এসে যেমন মন খোলে, এমন আর কোথায়? সেই দুমাস আগে ভাই বোনে মিলে উৎসব কল্লাম—তার ভেতর চিঠি পত্তর লেখবার সুযোগ পাইনি কি—কি জানিনে, লেখা ত হয়নি—এখানে কাল ভাগলপুর থেকে এসেছি, এসেই চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছি। মনে হচ্ছে, আমি বলে' যাই, আর কেউ লিখে যায়, তা'হ'লে অনেককে লেখা হয়—তা হয় কি? তোমার ওখানে সেই ২২শে উপাসনাদি করে' চলে আসবার আগে দেখা করে' আসবার কথা ছিল—সুযোগ পেলাম কি? সেই এক মঙ্গলবার—তার পরের মঙ্গলবার ত ১লা মার্চ্চ—সেদিন তোমার ওখানে সন্ধ্যার সময় ৩ নম্বরের ভাইদের যাবার কথা গোপাল বাবুর চিঠিতে জানলাম—আর কোনো খবর পাইনি। ভাঙ্গা শরীর নিয়ে কত কি হ'তে পারে, তাতো কত দেখলে, আরও কত দেখাবেন তিনি, কে জানে? "দেহ মনে ভাই দুজনে মাতি নামকীর্ত্তনে"—সে কি কেবল আস্ত দেহ মনে, না, ভাঙ্গা দেহ মনে ও? এই মাসে ত দোলপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব—কোথায় হবে?

তোমাদের
নালুদা

মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী

(১৯)

শান্তিকুটীর
কলিকাতা, সোমবার,
১৫ই নভেম্বর,
১৯০৪।

শুভাশীর্ব্বাদ,

কই কলকাতায় এসে তোমাদের কোন খবর পেলাম না ত? আমি দেরাদূন থেকে যে চিঠি লিখেছিলাম তা পেয়েছিলে ত? ব্রাহ্মণকে বাঁকীপুর থেকে লিখেছিলাম। এখানে বেস্পতিবারে এসেছি—এসে পর্য্যন্ত রোগীকে নিয়ে ব্যস্ত আছি—রাত্তির দিনই তাঁর কাছে থাক্‌তে হয়। সকালে ও সন্ধ্যার সময় খেতে boarding এ যাই। এখানে এসে শুনছি মেহিত আলাদা বাসা ক'রে আছেন—কেন জানিনে। আমিও এসে পর্য্যন্ত রোগীকে ছেড়ে বড় কারুর কাছে যেতে পারিনে। রোগীর কাছে থাকায় অনেক শিক্ষা হয়। তুমি ত থেকে দেখেছ। Gems from Whitman" রোগীর ঘরে ব'সে পড়ছিলাম। Whitman সম্বন্ধে লেখা আছে "With critical cases he generally watched all night. They gave him the "greatest privilage and satisfaction." They "aroused, brought out and decided undreamed depth of emotion." কথাটা ঠিক কি না? আজ এই পর্য্যন্ত।

রাজনের সঙ্গে দেখা হ'য়েছে কি? ছেলে মেয়েরা সব ভাল আছে ত? সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। ব্রাহ্মণের মন ঢাকায় ব'সেছে ত?

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

নালুদা

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

(২০)

৮২নং হ্যারিসন রোড।

কলিকাতা,

২০শে নভেম্বর, ১৯০৪।

শুভাশীর্ব্বাদ,

মনে একটা খট্‌কা আসছিল—হয়ত কোন সন্দেহ, কোন মোহ তোমাদের মনে স্থান পেয়েছে—তাই চিঠি লেখা হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেল। যে খট্‌কাটা আসছিল, সেটা এসে মনে স্থান পাবার আগেই তোমার চিঠিখানি পেলাম—আজ না পেলে বোধ হয়, আজ কালের মধ্যে তোমাকে আর একখানা চিঠি লিখতাম। আর বেশী কি বল্‌ব, চিঠিখানার জন্য কত ধন্যবাদ চাও? শত সহস্র অযুত লক্ষ কোটি ধন্যবাদ নাও।

প্রতাপ বাবুকে নিয়ে আমায় প্রায় দিন রাত্তির ব্যস্ত থাকতে হয়। আজও এখন হ'ত—যদি না তাঁর ভাইপো বিনোদ আস্‌ত। আজ খাবার সময় দেখলাম সে এসেছে—তাকে শান্তিকুটীরে পাঠিয়ে দিয়ে আমি এখানে পাঁচটা কাজের ভেতর কোন্ কাজটা কর্‌ব'

ঠিক কর্ত্তে না পেরে, চিঠির ভাবগুলো পালিয়ে যাবে, তাই ভীত হ'য়ে চিঠি লিখতে বসেছি।

চাকর ছেড়ে গেলে সংসারের অনেকগুলি কাজ নিজেকে কর্ত্তে হয়—সে অবস্থায় পড়া কিছু মন্দ নয়—তবে সে অবস্থায় সব সময় কিছু থাকতে বল্‌চিনে—কিন্তু সে অবস্থায় শিক্ষা যা, তা ভুলে গেলে, আবার কোন না কোন সময়ে মনে করিয়ে দেবার জন্যে একজনকে জাগ্রত থাকতে হয়—তিনি আমাদের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী ভগবান্।

তোমাদের ওখানে আচার্য্যের জন্মোৎসবের দিন কি হ'ল? আমি ত' রোগীকে নিয়ে ছিলাম। দুপুরবেলা খানিকক্ষণের জন্যে একবার কমলকুটীরে গিয়েছিলাম, কমলকুটীরে খেয়েছিলাম। রোগীর অবস্থা ভাল নয়। যদি আরোগ্যলাভ করেন, সে ভগবানের কৃপায়—ডাক্তারেরা তাঁর বিষয় কিছু জানে না। দেহ-মনের প্রকৃত আদর কি দেহ থাকৃতে হয়—না দেহ প্রাণশূন্য হ'লে হয়? ক্ষেত্রবাবু বহরমপুর থেকে George Elliotএর লেখা থেকে রোগীর সেবায় কি উপকার হয়, সে সমস্ত দু'একটি সুন্দর কথা উদ্ধৃত করে' পাঠিয়ে দিয়েছেন। তোমার অভিজ্ঞতার কথা তোমাকেই তুলে দি "সে মুহূর্ত্তে প্রাণে যে নির্ভরের ভাব এসেছিল তা যদি ধরে রাখতে পাত্তুম তা'হ'লে ও জীবন অনেক সরল হ'ত।"

আজ এই পর্য্যন্ত। ভগবান্ তোমাদের সকলকে কুশলে রাখুন।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

নালুদা

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

পরলোক

(১)

Himălaya Brahma Mandir,
Secretariat P. O.
Simla, 3rd June,
1929.

ভাই সরলা,

ছাপানো চিঠিতে আজ খবর পেলাম, আমাদের নির্ম্মলা আমাদের আগেই পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছেন। ইদানীং দেখা শুনা কমই হ'ত—শেষটা কি হ'ল জানতে পাইনি। আমার সেই আগেকার ছবি মনে আঁকা আছে। Dixon's Laneএ যখন বাসা করে' ছিলেন—কি সম্পদের অবস্থা থেকে কি দুরবস্থা তখন! সেই অবস্থায় সেই যে কত বছরের রুগ্ন স্বামীর সেবায় যেরূপ মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন—আমি গেলে আমার সেবায়ও তৎপর—সে জীবন্ত দৃষ্টান্ত জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে—সে ছবি স্বর্গের দেবীর ছবি ধুয়ে মুছে যাবার মত নয়। যিনি সে ছবি এঁকেছিলেন, সেই জননীর জননী, বিধানজননী তাঁর এই কন্যাকে তাঁর নতুন পরিবারের ভেতর স্থান দিন!

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সরলা সেন

(২)

Peace Cottage,
84, Upper Circular Road,
18 September, 1928.

ভাই নির্ভর,

সিম্‌লে গিয়েই প্রথম চিঠি তোমাকে লিখি। তারপর বিঘ্নে বেড়িয়ে পড়ল। চিঠি লেখা ও পড়া দু'ই বন্ধ হ'ল। যা হোক, এখানে আসাও তোমার জন্যে, তাই স্কুলের মেয়েরা যে উৎসব কল্লে, তা যে দেখতে পেলাম, তার জন্যে কৃতজ্ঞ। আমার ভাইয়েরা উৎসব কল্লে আরও কৃতজ্ঞ হ'তাম। যাবার সময় যে ষ্টেশনে প্রিয়বাবু টাবুকে পাওয়া গিয়েছিল, সেও আনন্দের বিষয়। তুমি যে নিশেন হাতে পেয়ে বিশেষ কৃতার্থ হ'য়েছিলে, তাতে যেন সব অপূর্ণতা দূর হ'ল। আমিও বাড়ী এসে, একটা তার লিখে পাঠাবার চেষ্টা কচ্ছিলাম। জাহাজের নামটা ঠিক সময়ে পেলে, বোধ হয়, জাহাজ মাদ্রাজ ছাড়বার আগে তুমি তা পেতে। ভাবটা যে রকম প্রথমে প্রকাশ হয়েছিল, তা pencilএর draftটা প'ড়লে দেখতে পাবে। Port Saidএ যদি এই চিঠি পাও তা'হ'লে বড় মহারাণীকে একখানা চিঠি লিখবে, কিন্তু আজ মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের দিন। কুচবিহারে শ্রাদ্ধ গিয়েছেন। ১৭ বছর আগে এই দিনে Bexhillএ সমুদ্রের ধারে যা হয়, তা কিছু কিছু মনে আছে। তার দু'বছর পরে তাঁর ছেলে রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ চলে গেলেন। সেও এই সেপ্টেম্বর মাসে। তার পরের বছরেই গরমের সময়ে লক্ষ্ণৌয়ে

সজ্য হ'ল। "মোহ মায়া ঘুচে গেছে, অশ্রুজল মুছে ফেলেছে" সেত মহারাণীরই গান। তুমি এবারেও sea-sick হয়েছ কিনা, বোধ হয় এর পরের চিঠিতে জানতে পাব। French Steamerএ Library কি রকম? ইংরেজী বই আছে ত? আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ

(৬)

84, Upper Circular Road,
11 Oct. 1928.

ভাই নির্ভর,

এবার তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি। তুমি সেই Madras থেকে যা লিখেছিলে, তারপর তোমার কোনো চিঠি না পেলেও, প্রতি Mail এ তোমাকে লিখতে চেষ্টা করেছি। আজকের এ চিঠি যদি নিয়ে যাবার লোক পাই, তা'হ'লে প্রত্যেক Mailএ লেখাও হয়েছে।

এই যে সপ্তাহ গেল, এর ভেতর বুড়োর দিদি প্রতিভার মাব আদ্য শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানটীতে তুমি থাকলে বেশ হ'ত। স্বামী হারিয়ে, অল্প যা কিছু শিখেছিলেন, তাই দিয়ে কানপুরে গিয়ে মেয়েদের স্কুলে পড়িয়ে, শেষে সেখানকার লোকদের এমন প্রিয় হলেন। রোগের সময় এত লোক সেবা করবার জন্য পেলেন—রোগ উৎসবে

পরিণত হয়, মৃত্যুও তাই, ভাবলে চোখে জল আসে। এখানে থাকলে কি হত জানিনে। আমারত দুতালায় উঠতেই হাঁপ ধরে। সেদিন তেতালায় উঠে উপাসনা করে এলাম। ধনীর "পরলোকের সন্ধান" দেখেচ কি? তাই থেকে "দুঃখবেদ" সম্বন্ধে কিছু পড়লাম। ও বইটাত এতদিন পরে ছাপা হল। এখন Behold the Manটী ছাপা হলে যে বাঁচি। সিদ্ধেশ্বর বাবু সে বিষয়ে সাহায্য করবার জন্যে এখানে এসে এইখানেই আছেন। এখন যামিনী বাবুকে ডেকেও পাওয়া যাচ্ছেনা।

আজ অনুকূলের বাবার দিন ছিল। নবদেবালয়ে তিনি স্ত্রী ও পিসিমাকে নিয়ে এসেছিলেন। উপাসনা আমাকেই কত্তে হল। তারপর Budge Budge Road এ গিয়ে তোমার সুচারু মাসিমার মেয়ের জন্মদিনের উপাসনা করে এলাম।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী নির্ঝরপ্রিয়া ঘোষ

(৪)

ব্রহ্মমন্দির—মুঙ্গের,

১লা বৈশাখ,

New Year's Day

1924

ভাই ধনী,

আমি এখন ও এখানে আছি—আজ সকালে নববর্ষের—উপাসনা হয়—দুচার দিন আগে তোমার একখানা চিঠি কলকাতা

থেকে redirected হয়ে এসেছে—তোমার কাঞ্চির (কন্যার) জন্যে তোমার প্রাণ কি রকম করে—সেই রকম কত মার প্রাণ তাঁদের কাঞ্চির জন্যে করে—তা কি দেখতে পাও? তুমি যে তোমার বাবার উপদেশাদি থেকে সান্ত্বনা-বাক্য সংগ্রহ করেছ—সে কি দু এক জনের জন্যে, না লক্ষ লক্ষ লোকের জন্যে? যদি অনেকের জন্যে হয়, তা'হ'লে তুমি কি ঘরে বসে থাকতে পার? শোকার্ত্ত মারা যে তোমায় ডাকবেন—তাঁদের কাছে গিয়ে—সান্ত্বনা দিয়ে আসতে হবে—না? দশ বছর আগে যখন সঙ্ঘ হয়েছিল, তোমার দিদি ও সেজদি তাঁদের টাটকা শোকের পর যে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। সঙ্ঘের পর ভগ্নীদল লয়ে, ঘরে ঘরে, পরিবারে পরিবারে গিয়ে কত সান্ত্বনা দিতে পেরেছিলেন, একটা নূতন সেবার পথ তাঁদের কাছে খুলে গেল। তাই তো তোমার দিদিদের বার বার বল্‌চি—আবার সঙ্ঘ না হলে, সব মৃতপ্রায় থাকবে; তাই এই Good Fridayতে এখানে সঙ্ঘ করবার কথা বলে আর উচ্চবাচ্য নেই। এখন তোমরা পাঁচ বোনে মিলে, নূতন সেবিকাদল হয়ে, বাবার কাছ থেকে যা পেয়েছ, তা কিছু কিছু সকলকে দিয়ে গেলে, তবে ত পরলোকে গিয়ে জিজ্ঞেস কল্লে উত্তর দিতে পারবে? তারপর তোমাকে যে মা আনন্দধ্বনি করে পাঠিয়েছেন—তোমার আনন্দের জোরে Wyllieর শরীর মন দুই ভাল হবে। Bahaiদের কথা কিছু কিছু শুনেছ বোধ হয়; আমাদের লজ্জা দেবার জন্যে তাঁদের দিয়ে বিধাতা কত কি করে নিচ্ছেন। সম্প্রতি তাঁদের এক খানা নূতন বই বেরিয়েছে, তুমি আনিয়ে পড়ো—"Bahaullah and the New Era" তার

একটা chapterয়ে "Health or Healing" থেকে কিছু তুলে দিচ্ছি—"Joy gives us wings. In times of Joy our strength is more vital, our intellect keener. But when Sadness visits us our strength leaves us." (Abdul Baha) p. 99. Of a form of mental healing he writes that it results "From the entire concentration of the mind of a strong person upon a sick person, when the latter expects with all his concentrated faith that a cure will be effected from the spirited power of the strong person, to such an extent that there will be a cordial connection between the strong person and the invalid. The strong person makes every effort to cure the sick patient and the sick person is confident of receiving a cure. From the effect of these mental impressions an excitement of the news is produced and this impression and this excitement of the news will become the cause of recovery of the sick person." তোমার স্বামী তোমার আনন্দের গুণে শরীর মন দুই ফিরিয়ে পেলে, কত শত স্ত্রী নতুন সেবার পথ দেখতে পেয়ে, সেই পথে চলে কত কত স্বামীর নবীন আনন্দের কারণ হবে—এমনই করেই ত নববিধানের জয় হবে। এবার নববর্ষে এই পথ দেখিয়ে তুমি এগিয়ে চল, তুমি ও বাঁচবে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে

কত ভগ্নী বেঁচে যাবে। সাধু সুন্দর সিংহের কথা শুনেছ কি? তাঁরও সম্বন্ধে একখানা নতুন বই বেরিয়েছে, তা আনিয়ে দেখো। এই দুই আনা বইয়ের author ও publisherদের নাম আলাদা এক আনা কাগজে লিখে দিচ্ছি, ওখানে যদি পাওয়া যায় ভাল, তা না হ'লে যামিনীকে কল্‌কাতায় লিখলে, তিনি Thacker কি Newmanদের কাছে যদি থাকে, পাঠিয়ে দিতে বলবেন। এখান থেকে, বোধ হয়, Good Fridayর ছুটির পর কলকাতায় ফিরব। এর আগে তোমাকে যে চিঠি লিখে ছিলাম, সেই সঙ্গে তোমার শাশুড়ীকেও মাঘোৎসবের দানের জন্য লিখেছিলাম—শুনলাম, তাব আগেই তাঁর দান পাওয়া গিয়েছে।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

কুচবিহার

১১ই মে, ১৯১৫।

ভাই সরলা,

আজকাল কেমন আছ? পরশু আমার মা'র দিন—কলকাতায় থাকলে, বুড়ীর ওখানে ঐ দিনে উপাসনাদি হয়—এবার বুড়ী কি করবেন জানিনে—আমি বিনয়কে লিখেছি, যদি তিনি ইচ্ছে করেন, তা হ'লে উমানাথ বাবু কিংবা কান্তিবাবু মহাশয়কে উপাসনা কর্ত্তে

অনুরোধ কর্ত্তে পারেন—আর এক হ'তে পারে, তুমিই যদি উপাসনা কর—সে কথা বিনয়কে লিখিনি। যা হোক, ঐ দিনে তোমাদের কাছে পেলে, কিছুও যদি না হয়, দু' একটা গান শুনলেও বুড়ীর ভাল লাগবে। বাড়ীর সকলে ভাল ত? জিতু কোন্ আপিসে বেরোচ্ছেন? সত্যেন্দ্র, ইন্দিরা তাঁদের খুকীকে নিয়ে ভাল আছেন ত'? ভগবান্ তোমাদের সকলকে কুশলে রাখুন!

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সরলা সেন

(৬)

40, Ekbalpore Road,
Calcutta. 22 January '15.

প্রাণাধিক,

"Lord, now lettest thou thy servant depart in peace; for mine eyes have seen thy salvation." ঠিক এই কথাগুলি যামিনীকে বলার দুদিন পরে তোমার চিঠি পাই—বোধহয়, অমি যখন বলছিলাম, তখনই তুমি তাই ভাবছিলে! যামিনীকে তোমার চিঠির জবাব দিতে বলেছিলাম—আশীর্ব্বাদ দিয়েছেন।

তোমার

নালুমামা

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র রায়

(৭)

58, Elliot Road,
Calcutta, 8 March, '13.

শ্রীচরণেষু,

দেবেনের বাড়ীতে বসে লিখচি—এইমাত্র Boarding থেকে নীলমণিকে **telegram** করে এলাম—যে এই খানে কাল সকালে ৯টার সময় শ্রাদ্ধ হবে—১লা মার্চ্চ মেজখুড়িমা গিয়েছিলেন—১লা মার্চ্চ গৌরবাবু গিয়েছেন—আবার ১লা মার্চ্চ আর একজন প্রিয়জন গেলেন। এর আগে নীলমণিকে আর তোমাকেও যে চিঠি লিখেছি, তা বোধ হয় পেয়েছ—তোমার পোষ্টকার্ড পেয়েছি—মেজদাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, আজ এই পর্য্যন্ত।

স্নেহের
নালু

নববিধান সাধক স্বর্গীয় ললিতামোহন রায়

(৮)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা, ১২ই সেপ্টেম্বর।
1912

ভাই ধনী,

সেদিন দার্জ্জিলিঙ্গ থেকে চার খানা চিঠি পেলাম—তিন খানা তোমার তিন দিদির, বড়, মেজ, সেজ—তার দু'দিন পরে যখন মণিকার চিঠি পেলাম তখন ভাবলাম এইবার ধনীর কাছ থেকে চিঠি পেলে, পাঁচ দিদির কাছ থেকে পাওয়া হবে, মণিকাকে তাই লিখলাম। তোমাকে এর আগে একখানা চিঠি লিখে ছিলাম, পেয়েছিলে ত? সেদিন যখন তোমার বিরে মামার

"God-man Keshub" পেলাম, তখন তোমাকে মনে পড়ছিল; তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল, মনে আছে? বিয়ে মামার বইখানির ছাপা ভাল, কাগজ ভাল—অন্যান্য লোকের কথা ও লেখা থেকে যা তুলে দিয়েছেন, তাও বেশ; কিন্তু তিনি যা লিখেছেন, তা মনে হয়—না লিখলেই ভাল হ'ত। তুমি কি বইখানা দেখেছ? তোমার কি মনে হয়? তোমায় যে কত কথা জিজ্ঞেস কর্ত্তে ইচ্ছা হয়, সে সব কথা কবে শুন্‌ব? তোমরা সব আবার কবে কলিকাতায় আসবে? আস্‌ছে সপ্তাহে আমাকে বোধ হয় কুচবেহারে যেতে হবে। স্বর্গীয় মহারাজার পরলোকগমনের সাম্বৎসরিক ১৮ই হবে। তোমার দিদি দার্‌জিলিং থেকে বোধ হয় পরশু রওয়ানা হবেন, আমি সম্ভবতঃ সোমবারে এখান থেকে ছাড়ব, বুধবারে কাজ। তোমরা সকলে এ সময় এক জায়গায় থাকলে যে রকম হ'ত, তা আর হবেনা। তোমার দিদি আসচেন দার্জ্জিলিঙ্গ থেকে, মণিকা এখানে, তুমি ওখানে; তোমার দিদি ও ভাইয়েদের মধ্যে তোমার মেজদা, তা ছাড়া, বোধ হয়, তোমার ভাই-বোন্‌দের ভেতর আর কাউকে পাওয়া যাবে না। এই প্রথম সাম্বৎসরিক, একটু ভাল করে' না হ'লে কি ভাল লাগবে? আমার ও যেন কেমন একলা একলা মনে হচ্ছে। যা হোক, নতুন মহারাজার উৎসাহ থাকলে, অনেক অভাব পূর্ণ হবে। আশা করি, তোমাদের সংসারের খবর ভাল, ভগবান্ তোমাদের সকলকে কুশলে রাখুন।

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(৯)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা
১৫ই মার্চ্চ।

শ্রীচরণেষু,

শোকে এক একবার মনে হয়, ভাল করে' কাঁদবার বুঝি সুযোগ পাওয়া যায় না। কেবল কাঁদলে যদি চল্‌ত, কাঁদা যেত—কিন্তু সংসারের কাজ বন্ধ করে' কতক্ষণই বা কাঁদা যায়? কত বিষয়ে বন্দোবস্ত কর্ত্তে হবে—কোন কোন বিষয়ে তাড়াতাড়ি দরকার, কোন কোন বিষয়ে ঝঞ্ঝাট এত, মনে হয় যে, শোকের সময় এ সব বিষয়ে ভাবতে না হ'লে ভাল হত; কিন্তু যখন ভাবতেই হবে, মনে হয়, কে যেন নিষ্ঠুরতা কচ্ছে। এই রকম মনে হয় বলেই, শোকের অবস্থার পরীক্ষাগুলিকে বিশেষ পরীক্ষা জেনে, বিশেষ ভাবে ভগবানের কাছে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যেতে হয়। সে সময় যত গাইতে পারি—"কার মা এমন দয়াময়ী, আমাদের মা তুমি যেমন, সঙ্গে থাক দিবানিশি, চোখের আড়াল হওনা কখন। পরীক্ষার অনল জেলে, আপনি তাহে দাও মা ফেলে, আবার আপনি দাও তার উপায় বলে', যেরূপে বাঁচে জীবন"।—ততই নবজীবন পাই। আমার যত লিখতে ইচ্ছে হয়, লিখতে পারিনে, তোমার যত লিখতে ইচ্ছে লিখতে পার না—কিন্তু ঐ গান গাইতে গাইতে আমাদের ইচ্ছে পূর্ণ হয়। তোমার দুখানি চিঠিই পেয়েছি। গেল রবিবারে দেবেনের ওখানে উপাসনা হ'ল—প্রচারক মহাশয়দের ভেতর

কালীবাবু ও মহিমবাবু ছিলেন, তা ছাড়া স্থরেনের মেজদা সপরিবারে ছিলেন, রাজা (নিবারণ বাবুর ছেলে) ও কমলিনী ছিলেন, স্থটু ও বিনয় ছিলেন, আর স্থধার ভাই ও বোন ছিলেন, আর বোধ হয়, কেউ ছিলেন না। গৈরিক ও আসন ১৫ খানা করে' হয়েছে—প্রচারক ও সাধকদের দেবার কথা হয়, কালীবাবুকে দেওয়া হয়েছে। এত দিন বাকীগুলি দেবেনের ওখানে ছিল, আজ আমার কাছে এল। তোমাদের ইচ্ছে কি জানিনে, তার জন্যে অপেক্ষা করব কি ? না যাঁদের ঠিক করা হয়েছে, তাঁদেরই দেব ?

স্নেহের

নালু

নববিধান সাধক স্বর্গীয় ললিতামোহন রায়

(১০)

ভাগলপুর

৫ই সেপ্টেম্বর।

ভাই ধনী,

কলকাতা থেকে ৪।৫ দিন আগে একখানা চিঠি লিখেছিলাম, পেয়েছ কি ? সেখান থেকে এখানে এসে এখান থেকে মাধীপুরের একটা শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া শেষ করে, আবার কলকাতা ফিরছি। মাধীপুরে রাজির মৃত্যু-সংবাদ পেলাম। তোমার কাছে তোমাদের সঙ্গে সমবেদনা অনুভব করবার লোক বেশী কেউ আছেন কি ? তুমি রইলে রেঙ্গুনে, মণিকা দার্জিলিঙ্গে, তোমার সেজদি আবুতে, তোমার সেজদা বিলেতে, মেজদা জাহাজে, ভোঁপল কলকাতায়,

একসঙ্গে নিয়ে যে শোক করবে, তার জো নেই। তবে যিনি সকলের অন্তরে থেকে সান্ত্বনা দেন। আশা করি, সকলে তাঁকে ডাকব। তোমার নিজের শরীর কেমন? Wylie ভাল আছেন ত? ছেলে-পিলেরা ভাল? ভগবান্ সকলকে কুশলে রাখুন।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(১১)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা

২২শে এপ্রিল

ভাই সুচারু,

কাল যামিনীর চিঠি পেলাম—তিনি লিখেছেন—"The News of Mourbhanj came as a great shock. Now that I know the Maharani personally, the grief has brought on a sense of personal loss. I feel for her, feel with her. May she find consolation in the constancy of her heart's devotion and in the consciousness of that invisible *bond* of which God Himself is the link!"

তোমার চিঠি আজ পেলাম, এখানে কেন রয়েছি যোগানন্দকে লিখেছি (আগামী পূর্ণিমাতে বুদ্ধদেবের জন্ম, নির্ব্বাণ ও পরিনির্ব্বাণের উৎসব--ভাবচি, সে পর্য্যন্ত এখানে থাকি। আজ

"শাক্য-সমাগমে" পড়লাম—"মনুষ্যের রোগ, জরা, মৃত্যু দেখিয়া, বুদ্ধদেব বলিলেন, আর জীবের দুঃখ সহ্য করিতে পারি না। যাহাতে এ সকল দুঃখ নিবারণ হয়, তজ্জন্য আমি প্রাণ দিব, আমি মৃত্যুঞ্জয়কে দেখিব, আমি দুঃখ, কষ্ট, রোগ ও মৃত্যু নিবারণের মন্ত্র অন্তরে সাধন করিব।" তাঁর সঙ্গে যোগ সাধনা করিবার এই সুসময়।

আশা করি, ধ্রুবেন্দ্র জয়তী ও আর সকলে ভাল আছেন।

তোমাদের

নালুদা

মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী

(১২)

কলিকাতা,

২১শে জানুয়ারী।

প্রিয়তমেষু,

তোমার মা একদিন ছিলেন, এখন নেই। তোমার ত খালি খালি বোধ হবেই। আমরা এখানে উৎসব কচ্চি, তুমি ওখানে একলা পড়ে আছ, তা ভেবে ত কষ্ট হবেই ; তবে কষ্ট থাকবে না। একলা একলা মনে হওয়া সেও খানিক ক্ষণের জন্য—তাই নয় কি? খুব জোসে গান কর, প্রার্থনা কর, একলা একলা উপাসনা কর, আমরা তোমার সঙ্গে যে আছি বেশ দেখতে পাবে, যাঁর মত মা আর কেউ নেই। তিনি কোন ছেলেকে কখনো একলা ফেলে পালান না। তিনি তোমার সর্ব্বস্ব হোন্।

তোমার

নালুদা

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ

(১৩)

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির,
সিমলে।
৩০শে জুলাই, ১৯২৯।

অখিলদা,

আজ ফকিরদাসের স্বর্গারোহণের দিন স্মরণ করে আপনাকে নমস্কার করি অমরাগড়ীর সেই দলের ভেতর আপনাকেই দেখতে টেখতে পাই—আবার সেই দল সহ ফকিরদাসকে কীর্ত্তনে মত্ত দেখতে কার না ইচ্ছে হয়? আজ ভোরের বেলায় তাই ঐ গানটী বিশেষ করে মনে এল, "হরি হরি বলে দুই বাহু তুলে"—এ চিঠি আপনি কোথায় পাবেন জানিনে—যদি অমরাগড়িতে পান, সেখানকার যে ক'জন ভাই বোন মিলে আজকের উৎসব করবেন, সকলকে আমার নমস্কার দেবেন, আর বিশেষ কি পেলেন জানাবেন। যদি কলকাতায় পান, ওখানে কা'কে কা'কে যোগ দিতে পেলেন—কোথায় উপাসনা হ'ল যেন জানতে পাই।

আপনাদের
নালুদা

শ্রদ্ধেয় ভাই অখিলচন্দ্র রায়

গৃহ-পরিবার

(১)

C/o Dr. P. N Chatterji,
Patna,
১০ই জানুয়ারী, ১৯২৯।

ভাই সরলা,

জন্মদিনে তোমার যে উপহার পাই, তার জন্যে আলাদা করে' কৃতজ্ঞতা জানানো হয় নি—তখন দাসুর ওখানে ছিলাম—এখন পরেশ বাবুর এখানে আছি, সেখানে খুব সেবা পেলাম—এখানেও খুব পাচ্ছি—সব কৃতজ্ঞতা কি একদিনেই স্বীকার করা যায়? না গেলেও কাল যদি এ চিঠি পাও, ঠিক দিনেই পাবে—পুরাণোর সঙ্গে নতুন দানের জন্য কৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ কর।

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সরলা সেন

(২)

C/o. B. K. Niyogi, Esq.,
Hazaribagh,
20. 4. '29.'

প্রিয়তমেষু,

তোমার কাছ থেকে চিঠি পত্তর এদিকে এসে পর্য্যন্ত পাইনি—সেদিন তোমার বাবার একখানা চিঠি পেয়েই জবাব দিয়েছি—তা আশা করি, তিনি ঠিক সময়ে পেয়েছিলেন। নববর্ষের সময় সতু এসেছিলেন—তাঁর কাছ থেকে তোমাদের খবর পেলাম। শুনলাম,' রাজকুমারের বাবা এর ভেতর পরলোক গমন করেছেন—সে খবর তো কেউ দেয় নি? তোমার সেজকাকার ছেলেদের খবর

ভাল ত? নসু কি গরমের ছুটিতে কলকাতায় এসেছেন? আমার খবর মোটের ওপর মন্দ নয়—এখন দুধ ও ফলের ওপর নির্ভর করি—তা'তে ভালই বোধ হ'চ্ছে। টুলি ওখানে আছেন ত?

তোমাদের
ছোটকাকা

শ্রীমান্ বিজনকুমার সেন

(৩)

Himalaya Brahma Mandir,
Secretariat P. O.
Simla, 15 June, '29.

ভাই সরলা,

এখানে কাগচি নেবু আজকাল পাওয়া যায় না—তুমি তা পাঠিয়েছ—আমসত্ব পাওয়া যায় শুনছি কিন্তু তুমি যা তৈয়ের করে' পাঠিয়েছ সে রকম নয়—ভাজা মসলারও candidates আমি ছাড়া আরও কেউ কেউ আছেন—সুতরাং এই সব জিনিষ গুলির জন্য অনেকের কৃতজ্ঞতা নাও।........চিঠিতে যে একটি ভাবনার খবর দিয়েছ তার পর ভাল খবর চাই বেচারা মীরা এমনি তো মাঝে মাঝে ভোগেন, আবার দিল্লী থেকে আনিয়ে operation করানো দরকার হবে? অজয় তাঁকে নিয়ে কোথায় উঠেছেন?

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সরলা সেন

(৪)

দেরাদুন

১১, ১০, ২৯।

ভাই সরলা,

আবার মনে ক'রে এত রকমের খাবারের জিনিষ পাঠিয়েছ, তার জন্যে অনেক কৃতজ্ঞতা নাও। কাগচি লেবু, বাতাবি লেবু, মুড়ি, মসলা সব পেয়েছি—খওয়াও কিছু কিছু হয়েছে। জিতুরা কাল মসুরী থেকে ফিরে আজ হরিদ্বারে গিয়েছেন—আজই ফেরবার কথা। জ্যোতিলালের বাড়ীতে আরও অতিথি এসেছেন। এ দুদিন সন্ধ্যার উপাসনায় তাঁদের সকলকেই পাওয়া গিয়েছে—দুদিন পরে বোধ হয় আবার খালি হ'য়ে যাবে। আমাদের তো এলাহাবাদে যাবার কথা—তোমাদের ওখানে পূজোর ক'দিন কি হচ্চে ?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সরলা সেন

(৫)

রাজবাড়ী,

কুচবিহার,

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯১৬।

ভাই সরলা

জামার পকেট ঠিক করে' দিলে, পথে কাজে এল—মণিকা যে সন্দেশ রসগোল্লা সহ লুচি তরকারী দিলেন, তার প্রায় সবই উদরস্থ

হ'ল। সান্তাহার থেকে লালমণিরহাট আসতে রাস্তায় যে শীত হয়েছিল, তা তোমার দেওয়া সেই সুন্দর বালাপোশেই কেটে গেল। জিতু যে মোজা নতুন এনে দিয়েছিলেন, তা লালমণিরহাটে পরে' এখানে এলাম। তুমি, তোমার ছেলে, তোমার মেয়ে সকলেই কিছু না কিছু দিয়ে বিদেয় দিলে। আর জ্ঞানবাবু লুকিয়ে লুকিয়ে ষ্টেশনে এসেছিলেন। এই সবের ফলে আমার খুব আরামে এখানে আসা হ'ল—এখানে এসে দেখছি রাজবাড়ীর ঘরগুলো মেরামত করে' নতুন হয়েছে—তার ভেতর একটা ঘর আমার জন্যে—আমি সেই ঘরে দেখছি ব্যবহার করবার তোয়ালে চাদর সব ধোপ—লেখবার কাগজ, খাম, পেন্সিল, কলম, কালি সব যেন এইমাত্র দোকান থেকে নিয়ে এল—সকলেই ভাবচে আমি কতদিন না থাকব—আমি যে এর ভেতর কালকেই পালাবার কথা ভাবচি তা অল্পে অল্পে জান্‌তে দিচ্ছি—দেখি কি হয়?

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী সরলা সেন

(৬)

20, South Hill Park Gardens,
Hampstead,
London, N. W.
১৪ই আগষ্ট, ১৯১১।

প্রাণাধিকাসু,

আজ তোমার দিদির বিয়ে—তোমার খুব আনন্দ হ'চ্চে ত? এ চিঠি যখন পাবে তখন হয়ত দিদি তোমাদের কাছে নেই—

তুমি দিদিকে ছেড়ে কি রকম আছ? মনে হ'চ্ছে হয় ত বা দিদির সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে গিয়েছ—যদি দিদি দূরে থাকেন তাহলে তাঁর সঙ্গে চিঠি লিখে অলাপ করবার সুযোগ পেয়েছ চিঠি লেখ ত? তুমি আজকাল কি পড়ছ? একটু একটু রামায়ণ পড় কি? আমাকে কত দিন খাওয়াও নি—মনে আছে? আবার কবে খাওয়াবে?

তোমার

নালুমামা

শ্রীমতী মণিকা গুপ্ত

(৭)

৮২নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা,

৮ই ডিসেম্বর, ১৯০৪।

শুভাশীর্ব্বাদ,

কই চিঠি কই? কালে-ভদ্দরে এক খানা চিঠি লিখলে আমি তাতে সন্তুষ্ট হ'তে পারিনে। সপ্তায় অন্ততঃ দুখানা চিঠি তোমার কাছ থেকে আসা উচিত—আমি যদি নিয়মমত না লিখতে পারি আমাকে অপরাধী জেনে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করা উচিত।

কাল সকালে এখানে উপাসনার সময় বলছিলাম "মন যদি সবল হয় শরীর কেন দুর্ব্বল হবে?" মনছাড়া যে শরীর, তার বিষয় ডাক্তারেরা ভাবুক—আমাদের ভাববার দরকার নেই। আমরা উপাসনার সময় যদি জীবন্ত ঈশ্বরের ভেতর গিয়ে পড়ি

তাহলে তাঁর পূণ্য প্রেমে সঞ্জীবিত হয়ে আস্‌ব ত ? তাই জিগ্‌গেস্‌ করি তোমাদের উপাসনা কেমন হচ্ছে ? রোজ হচ্চে ত ? কোন সময়ে হয় ? সন্ধ্যাবেলায় কিছু হয় কি ? আমার মনে হয় **meditation** এর জন্য আধ ঘণ্টা সময় রোজ রাখা উচিত—সেটা সন্ধার সময় হ'লেই ভাল। আজকাল্‌কার দিন নানান্‌ রকম গোলমালে পূর্ণ—তার ভেতর ভগবানের নাম গান করা অনেক লোকেরই হ'য়ে উঠে না—তোমরা যেন তাদের ভেতর না হও। তোমাদের ও তোমাদের ছেলেপিলের ভেতর জীবন্ত ব্রহ্ম আপনার পুণ্যপ্রেম নিয়ে প্রবেশ করুন আর তোমরাও তাঁর ভেতর প্রবেশ করে সরল, সবল্‌, সতেজ ও সরস হও !

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

নালুদা

পূঃ—উমাপ্রসন্নের স্ত্রীর সঙ্গে কি আলাপ হ'য়েছে ? তাঁকেও তোমার কথা জিগ্‌গেস্‌ কচ্ছি।

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

(৮)

বাঁকিপুর,

৩রা এপ্রেল, ১৯০৭।

মা,

এবারে কল্‌কাতায় উৎসবের সময় তুমি ছিলেনা—আমি তোমার অভাব সময়ে সময়ে অনুভব কচ্ছিলাম—বিশেষ ব্রাহ্মিকা উৎসবের দিনে 'মা' বলে যখন ডাক্‌ছিলাম তখন তুমি কোথায়

ছিলে? আমার জন্মদিনে যে চিঠি লিখেছিলে তার জন্যে লিখে কৃতজ্ঞতা জানাই নি—তা ছাড়া আরও কত কি লেখবার ইচ্ছা ছিল, লিখতে পাল্লাম কৈ?

এখানে হামিদার শ্রাদ্ধোপলক্ষে এসে, গাজিপুরের উৎসব করে, অবার এখানে হ'য়ে কল্‌কাতায় যাচ্ছি—সেখানে গিয়ে তোমাদের খবর পাব ত? আমায় মনে হয় তোমাদের বিশেষ ব্রত নিয়ে ধর্ম্মজীবন গড়বার সময় এসেছে—নিজেরা, ছেলেরা বিধানের দেবতাকে জীবনে বিশেষভাবে স্বীকার কর্‌বে না কি?

উমাপ্রসন্নের বাড়ীর খবর কি? তাঁর স্ত্রীকে লিখতে ইচ্ছে হচ্চে।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

নালুদা

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

কেশবচন্দ্রের পরিচয়
ও
তাঁহাকে গ্রহণ

(১)

C/o. H. D. Chatterjee, Esq.,
Museum Road,
Patna,
২০শে নভেম্বর, ১৯২৮।

পরশু রবিবার সকালে তোমাকে চিঠি লেখবার কথা মনে হচ্ছিল, যদি তখুনই লিখতে চেষ্টা কর্ত্তাম, হয়ত দু'চারটে কথা লেখা হ'য়ে যেত—সে দিন, সমস্ত দিনেও লেখা হ'ল না। কাল ভোরে অন্ধকার থাকতে যখন মাতৃস্তব কচ্ছি, তার ভেতর বিশেষ করে' তোমাকে মনে হ'ল। যে জন্মদিনে মনে হ'ল, তার সঙ্গে তোমার বিশেষ যোগ আছে, না? এবার পাহাড়ে গিয়ে তার নতুন পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। প্রতিদিনের উপাসনায় ভাবের ভাবুকরূপে পাওয়া যাওয়া কি যেমন তেমন সৌভাগ্য? .....

কালকের উপাসনাদির ভেতর আর একজনের কথা বিশেষ করে' মনে হ'ল—এ দু'জনেই যে আমাকে ভুলে যান নি, তা কালকের চিঠিগুলিতে, আর আজকের telegramএ এক রকম টের পাওয়া গেল। চিঠির মধ্যে একখানি তোমার হাতের লেখা, দু'খানি তোমার নির্ভরদির হাতের লেখা মনে হ'ল—এখনও খুলে দেখা হয়নি। telegramটি আজ সকালে যখন অবিনাশের সঙ্গে কথা কচ্ছি, তার ভেতর এল। তার পর বিপিন পাল, অখিল বাবু প্রভৃতি এসে পড়লেন—তখন আর খোলা হ'ল না, খাওয়াদাওয়ার পর পড়া হ'ল। "সেই সাধু সনে নিগূঢ় বন্ধনে হ'য়ে থাকি যেন

একপ্রাণ"—তাঁর সঙ্গে একপ্রাণ হ'য়ে কতজনকে যে প্রাণের ভেতর পাই, তাই নিয়ে আমাদের প্রসঙ্গ চাই—সে প্রসঙ্গে তোমাকে যেমন পাই, এমন আর ক'জনকে ? এখন যখন গাই "বিদেশে প্রবাসে আর কত দিন, বেড়াইব পথে পথে যেন পিতামাতা হীন; আহা বাড়ী গিয়ে মা'র হাতে, ভাই ভগিনীর সাথে করিব অমৃতপান পরম আনন্দ মনে" সেই প্রার্থনাই ত পূর্ণ হয় ? "সেই সাধু সনে পাণে প্রাণে" মেলা মানে নববিধানের নতুন প্রাণ পাওয়া—সেই নতুন প্রাণের ভেতর যে সব নতুন প্রার্থনা (Prayers) উঠছে, মা'র নতুন অঙ্গীকার (Promises) পাওয়া যাচ্ছে, নতুন ভবিষ্যদ্বাণী (Prophecies) শোনা যাচ্ছে, তা কি ভাবে, কি আকারে, কত রকমে পূর্ণ হচ্ছে তা দেখবার চোখ যেন তুমি, আমি, আমরা সকলে পাই !

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

(২)

পাট্না,

১৩ই নভেম্বর,

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

ভাই নির্ভর,

এ বছরে এই দিনে এখানে তোমাকে বিশেষ করে মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক নয় কি ? গেল বছরে এই দিনে লক্ষ্ণৌয়ে কি হয়েছিল তা কি মনে নেই ? সেখান থেকে এই মাত্র দু'খানা নেমন্তন্ন Cards পেলাম। সেই মন্দিরে Gathering of Brothers

and Sisters হবে, আমি সেই প্রার্থনা এখানে পড়ছি। এই বাঁকিপুরে প্রকাশ বাবু থাকতে যে উৎসব এই উপলক্ষে হ'ত তার, কিছু এখন দেখতে পাচ্ছিনে—কলকাতায় কি হ'চ্চে না হ'চ্চে তা জানি নে। কিন্তু সেই পুরাণো প্রার্থনা আজ কত নতুন মনে হ'চ্চে—"ভগ্নীর স্নেহ-ভক্তি-আশীর্ব্বাদে ভাই অমর হইল। ফোঁটা দেওয়ার অর্থ এই যে, তোর এত আদর, তুই উপযুক্ত হ, ভাল হয়ে চলিস্"—এখন তোমাদের সকলের ও প্রত্যেকের বিশেষ প্রার্থনা চাই, যেন আমরা ও আমি বিশেষ ভবে তোমার ও তোমাদের উপযুক্ত হই, ভাল হয়ে চলি।

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ

(৩)

Himalaya Brahma Mandir,
Simla, W. C.,
October 2, 1929.

ভাই সতু,

এবারকার Navavidhanএ Jubilee সম্বন্ধে তোমার লেখা দেখলাম, গৌরী বাবুর লেখাও দেখলাম—ঐ ভাবে লেখার সঙ্গে কথাবার্ত্তাও হ'চ্ছে ত? ও ভাবের ভাবুক কা'কে কা'কে পেয়েছ? বেণীবাবু, বিমল, নাদান, খড়্গ সব তো এখন ওখানেই একসঙ্গে উপাসনা; ঘন ঘন দেখা শুনা, যা কথা হয় তা কাজে পরিণত করা, তাইত Jubilee! এ Jubilee অনেক বছর থেকে আরম্ভ হয়েছে—

এবার যেটা হবে, সেটা যা'তে ভেতরে ভেতরে ভাল ক'রে হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বাইরে যে সব কাজ হবে তার ভেতর ছাপাবার অনেক কিছু আছে--সে সমুদ্র সমান বল্লেও হয়। উপস্থিত যে বই খানা ছাপা হচ্চে সেটাও শুধু বই নয়, শুধু ছাপাও নয়—Behold the Man ভেতরে ভেতরে পাঁচ জনে মিলে সাধন ক'রে বাইরে তা কত আকারে প্রকাশ করা যায় দেখাতে হবে। যেখানে পাঁচজন নববিধানের ভাবে মিলে উপাসনা প্রসঙ্গাদি করবে, সেইখানে সেই মনের মানুষটিকে দেখে আর পাঁচ জনকে দেখাবার ইচ্ছে হবে—এ স্বযোগ কলকাতা ছেড়ে পাটনায কিছু কিছু পেয়েছি—তারপর হাজারিবাগে—তারপর দেরাদূনে—এখন এখানে পাচ্ছি—এখানে ও দেরাদূনে—ও—কে পেয়ে Behold এর কাজই কিছু কিছু হচ্চে—ওখানে যে যামিনী Behold এর দ্বিজদাস বাবুর বই খানার proof দেখছিলেন সে কাজ আমার সঙ্গে আরও ভাল ক'রে এখান থেকে হ'তে পারে—তাই পরশু তোমাকে Proofs পাঠাবার জন্ত telegram করেছি—ওখানে তোমরা ত অনেক জন জুটেছ-তার ভেতর থেকে এক আধজন এখানে এলে মন্দ হয় না—খড়্গ ত' এলেন না—তুমি আসতে পারনা কি? নাদানে'র ছুটী তো জুলাইয়ের শেষ পর্য্যন্ত—খড়্গেরও কি তাই? বেণী বাবুরও তো ছুটী হয়েছে? গেল বছরে তিনজনই এখানে এসেছিলেন—এবার যখন ওখানে মিলেছেন Jubileeর কাজ অনেক এগিয়ে দিন না?

তোমাদের
নালুদা

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়

(৪)

দেরাদূন

২১. ৯. ২৯।

"See God face to face" এর জন্য অগণ্য নমস্কার—প্রচার কি রকম হ'চ্ছে? বিধান বিশ্বাসীদের কাছে যেমন পাঠানো দরকার বিধান বিরোধীদেরও কাছে তেমনই—সকলে নতুন করে' এই নতুন যুগের নতুন মানুষটীর বিশ্বাস দেখলে Behold the Man এর কাজই হ'ল—তাই বলি যা ছাপিয়েছেন, তার একখানিও যেন পড়ে' থাকেনা—সব বিলিয়ে দিন. সকলের ঠিকানা জানা আছে কি? কারাচি, হাইদ্রাবাদ, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, সিমলে, নাইনীতাল, প্রভৃতি যেখানে যত "ন" "স" আছেন প্রত্যেকের হাতে যেন এক এক খানা দেখতে পাওয়া যায়। যামিনীর চিঠি কাল পেলাম—কাল পর্য্যন্ত হাইদ্রাবাদে থেকে, কারাচিতে দিন তিন থেকে চলে আসবেন—তর্জ্জমার কাজ এখানে ওখানে যে আরম্ভ হ'য়েছে তা শেষ হ'লে ফল মন্দ হবেনা—আপনারা দুজনে যে ভাবে মাল সংগ্রহ ক'চ্চেন, ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তা ক'ল্লে সামনের বছরে খালি হাতে কাজ ক'ত্তে হবেনা—ভক্তি ও অনুরাগে সহিত লেগে থাকুন. ফলে ফুলে শোভিত বাগান দেখা যাবে।

আপনাদের

"নালুবাবু"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

হাজারিবাগ,
২০শে, এপ্রিল ১৯২৯।

নমস্কার,

আপনার পোষ্ট কার্ড কাল বিকেলে পেয়ে তখুনই তার প্রাপ্তি স্বীকার ক'রেছি—যে সব প্রশ্ন করেছেন তা' পড়ে' আমার Albert Hallএর সেই caseএর কথা মনে হ'ল যে hallটা public hall! কেশবচন্দ্রের জীবনের মূল ঈশ্বর দর্শন, প্রত্যেক নরনারী অব্যবধানে সেই ঈশ্বরকে দেখবেন—এই নববিধান, এও প্রমান কত্তে হবে? তাঁর জীবন তার প্রমাণ—তারপর যদি তাঁর কথায় প্রমাণ খোঁজা হয়, গোড়া থেকে যা বলেছেন তা' পড়লে অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে—নতুন লোকেদের পক্ষে তাই ভাল—পুরাণো লোকদের যদি ভুল ধারণা থাকে, তাঁরাও যদি—নতুন বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে নিজেরা না পড়েন, বিধাতার বিশেষ কৃপায় যে জ্ঞান হয় তা কেমন করে পাবেন? গিরিধিতে যখন সমিতি হয়—নবসংহিতা সম্বন্ধে কথা উঠেছিল, "নবসংহিতা" একখানা লেখা বই এই ভাবে প্রথম আলোচনা হয়। ভক্ত-বিশ্বাসী উমানাথ বল্লেন 'নবসংহিতা' লেখা হবার আগে একজনের সঙ্গে মিলে দশজন ২০।২৫ বছর ধরে' যে আদর্শ সাধন করেছিলেন সে আদর্শ সত্যরূপে প্রমাণিত হ'য়েছে—আমি যে এখনও বেঁচে আছি, এই চিঠি লিখছি সেই আদর্শের জোরে—তাই আপনার প্রশ্নগুলি যে orderএ আছে একটু উল্টে পাল্টে জবাব দিচ্ছি। (৩) "আমি ঈশ্বর কে, দেখেছি" "Faith is direct vision" (True Faith) (1865)

"ভগবানকে দেখিতেছি ইহা হৃদয়ভেদী নূতন, আমি নূতন দেখিয়েছি এই যে, তোমাকে দেখা যায়" (হিমালয়ে প্রার্থনা Vol. II "নববিধানের নূতন")—(1883).

(১) "আমি যা বলি তা ঈশ্বরের কথা"—"আমরা তো বইয়ে কিছু পড়িনি, আমাদের বেদ-শাস্ত্র তোমার মুখে—আমাদের শ্রীমদ্‌ভাগবত তোমার মুখের কথা। একটা কথা ভাঙ্গে এমন কারো সাধ্য নাই। ভক্তের কথা চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষা বড়" (দৈনিক প্রার্থনা ৫ম খণ্ড "রাজ্য স্থাপন")—(1883).

(৮) "আমি তোমাদের গুরু নই" (see page 335 Vol. X আচার্য্যের উপদেশ new edition)—(1881) see also "স্বাধীনতা" in "জীবনবেদ" (1882).

(২) "আমি বলিতেছি বলিয়া গ্রহণ &c &c"—already answered in (৮) but see "Queries and Answers" (1878) and "Prayers" (edition 1884 "No Mediator."

(৪) (৫) (১০) See আমার দলের লোক (দৈনিক প্রার্থনা Vol. VII) "অমিশ্র বিধান গ্রহণ" (Vol. V Ibid).

(৯) "সাধারন সমাজ ও নববিধানে অন্তর্গত" see "আচার্য্যের উপদেশ" (Vol. IX new edition, p. 156) "ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখানকার প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী"—&c. see also "ঈশ্বরের শত্রু" and "উপকারী শত্রু" (Vol. X same).

(৬) "দুজনও যদি যথার্থ ভাবে &c. &c." see prayer "জন্মদিন উপলক্ষে" (Vol. IV দৈনিক প্রার্থনা) "যদি মানিতে

হয়, ষোল আনা মানিতে হইবে। তা এতে একজন থাকুক, দেড়জন থাকুক &c. &c." আপনার (৭) প্রশ্ন ছাড়া, আর সব গুলির **reference** দেওয়া হ'ল—এখানে সব বই নেই—আপনার কাছে তো আছে? এইবারে একটা concordance করুন না?

আপনাদের

"নালুবাবু"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(৬)

C/o. B. K. Niyogi, Esq.,
Hazaribagh,
26. 4. 29.

প্রাণাধিক ধনী,

কত দিন পরে তোমার হাতের লেখা দেখে যে আনন্দে মন নৃত্য কচ্চে, তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ? এখন তো যা কিছু ঘটছে, বলছে "কাজ সেরে নাও তাড়াতাড়ি, ফলাফল চিন্তা করো না"—এই তোমার চিঠিও পেলাম, সেই সঙ্গে খবরও পেলাম—আমাদের একটি ভগ্নী, নিশ্চিন্তা দেবী, লালা কাশীরামের ছোট মেয়ে, হঠাৎ স্বামীকে হারিয়েছেন। দুদিন আগে ৩ নম্বরে যে বিষ্ণুবাবু কত গান শুনিয়েছেন, তিনি দেহমুক্ত হন। সত্যভূষণের স্ত্রী বিলেত থেকে ফিরে আবার চিকিৎসার জন্যে "সেবা সদনে" গেলেন—কোথায় সেরে আসবেন, না, একেবারে চলে গেলেন—আমিও তো সিমলে থেকে কলকাতায় গিয়ে, যেতে বসেছিলাম।

পাটনায় গিয়ে, এখানে এসে এখনও সশরীরে আছি। Behold the Man এখনও বেরোলো না, তাই ভাবচি—ডাক্তার মতিবাবু, তোমার ভুলদা, মণিদা আরও কতজন বইখানা দেখতে চেয়েছিলেন—না দেখেই পৃথিবী থেকে চলে গেলেন—আমারও কি তাই হবে? "আমার মনের মানুষ কে রে? হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দেশে, দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে" – সেই মনের মানুষকে কতবার সকলে মিলে দেখলাম—আবার হারালাম কেন? সকলে মিলে না ডাকলে তাঁকে হারাতেই হবে—এখন যত ভাই বোনে মিলে উৎসব, সঙ্ঘ, সমিতি হবে—ততই তাঁকে দেখবার ও দেখাবার সুযোগ হবে—আমাদের কাজে, কর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে যদি তাঁকে দেখাতে না পারি, অন্য কোথাও দেখিয়ে কি হবে? তাই যে Jubileeর কথা হচ্ছে, তা কথায় শেষ হয় কেন? এখন তো কিছুই ভবিষ্যতের বিষয় নয়—যা করবার এখুনই না কল্লে, কে কবে চলে যাবে কে জানে? Behold the Man যখন ১৩ বছর আগে কাগজে একটু একটু করে বেরোচ্ছিল, মনে আছে কি? বিরোধীদের ভেতর বিধাতার প্রেরণা বিনা এ রকম confession কি বেরোয়? যে নতুন মানুষটী বিধাতার নতুন সৃষ্টি—তাঁকে ত একবার দেখে, যদি বার বার দেখতে ইচ্ছে না হয়, তাহলে তাঁকে নতুন চোখে দেখা হয় নি। দ্বিজদাস বাবুর প্রতি বিধাতার বিশেষ কৃপা না হলে, তিনি যা দেখতে পেয়েছিলেন—তা কি দেখতে পেতেন? তিনি যে অবিচারের কথা স্বীকার করে পথ দেখিয়ে গেলেন—সেই পথে আরও কত লোক যাবে, কিন্তু সমস্ত মানুষটীকে যাদের নেবার কথা, নিয়ে আর সকলকে দেবার কথা, তারা যদি না

নেয়, তাদের বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ায় তফাৎ কি? আমরাই তো তারা? "আমরা মরে যাব, চলে যাব, পুড়ে যাব, অগ্রাহ্য হইব। পরমেশ্বর, তুমি কবে এই পুরাতন দলের ভিতর হইতে সেই নতুন করিয়া দিবে? আমরা তো তোমার চিহ্নিত সেই নূতন দল নই। দ্বারবান আমাদিগকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। শ্রীহরি, এ অস্বীকারের হেতু কি? আকাশের দৈববাণী বলে, "এ তোরা নয়। তোদের ভেতর আরও একটা মানুষ আছে, তারা যদি আসে, তারা নববিধানের লোক"। একবার ডাক, মা, মধুর স্বরে। সাজের ঘর থেকে দিব্য দিব্য পুরুষগুলি সেজে এসে নাট্যশালায় অভিনয় করুক। হে দীননাথ, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন শীঘ্র শীঘ্র আমাদিগকে অস্বীকার করে ভিতর হইতে সেই মানুষগুলিকে ডেকে এনে তোমার চরণতলে তাহাদিগকে প্রণত রাখি।"

তোমার

নালুদাদা

শ্রীমতী সুজাতা সেন

(৭)

Navavidhan Asram,
84, Upper Circular Road,
Calcutta, Nov. 1928.

ভাই নির্ভর,

দুর্গোৎসবের ভেতর যে আমেরিকায় পৌঁছানোর খবর পেলাম—তা না পেলে, এ Mail-এ ও তোমার চিঠি না পেয়ে

ভাবনা হ’ত। কাল অনুকূলের কাছে শুনলাম, Marseilles থেকে বাড়ীতে যে চিঠি এসেছে তাতেও শরীর সম্বন্ধে ভাল খবর নেই। আমারও শুনে মনে হচ্চে কি জান? আমি হিমালয় থেকে এখানে এলাম—যা সেখানে লাভ হয়েছিল সবই হারালাম—আর তুমি এখানকার কত রকম ঝঞ্ঝাটের ভেতরও যা ভাল ছিলে তা জাহাজে চড়ে হারালে—জাহাজে চড়ে কিন্তু আমি যতবার গিয়েছি অন্য রকম experience হয়েছে—শরীর ভালর সঙ্গে মন এত খুলে যেত—চিঠি লেখাতে ভয়ানক পেত—অগণ্য চিঠি লিখেচি—সমুদ্রের ওপর deckএ বস্‌লে যেন উৎসব-মন্দির মনে হয়! এখন তুমি জল ছেড়ে স্থলে গিয়ে পড়েছ—আশা করি সম্পূর্ণ উল্টো experience হচ্চে—এ ক’দিন যে তোমাকে চিঠি লিখে হারিয়ে দিয়েছি, এবার তুমি আমাকে হারিয়ে দেবে!

গেল সপ্তাহে তোমাকে যখন লিখি, তখন দুর্গোৎসবের জের চলছে। এবারে লক্ষ্মীপূজার ভাব—এই পূজার সঙ্গে আমার মনে তোমার বিশেষ যোগ—সেই গেল বছরে তোমরা যখন ৩ নম্বরে আমাদের সেবার জন্য প্রবেশ করেছিলে তখন Simla থেকে যে telegram করেছিলাম তাতে কি সে কথা ছিল না? লক্ষ্মীর প্রেরিতদের মধ্যে তোমার স্থান বিশেষ ভাবে চিহ্নিত, এই শান্তিকুটীরে যেটুকু গোছান দেখতে পেয়েছি, তার ভেতর তুমি লুকিয়ে আছ—সিমলে থেকে একটানে কলিকাতায় চলে আসা এই প্রেরিত কন্যাটির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে—এসে যা দেখলাম, পেলাম তাতে, লক্ষ্মী আমার কাছে আরও সত্য হ’লেন, লক্ষ্মীরসন্তান ও লক্ষ্মী-ছাড়ার প্রভেদ কি, আরও বুঝতে

পাল্লাম। এখন তুমি যেখানে, সেখানে মা লক্ষ্মী প্রকাণ্ড সংসার খুলেছেন—সে সংসারে লক্ষ্মীর নব নব লীলার কথা এবার তোমার কাছে নতুন করে শুনব—ওখানকার ছেলে মেয়েরা কতটুকু তাঁকে দেখেছে—তাঁকে চিনে, তাঁর হয়েছে—এখানে ব্রহ্মানন্দ তাঁকে যে রকম দেখেছিলেন, আমাদের দেখিয়েছিলেন—ওখানে তাঁর দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে কি কি পাচ্ছ—এই সব এখন জানতে চাই। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ

(৮)

পাটনা,

২১শে নবেম্বর,

১৯২৮।

ভাই নির্ভর,

এ সপ্তাতে তোমাকে খুব বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার মত দিনের পর দিন আসছে—গেল সপ্তাহে বোধ হয় ভাই-ফোঁটার কথা লিখেছি—সে কি প্রকাশ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল? এ সহরের সঙ্গে তোমাদের কত স্মৃতিই না জড়িত! যিনি ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকে নতুন যুগে নতুন আকারে দিয়ে গেলেন, তাঁর জন্মোৎসব কি ভাইফোঁটার উৎসব বিনা হয়? এখানে একটা **Public Meeting** পরশু সন্ধ্যার সময় হ'ল, **Drummond,** বিপিন পাল প্রভৃতি বক্তৃতা দিলেন—শুনলাম বেশ হয়েছিল। সে দিন

সকালে যে দু চার জনকে হরিদাসের এখানে পাওয়া গিয়েছিল, তাঁদের নিয়ে আমি উপাসনা করেছিলাম—কিন্তু তাতে কি সানায় ? তুমি যে গেল বছরে Victoriaতে' করেছিলে, সে রকম ত' এখনও কোথাও দেখতে পেলাম না—গিরিডিতে মণিকা দেবী যা করেন, তাও তিনি এবার কত্তে পেরেছেন কিনা জানিনে··· রেঙ্গুনে তাঁর ছোট ভগ্নী আমাদের ধনী ঐ উৎসব বিশেষ করে করেন—সেখানকার খবরও এখনও পাইনি। কলকাতায় এবার তুমিও নেই, আমিও নেই, কি হ'চ্চে জানিনে তবে এই তিন স্থানে তিনটী ভগ্নীকে দেবেই বিশেষ ভাবে জন্মোৎসব হয়েছে, সে কথা একজন ভাই অন্ততঃ স্বীকার ক'রবেন—তাতে আনন্দিত হবার কারণ আছে—কৃতজ্ঞতা ও ভবিষ্যতে আশার কারণও আছে। নববিধানে জননীর মনোনীত স্থান তাঁর কন্যারা গ্রহণ ক'ল্লে, নতুন প্রেম ও পবিত্রতা জগতে আসবে—তোমরা তার pioneers—তোমাদের একগুণ আশা, বিশ্বাস, ভক্তি দশগুণ হোক, একশো গুণ হোক! সুনু তো গেল বছরে কলিকাতায় ছিলেন? তার আগের বছরের মত এ বছরেও ঐ দিনে লক্ষ্ণৌ থেকে telegram করেছেন—"সেই সাধু সনে, নিগূঢ় বন্ধনে, হ'য়ে থাকি যেন এক প্রাণ" (এই কথাগুলি ইংরেজী অক্ষরে লেখা): আমি তাঁকে লিখলাম "সেই সাধুর সনে প্রাণে প্রাণে" এক হওয়া মানে নববিধানের নতুন প্রাণ পাওয়া—এ নতুন প্রাণের মানে, নতুন মন—আমাদের ভেতর সেই মন যখন যতটুকু দেখা যায়, সেইটুকুই আমাদের নববিধান—এই সত্য নববিধান সাধনের কত সুযোগ বিধানজননী দিচ্চেন।

তোমার ওখানে যাওয়া সেই সুযোগ নয় কি? তোমার যে পথে অনেক পরীক্ষা গেল—সে কি কেবল শরীর দিয়ে? যতদিন এদিক্‌কার জাহাজে ছিলে, ভাল করে লিখতে পারনি, তার মানে মনও খোলেনি—এক আধখানা চিঠি চিরকুটের মত যা লিখে এর ওর চিঠির ভেতর পাঠিয়েছিলে, তা ঠিক সময়ে না পেয়ে আমার কি মনে হয়েছিল জান? তোমাকে postageএর খরচের জন্য কিছু পাঠিয়ে দি—বোধ হয় দিতাম! কিন্তু পরশু (সোমবার দুখানা খাম তোমার হাতের লেখা কলকাতা থেকে redirected হ'য়ে এল—তাই মনে হ'ল, নববিধানের নতুন মন পেলে, আমরাও পরস্পরের মনের কথা জানতে পেরে, কি করে যে অন্তরের প্রার্থনা পূর্ণ করি, তা কি জানি? আমার কত প্রার্থনা আমার ভগ্নীদের দ্বারা পূর্ণ হচ্চে—ভাবলে বার বার কৃতজ্ঞ হ'য়ে নমস্কার না করে কি থাকতে পারি? গেল সপ্তাহের Navavidhanএ "আত্মার গঠন সামাজিক" এই উপদেশটীর ইংরেজী তর্জ্জমা দেখেছ কি? কেশব-চন্দ্রের জন্মোৎসব কি একদিনে হয়? এই নতুন ভাই বোনে মিলে যেখানে যখন উৎসব করবে, সেইখানে তখনই তাঁর জন্মোৎসব হবে—ওখানে সেই রকম কত জন্মোৎসবে তুমি তাঁকে পাবে—আমরাও তোমার কাছে তাঁকে পাব। তোমাকে খুব বিশেষ ক'রে মনে করিয়ে দেবার আর একটী দিন এ সপ্তাহে আছে—পরশু ২৩শে নভেম্বর—সেদিনেও এখানে ভাবের ভাবুক কাউকে পাব কি না জানিনে—ভগ্নীদের মধ্যে বিশেষ করে তুমি, ভাইদের মধ্যে যামিনী সেই সাম্বশিবের আদর করেছেন—কিন্তু আমার মেজদা কুরাচিতে বসে মনের কথা জানলেন কি করে? যখন সুন্দর করে পাথরেতে

লিখে দিলেন "In Memory of My Beloved 23 November"—সেও কি আমার অন্তরের প্রার্থনা পূর্ণ করা নয়?

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ

(৯)

Rajah Bagh,
Kidderpore,
Calcutta,
28. 5. 19.

প্রাণাধিক সতু,

গেল সপ্তাহে তোমাকে লেখা হয়নি। কাল ২৭শে প্রতাপবাবুর দিনে শান্তিকুটীরে উপাসনা আমাকে কত্তে হ'য়েছিল। আমি "আশীষ" থেকে "কি লাভ হইল?" অধ্যায়টী পড়লাম। Heart Beats থেকেও "God's work in Me" (p. 122) শেষের ক' লাইন বাদ দিয়ে পড়লাম—"The spirit of the Holy One has founded in me at least one character on the basis of this New Dispensation to the age." শেষে "দৈনিক প্রার্থনা" থেকে "রাজ্যস্থাপন" পড়লাম—এটী প্রতাপবাবু যখন Tour round the world এ বেরোন, তখন হয়। তুমি যদি আমেরিকা থাকতে থাকতে এই চিঠি পাও, তাহ'লে এই প্রার্থনা'টী দুচারবার ভাল করে' প'ড়ে ওদেশ ছেড়ো। "প্রত্যাদেশের আগুনে

আমরা সত্যবাদী হইলাম। আমরা তো বইয়ে কিছু পড়ি নাই, আমাদের বেদশাস্ত্র তোমার মুখে। একটা কথা ভাঙ্গে এমন কারো সাধ্য নাই। এই ধর্ম্ম অভ্রান্ত। হরি বলেছেন নববিধান ঠিক। যদি ঠিক, তবে সমস্ত পৃথিবীতে এই সত্য প্রচারিত হউক। পিতা পৃথিবীকে বুকে করি। পৃথিবী ঘুরে আসা, এসিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা, ইয়ুরোপ এই চারিটীর মুখে অমৃত দেওয়া, ইহাদের সেবা করা একই।" যে প্রত্যাদেশের আগুন আপনি পেয়ে আমাদের দিয়ে গেলেন, কেশবচন্দ্রকে নেওয়া সেই প্রত্যাদেশকে নেওয়া। 'সেবকের নিবেদন' দ্বিবিধ নাস্তিকতা প'ড়েছ কি? "প্রথম শ্রেণীর নাস্তিকদিগকে যত ভয় করি, তদপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিকদিগকে আমি ভয় করি।" ঐ উপদেশে এই কথাগুলি আছে—"ঈশ্বরকে মানা অপেক্ষা ঈশ্বরবাণী মানা আবশ্যক। ঈশ্বর বড় না ঈশ্বরবাণী বড়? আমি বলি ঈশ্বর অপেক্ষা ঈশ্বরবাণী বড়।" এই কথাগুলি কত গভীর, কত গুরুতর, কত to work miracles তা তোমাকে বলিতে হবে।

তোমার

নালুদা

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়

(১০)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর।

প্রাণাধিক,

বাঁকিপুরে গিয়েছিলাম—সোমবারে ফিরে তোমার চিঠি পেলাম—সেইদিন ভাগলপুরে থেকে প্রেম এলেন—রবিবাবুর

ইংরেজী "গীতাঞ্জলি" নিয়ে গেলেন—মঙ্গলবার সমস্তদিন চন্দননগরে ছিলাম······সতুকে বলেছি Ramblings বইয়ের আকারে ছাপাবার কথা······জিনিষটের আদর সকলে করবেন মনে হয় না—তবে যে ক'জন করেছেন, তার ওপর আরও কতজন করেন, দেখা যাক্ না? ······(তোমার) Unto us a child is bornটা প্রিয়বাবু (মল্লিক), উমানাথবাবু পড়েছেন কি না—তবে আচার্য্যদেবের এক-জন ছেলে লিখেছেন, "I cannot tell you with what great pleasure I read the writings from Nadan in W. & N. D. the other day. I meant to write about it to you. One cannot help being thrilled and moved by such ecstatic writing.

তোমার

নালুদা

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায়

বিবিধ

(১)

দেরাদুন,
২৬, ৯, ২৯।

নমস্কার,

আপনার ২১শের চিঠি ও তারপর একটা packet পেয়েছি, যামিনী হায়দ্রাবাদ থেকে করাচি গিয়েছেন—সেখান থেকে কাল telegram করেছেন—২রা অক্টোবর নন্দলালের সাম্বৎসরিক—সেখানকার বন্ধুরা তাঁকে সে পর্য্যন্ত আটকে রাখতে চান—আপনি যে list of errors দিয়েছেন, তা তাঁকে দেখাব—এখনও সমস্ত বইটা পাননি—এর মধ্যেই যা বেরিয়েছে, তা দেখলে ভয় হয়—আমাদের proof দেখা আরও ভাল করে' হওয়া উচিত। আপনি যে যে স্থানে Allahabad Brotherhoodএর card পাঠিয়েছেন, তারও list দেখলাম—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের Annual Report কি আপনার কাছে নেই—তা দেখে ত' অনেককে দিতে পারেন? এখানে হরেন্দ্রকে দিয়ে কলকাতা থেকে একখানা Report কিনতে পাঠানো হয়েছে—এখনও পাওয়া যায়নি। D. N. Mukerjiর চিঠি ফিরিয়ে দিয়েছি—আশা করি পেয়েছেন—অন্যে বেছে দিলে কি সুবিধে হবে জানিনে—যে যে প্রার্থনা তাঁর খুব ভাল লাগবে, সেইগুলিই তর্জ্জমা ক'র্ত্তে চেষ্টা করাই ভাল—তা'হলে পরে অন্য-গুলিও সহজ হবে। এখানেও অনেকের আসবার কথা ছিল—হল না—এখন কেবল জিতুদের আসবার কথা আছে। দাস্থরা কি আপনাদের ওখানে গিয়েছিলেন? ললিতবাবুও তর্জ্জমার কাজে

লেগেছেন—ঢাকায় আমাকে নিয়ে যেতে চান। এখানে কাল বৃষ্টি হ'য়েছে, শিলও পড়েছে, আমার সর্দ্দি হয়েছে—ওখানে কেমন ?

আপনাদের

"নালুবাবু"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

Navavidhan Asram,
84, Upper Circular Road,
Calcutta, 18th Oct. 1928.

ভাই নির্ভর,

এ mailএ ও তোমার চিঠি না পেয়ে মনে হ'চ্চে, হয় ত Sea sickness হয়েছে—আসছে mailএও কোনো খবর না পেলে ভাবনা হবে—আমেরিকা পৌছেই তারের খবর দেবার ব্যবস্থা করে থাক ত' ভাবনা নেই।

দেখতে না দেখতে কলকাতায় একমাসের বেশী থাকা হল—পূজোর দিন এসে পড়ল—নান্নাকেই বিশেষ উৎসাহী দেখছি—যে program করা হয়েছে, তা তোমাকে পাঠান হয়েছে কিনা জানিনে—আমার কাছে যে খানা ছিল পাঠাচ্ছি—আমার তো শরীরের অবস্থা যেরূপ, কতটা শরীর দিয়ে যোগ দিতে পারব জানিনে—উপস্থিত নবদেবালয়ে সকালে উপাসনা করা ছাড়া আর কোন কাজের ভার নিতে সাহস হয় না। এ সময়ে যে সব কথা উপাসনার ভেতর দিয়ে আসছে, শোনে কে ? শুনে মনে রাখে

কে? এখান থেকে সিমলে যাবার আগে যে সব কথা বলা হ'ত, তাই বা মনে আছে কার? ১৮৭৮ সালে কুচবিহার বিবাহ নিয়ে গোল হয়—"স'রা তার jubilee ক'ল্লে—আমাদের এবছরে ছুটো jubilee হওয়া উচিত—১৮৬৮এ মুঙ্গেরে যে ভক্তির প্লাবন হয়, তার Diamond Jubilee, আর ১৮৭৮এ কত ভেতরকার কথা শোনা গেল—"যা শুনেছি গোপনে বলিব প্রকাশে বাজায়ে ভেরী"—একটা কথা যেমন "হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয় ভক্তি বৃদ্ধির জন্য"—সেই বছরের উপদেশগুলি পড়লে দেখবে, কি বিশেষ Revelations এসেছিল, Bramwell Booth এর Echoes পড় যদি, দেখবে ঐ বছর তাদের কাছে memorable—XI Chapterএর প্রথম lines "The year 1873, in which our movement took the name of the Salvation Army, was a year of great strain, upon me in particular". বিশেষ পরীক্ষার ভেতর সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম মা হ'য়ে দেখা দেবার সুযোগ পেলেন—তাই প্রতাপবাবুর Faith and Progressএ Divine Maternity অধ্যায়টী একবার পড়লাম।

সিদ্ধেশ্বর বাবু ক'দিন এখানে ছিলেন—কাল চলে গেলেন—ঐ বইখানা reprint করা উচিত বলে গেলেন—The relations of men and women, inspite of so much boasted progress in religion and morality, still retain their unsanctity. If all women could be viewed as incarnations of the Motherhood of God, feminine beauty, refinement, and affection would become

holier objects than they now are. When the imagined character of many has done so much to crown the weaker sex with sanctity and tenderness and changed the character of woman so largely in Christian countries, the real and infinite Maternity of God, if genuinely perceived and adored, cannot fail to impart still greater sanctity and heavenliness to the character and relations of women in general. And man looks upon woman as gifted with a deeper and tenderer divinity than what he himself possesses." আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমাদের
নালুদা

শ্রীমতী নিভরপ্রিয়া ঘোষ

৮২ নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা, ১২ই সেপ্টেম্বর,
১১ই অক্টোবর।

শুভাশীর্ব্বাদ,

কাল যে কখানা চিঠি লিখব ভেবেছিলাম তা যদি লিখতাম, তা'হলে আজ আর তোমাকে লিখতাম না—আর যদি লিখতাম, তাহলে দ্বিতীয়বার—কিন্তু আজ এই মাত্তোর মোহিতের পোষ্টকার্ড পেলাম—মোহিতকে ব'লো, আমার ছেলেবেলার সংস্কৃত বিদ্যে ছিল,

এখন তা নেই—"আকাশোহং ভিল্লীকৃতো ন তু হৃদ্যে" এর মানে বলে দিতে হবে—উনি আমাদের বহরমপুরের "পণ্ডিত মহাশয়" তা জানত? পণ্ডিত মহাশয়কে আরও ব'লো যে, তাঁর বহরমপুরের বন্ধু তাঁর "Miracles of Faith" প'ড়ে তাথেকে গোটা কতক sentence তুলে আমাকে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর মুণ্ডকোপনিষদের অনুবাদ সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের Malabari সাহেব এই লিখেছেন—"It makes excellent reading. I beg to congratulate the translator on the remarkable success he seems to have achieved. I notice a slip here and there—but the whole as whole is really very good and effective."—আশাকরি তোমরা আর তোমাদের কাকারা ভাল আছেন—মীরাকে জিগেগস্ ক'রো, তার "বংক্কেশ্বর" জ্যাঠামহাশয় কোথায়?

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

নালুদা

স্বর্গীয়া সুশীলা সেন

(৪)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,

৮৯ নং মেছুয়াবাজার রোড,

কলিকাতা

১৬ই জুন, ১৯১০।

এবারে আমি তোমার কোন চিঠি পাইনি—সতুর কাছে একখানা এসেছে—তা সে দেখিয়েছে—বিনয়ের জন্যে যে enclosure

ছিল, তা তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—তোমার Mystic India পড়ে মনে হলো, "যা শুনেছি গোপনে, বলিব প্রকাশে বাজায়ে ভেরী" এই কথা এখন কাজে পরিণত হচ্ছে—ব্রজগোপাল বাবু খুব enthusiasm এর সহিত বল্লেন, "first class—first class!" ধীরেন খাস্তগিরি বল্লেন, "আমি একবার পড়লাম, দুবার পড়লাম, যামিনী বাবু এমন ইংরাজি লিখতে পারেন্ জানতাম না, বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে যামিনী বাবুর লেখা।" বেহারী বাবু মেদিনীপুর থেকে লিখেছেন, "যামিনীর Lecture পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। Living faithএর গন্ধ যাহাতে যাহাতে পাওয়া যায়, তাহাই বড় প্রীতিপ্রদ।" জ্যোতিলাল একটু আগে এসেছিলেন—তাঁরও খুব ভাল লেগেছে—কান্তি বাবু মহাশয়েরও ভাল লেগেছে শুনলাম্। আমার ভাগে ধনী এখানে নেই—নরেনও কোন মত প্রকাশ করেনি, বোধ হয়, এখনও পড়েনি—যাহোক, এ পর্য্যন্ত কেবল প্রশংসাই শুনছি—আর কিছু যদি শুনি, পরে জানাতে পারি। আমাদের Berlin যাবার আয়োজন হচ্ছে, ছেলেরা টাকা তুলচে। আশুর উৎসাহ দেখে আশ্চর্য্য হয়েছি; সে এত কাজের লোক, কে জান্ত? সতু, জ্ঞানাঞ্জনও খুব খাটছে, ব্রজগোপাল বাবু বেচারা যথেষ্ট কচ্ছেন—কান্তিবাবুও কম নন্। আমি চলে গেলে ব্রজগোপালবাবুর ওপর যথেষ্ট কাজের ভার পড়বে, প্রেমকে লিখলাম, শীগ্‌গির আসবার জন্যে। এ চিঠির জবাব Berlinএ দিও, ঠিকানা enclose করে দিলাম। সে জিনিষগুলো পৌঁছিল কিনা, জানতে পাল্লামনা—examination এর পর শরীর, কেমন থাকে লিখো।

তোমাদের

নালুদা

(৫)

82, Harrison Road,
Calcutta, 18 August, '02.

My dear Phuti

I wrote no letters yesterday or the day before or I should have written to you to congratulate you on your obtaining a scholarship from the college. I shall not write more today as I have got to give a lecture which keeps me busy. But should there be an occasion, I hope to write at length.

Trusting this will find you all doing well.

I am,
Your affectionate,
Chhotokaka.

Sj, Bijan Kumar Sen

(৬)

Cuttack,
17th May, 1902.

My dear Phbotee,

I am so very glad to hear of your success.

I am,
Your affectionate.
Chotokaka.

(৭)

৩ নম্বর,

কলকাতা, ২২-১০-১৯।

ভাই সুচারু,

আমি ভেবেছিলাম, ময়মনসিংহের পর আরও দু' তিনখানা চিঠি ঘন ঘন লিখে, আমার দিকের অপরাধ থেকে মুক্ত হ'ব। তা হ'ল কৈ? কাল তোমার চিঠি এসে আমায় লজ্জা দিলে। যে তিনখানা চিঠি enclose করেছ—তা পড়লাম, বিজয়শ্রী আমাদের "মালু" রাজেশ্বর বাবুরই ছেলে--তোমার সঙ্গে, তুমি পাহাড়ে যাবার কিছু আগে দেখা করেছিলেন, বোধ হয় Governorএর কাছে একখানা recommendation letterএর জন্যে। ছেলেটী তো খুবই ভাল—তুমি safely recommend কর্ত্তে পার। তাঁর চিঠিখানা ফিরিয়ে দিলাম। Reference হওয়া মানে যদি এই হয়—তোমার এখন কিছু কর্ত্তে হবে না—যখন Govt. জিগ্‌গেস্ করবে, তখন I know him to be a youngman of excellent character লিখলেই হবে, তা'হ'লে এই চিঠি পেয়ে মালুকে যদি লেখো—তিনি 31st Octoberএর আগেই তোমার চিঠি পাবেন--in time হবে। আমিও তাঁকে জানাবো। অন্য দুখানা চিঠির মধ্যে বুড়ির চিঠিখানির বিষয় নিয়ে গেনুর সঙ্গে কথা কইতে হবে। গেনুই নির্ভরের কাজ করবেন। এখন গেনু ও সুনু দুজনেই পুরুলিয়াতে, সেখানে চিঠিখানা পাঠিয়ে, তাঁদের মত জানতে পারি। তৃতীয় চিঠিখানা যামিনী এলে তাঁকে জবাব দিতে বলব। প্রস্তাবটীত মন্দ নয়—তবে তোমার দিদির সঙ্গে পরামর্শ করা চাই।

তিনি তো এখন সিমলায়? মুস্থরিতে যাবার ইচ্ছে আছে শুন্‌চি। এ চিঠি এইখানে শেষ করি। তা না হ'লে আজকের ডাকে যাবে না। গেল রবিবারে মন্দিরে আচার্য্যের উপদেশ নবম ভাগ থেকে "ভাই-ভগ্নী" উপদেশটী পড়লাম, আর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রার্থনা—তুমি এই চিঠি ভাইফোঁটার দিনে কিংবা তার আগের দিনে পাবে। উপাসনায় আমাকে মনে করবে ত? ওখানে স্থধা ও জয়তী তুজনেই ত ধ্রুবেন্দ্রকে ফোঁটা দেবেন? দেবেন ও স্থধাকে কাছে পেয়ে তোমার একলা-একলা বোধ ক'মলো ত?

তোমাদের

নালুদা

মহারাণী শ্রীমতী স্থচারু দেবী

(৮)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা,

১৮ই মে, ১৯:২।

নমস্কার,

কাল ব্রাহ্মণকে যা লিখেছি, তা বোধ হয় দেখেছ তাতে কাজের কথা ছিল—যদি ইতস্ততঃ কর্ত্তাম, তাহ'লে হয়ত আরও তু'একটা কথা যোগ করে' দিয়ে, ঐ চিঠিখানাই তোমাকে লিখতাম। আর তোমাকে চিঠি লিখলেই তোমার কাছ থেকে একখানা চিঠি পাবার আশা হ'ত—আশা পূর্ণ হ'লে আনন্দ হ'ত—আজ দেখছি সে আশা না চাইতে পূর্ণ হ'ল—কত আনন্দ হ'ল। তুমি ভাল কাগজে লিখেছ—আমাকে নরেন যে ভাল কাগজ এই মাত্র পাঠিয়েছেন আমিও তাইতে লিখছি। নরেন দেবেনের সঙ্গে প্রায়ই দেখা

হয়, দ্বিজেনের সঙ্গে মাঝে মাঝে হয়—সতুর চিঠি সেদিন পেলাম, তাঁরা সকলেই ভাল আছেন। পুরীতে মনীন ভাল আছেন, আমি সেখানে গেলে তাঁদের আনন্দ হয়—তোমাদের ওখানে গেলে তোমাদের আনন্দ হবে কি না জানিনে। তবে যেমন ঘ্রাণে অর্দ্ধ-ভোজনম্, আমার তেমনি যেতে না পাল্লেও নেমন্তন্নের কথা ভাব্‌লে অর্দ্ধেক খাওয়া হয়ে যায়। তারপর রাণীর কথা—তোমার যে idea তা নূতন নয়—আমি সেদিন Victoria Institutionএর Committeeর যে meeting হয়, তাতে যেতে পারিনি—শুনলাম, তোমারই প্রস্তাবের মত প্রস্তাব সেদিন উপস্থিত করা হয়েছিল। Bethune Collegeএর গুটিকয়েক মেয়ে Victoria Institution এর Boardingএ থাকতে চেয়েছিলেন—Committee তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন্‌নি—এখন তো স্কুল বন্ধ—এর ভেতর আর Committeeর meeting হবে কি না জানিনে। তবে প্রশান্তের সঙ্গে দেখা হ'লে, তোমার প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু করা যেতে পারে কি না, কথা ক'য়ে জানাব। তার পর শোকের কথা—একটি একটি করে' এই ক'মাসে চারটি প্রিয়জনকে বিদায় দিলাম—শোকোপনিষদের এক একটী অধ্যায় পড়া হ'ল—সেদিন যোগানন্দের মেয়েটি গেল—সে যে অধ্যায় পড়িয়ে গেল, তা সে ছাড়া আর কেউ পারত না—"Thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto Babes."

তোমাদের

নালুদা

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

(৯)

কলিকাতা,
৫ই ফেব্রুয়ারী।

মা,

আমার চিঠি পেয়েছত? এখন ত শীত অনেক কমেছে, বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে—সে দিন উপাসনার সময় কান্তি বাবু গাইলেন—"বহিছে বসন্তানিল বিমল নববিধানে"—এই অহেতুক ভাব গজাবার সময় বসন্তের হাওয়া না হ'লে কি চলে—এখন যে সব জেগে উঠ্‌বে—চারিদিকে ফুল ফুট্‌বে—এ সময়ে জড়সড় ভাব দেখলে কি রকম করে—ক্ষেত্র বাবুকে একখানা চিঠি লিখব ভাবচি।

(৬ই ফেব্রুয়ারি) কাল রাত্রে এই চিঠি লিখতে আরম্ভ করি—খানিকটা লিখে ঘুমোতে যাই—আজ তোমার চিঠি পেলাম—তুমি কি দীনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে লেখ? তাঁরও চিঠি পেলাম। কাল "সন্ধ্যা" আফিস থেকে সরস্বতী পূজার নেমন্তন্ন এসেছে—আজ সরস্বতীর কাছে অনেক কথা বল্লাম। তুমি কি দ্বিজেনের বিয়েতে আস্‌বে? সেও শুনচি এখন দীক্ষিত হবে না—রাজেন Leeds এ দুটো একজামিনে 1st Class 1st হয়েচে, শুনেছ? আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার
নালুদা

শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়

(১০)

৮২ নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা,
রবিবার।

স্নেহের ক্ষিতীশ,

আজ সকালে খ্রীষ্টানদের গানের বহি দেখতে দেখতে যে দু' একটা গান তোমাকে পাঠাতে ইচ্ছে হ'ল, তা নিয়ে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

New every morning to the love
Our wakening and uprising prove;
Through sleep and darkness safely brought,
Restored to life, and power, and thought.

New mercies, each returning day,
Hover around us while we pray ;
New perils past, new sins forgive
New thoughts of God, new hopes of Heaven.

If on your daily course our mind
Be set to hallow all we find,
New treasures still, of countless price,
God will provide for sacrifice.

The trivial round, the common task,
Will furnish all we need to ask,
Room to deny ourselves, a road
To bring us daily nearer God,

Only, O'Lord, in Thy dear love
Fit us for perfect rest above ;
And help us, this and every day,
To live more nearly as we pray.

আর একটী গানের দুটী verse তুলে দিচ্ছি ;

May faith, deep rooted in the soul,
Subdue our flesh, our minds control,
May guile depart, and discord cease,
And all within be truth and peace.

So let us gladly pass the day,
Our thoughts as pure as morning ray,
Our faith as noontide glowing bright,
Our minds undimmed by shades of night.

তোমাকে দীক্ষার দিনে যে কথা গুলি ব'লেছিলাম, তা মনে আছে ত? প্রথম কথাটীর অনুরূপ ভাব সাধু পলের Epistle to the Hebrews XII—(1) এ পাওয়া যায়।

"Therefore let us also, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses, lay aside every weight, and let us run with patience the race that is set before us."

আমার মনে হয়, তুমি যদি রোজ ভোরের বেলা কোন একখানি ভাল বই থেকে একটা কথা বেছে নিয়ে, তারই মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ কত্তে চেষ্টা কর, বিশেষ উপকার হয়। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা এই, আমি যখন কোন ভাল বই খুলি, তখন আমার যে কথাটার প্রয়োজন, সেই কথাটা পাই। আমরা যখন আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য ব্যাকুল হই, আমাদের চেয়ে আমাদের মঙ্গলময়ী জননী কত বেশী ব্যাকুল হন, তা কি আমরা ভাবি? ভাল কথা তিনিই শুনান, তার মর্ম্ম তিনিই বুঝিয়ে দেন। তুমি একান্তে তাঁরই উপর নির্ভর করে, প্রত্যহ ভাল কথাটী শোনবার জন্যে অপেক্ষা করো। আজ এই পর্য্যন্ত।

শুভাকাঙ্ক্ষী

নালুদা

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ

আর একটী গানের দুটী verse তুলে দিচ্চি ;

May faith, deep rooted in the soul,
Subdue our flesh, our minds control,
May guile depart, and discord cease,
And all within be truth and peace.

So let us gladly pass the day,
Our thoughts as pure as morning ray,
Our faith as noontide glowing bright,
Our minds undimmed by shades of night.

তোমাকে দীক্ষার দিনে যে কথা গুলি ব'লেছিলাম, তা মনে আছে ত? প্রথম কথাটীর অনুরূপ ভাব সাধু পলের Epistle to the Hebrews XII - (1) এ পাওয়া যায়।

"Therefore let us also, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses, lay aside every weight, and let us run with patience the race that is set before us."

আমার মনে হয়, তুমি যদি রোজ ভোরের বেলা কোন একখানি ভাল বই থেকে একটী কথা বেছে নিয়ে, তারই মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ কত্তে চেষ্টা কর, বিশেষ উপকার হয়। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা এই, আমি যখন কোন ভাল বই খুলি, তখন আমার যে কথাটীর প্রয়োজন, সেই কথাটী পাই। আমরা যখন আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য ব্যাকুল হই, আমাদের চেয়ে আমাদের মঙ্গলময়ী জননী কত বেশী ব্যাকুল হন, তা কি আমরা ভাবি? ভাল কথা তিনিই শুনান, তার মর্ম্ম তিনিই বুঝিয়ে দেন। তুমি একান্তে তাঁরই উপর নির্ভর করে, প্রত্যহ ভাল কথাটী শোনবার জন্যে অপেক্ষা কর। আজ এই পর্য্যন্ত।

শুভাকাঙ্ক্ষী

নালুদা

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ